

الْمُسَاعِد
لِتَعْلِيمِ قِرَاءَةِ
الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

بِالْلُّغَةِ الْبَيْنَالِيَّةِ



সংকলন : জাকারিয়া

বদান্য কোরআন

পাঠশিক্ষা

সহায়িকা

الْمُقَدَّمَةِ-ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহ তাআ'লার অশেষ কৃপায় ‘বদান্য কোরআন পাঠশিক্ষা সহায়িকা-সংক্ষিপ্ত তাজীদ নিয়মাবলি সহ’

বইটির সংকলন সম্পন্ন করতে পেরেছি। সাধারণ পাঠকের জন্য বদান্য কোরআন পাঠ শিক্ষা সংক্রান্ত অল্প সংখ্যক বই বাজারে প্রচলিত। এ বইতে পাঠ সংক্রান্ত বিষয়াদি আরও বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ রকম একটি বই এর প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘ দিন ধরে অনুভব করছিলাম। এর সূত্রপাত আনেক আগে। আমার জন্য পাকিস্তানে।

জন্মের ৭ মাস বয়স থেকে আরবদেশ কুয়েতে বসবাস করি। আমার মা শৈশব থেকে কুয়েতে বসবাস করছিলেন এবং কুয়েতে আরবি পরিবেশে বসবাস করলেও আমি জাত আরব(Native Arab) নই- মাতৃভাষা আরবির সংমিশ্রণে বিবর্তিত সিলেটী। ফলে আরবিতে লেখা-পড়া করলেও এবং লেখা-পড়ায় প্রথম অর্জিত ভাষা আরবি হলেও ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল। আরবিতে আমার নাম ‘জুরীয়া’। আমি ‘জুরীয়া’ এবং ‘জুরীয়া’ বর্ণের মধ্যে কোন উচ্চারণ পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারতাম না, ফলে নিজ নাম উচ্চারণ করতাম ‘জুরীয়া’। আরব বন্ধুগণ আশ্র্য হয়ে যেতো।

কখনো এ নাম শুনে নি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করতো “তোমার নাম ‘জুরীয়া’ না ‘জুরীয়া’?”-

কি আজগুবি প্রশ্ন! ‘আমার নাম জাকারিয়া না জাকারিয়া’- এ আবার কেমন প্রশ্ন। কিছু না বুঝে বলতাম আমার নাম ‘জুরীয়া’। তারাও না বুঝে বোঝার ভান করতো। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় দূরদর্শন(TV)এ একটি জনপ্রিয় ছায়াচিত্র(cartoon) চলতো যার কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম ছিল ‘সুসেন’। আমি যথারীতি ‘সুসেন’ এবং ‘শুশেন’ বর্ণের উচ্চারণ পার্থক্য বুঝতাম না। ফলে উচ্চারণ করতাম ‘শুশেন’। এ শুনে আমার আরব বন্ধুগণ খুব মজা পেতো-“জাকারিয়া বলতো দেখি ‘সুসেন’”। আমি বলতাম ‘শুশেন’ - হা হা হা তারা হাসা-হাসি করতো। আমার ভুল বুঝতে পারতাম না। নিম্ন শ্রেণীতে পড়ার সময় আমার বর্ণ উচ্চারণ নিয়ে কোন শিক্ষকই কিছু বলেন নি, ছাত্র হিসেবে মেধাবী বলা যায়। যাই হোক সমস্যা থেকে পরিভ্রান্তের জন্য আবার যখন নাম জিজ্ঞাসা করলো তখন আন্দাজ করে আমার জিহ্বাকে আর সামনের দিকে বের করলাম না, জিহ্বাকে নিচের দাঁতের সাথে লাগিয়ে বললাম ‘এয় এ দেখি সঠিকভাবে উচ্চারণ করছে!’। ভাবলাম উচ্চারণ নিয়ে বিড্রাট এখানেই শেষ। ১৯৮৩

খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বাংলাদেশে চলে আসি। কুয়েতে আমি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবি মাধ্যমে পড়া-লেখা করে এসেছি। আরবি উচ্চারণ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না- এ বিশ্বাসই ছিল। কিন্তু বাঁধলো বিপত্তি। আমার ছোট দাদা ছিলেন কুরী(কুরী)। কেবল কুরী নয়- তাঁর মাতৃভাষা আরবি, যাকে বলে জাত আরব। জন্ম থেকে মদীনায়, সেখানে লেখা-পড়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে পিতৃদেশে ফেরত। একদিন গ্রামের বাড়িতে গেলাম বড় চাচার সাথে,

সাল সপ্তবতৎঃ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ। চাচা পাকিস্তান থেকে এসেছেন, সাথে চাচাতো ভাই যিনি বদান্য কোরআন হেফজ শুরু করেছেন মাত্র। চাচাতো ভাইকে খুব ভালো করে ছিনি। আমি এবং সে কুয়েতে একসাথে একজীবন কাটিয়েছিলাম। ছোট দাদা আমাকে বললেন ‘কোরআন পড়!’। আমি যথারীতি সগর্বে খাঁটি আরবি উচ্চারণে বদান্য কোরআন পাঠ করলাম। ছোট দাদা কিছু বললেন না। পরে আমার চাচাতো ভাইকে বললেন ‘পড়!’, সে কিছু পড়লো। ছোট দাদা বললেন ‘এর পড়া যথাযথ আছে’। বড় ধাক্কা খেলাম, হতাশ ও মর্মাহত হলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না- আমার পড়া যথাযথ নয়। আমার চাচাতো ভাই, যার থেকে আমি বয়স, লেখা-পড়া, মেধা-বুদ্ধিমত্তা সব দিক থেকে অনেক এগিয়ে, তার পড়া যথাযথ। ছোট দাদা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এরকম মূল্যায়ন করতে তাঁর কর্তৃত্ব (Authority) ছিল। এটাই সত্য বলে উপলব্ধি করলাম, কিন্তু মেনে নেয়াটা খুবই কষ্টকর ছিল। একসময় ছোট দাদা আমাদের সিলেটের বাড়িতে বেড়াতে আসলেন। এসে আমার সাথে বদান্য কোনআন পাঠ শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। আমার বয়স তখন ১৭ বছর হবে, ছোট দাদা অশীতিপূর বৃন্দ। দাদার বয়সের ন্যূজতা, আমাদের বয়স পার্থক্য এবং আমার উডুউডু মনের জন্য আলোচনা শুরুতেই শেষ। তখন আমাদের বাসায় পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবে বদান্য কোরআন পড়ানোর জন্য আসতেন। ছোট দাদা আমার সাথে কোরআন পাঠ আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন “বলুনতো দেখি ‘মَقْمَانٌ’ শব্দের ‘قِمْ’ এ কেন জোর দেয়া হয়?”। যতটুকু মনে পড়ে ইমাম সাহেবে বললেন ‘لَقْلَقَةً’ (প্রকৃত শব্দ)। তখন বুঝলাম বদান্য কোরআন পাঠের আলাদা বিদ্যা রয়েছে, কেবল খাঁটি উচ্চারণের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। এ বিদ্যা গ্রহণ করলে সঠিকভাবে বদান্য কোরআন পাঠ করা যাবে। কিন্তু বদান্য কোরআন পাঠ শিক্ষা বিষয়ক কোন উপযুক্ত বই খুঁজে পেলাম না। বই কেনার কিছুটা অভ্যাস আছে। এ কেনা-কাটার মাঝে তাজ্জীদ সম্পর্কে বই খুঁজেছি অনেক, কিন্তু উপযুক্ত একটিও চোখে পড়ল না। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে আমি তখন জামালপুর জেলার সরিয়াবাড়ী উপজেলায় ‘উপজেলা নির্বাহী অফিসার’ হিসেবে কর্মরত। ঢাকায় গেলাম ব্যক্তিগত কাজে। সুযোগে বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ আঙ্গিনায় বই মেলায় প্রবেশ করলাম। মিশরীয় লেখক উর্দু কর্তৃক লিখিত *غَايَةُ الْمُرِيدِ فِي عِلْمِ الْتَّجْوِيدِ* বইটি পেলাম। ২৫ বছর আরবি চর্চা নেই। দ্বিতীয়তৎঃ বইটি কঠিন ভাষায় লিখা, মাঝে-মধ্যে আবার কবিতা। পড়তে কষ্ট হল। প্রথমে কিছু বুঝি নি। আবার পড়লাম, পর্যালোচনা করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে বোধগম্য হতে লাগলো, সব কিছু পরিষ্কার হল। বইটি আসলে পাঠ্যশ্রেণীর জন্য ‘তাত্ত্বিক’ বই হিসেবে লিখা, এ জন্য দুর্বোধ্য। কিন্তু এ তাত্ত্বিক বিষয় থেকে প্রায়োগিক বিষয় আলাদা করলে সবকিছু বোধগম্য ও সহজ হয়ে যায়। জটিল তাত্ত্বিক বিষয় এড়িয়ে কেবল প্রায়োগিক বিষয়াদি নিয়ে সাধারণ পাঠকের উপযোগী বাংলা ভাষায় বদান্য কোরআন পাঠ এবং তাজ্জীদ শিক্ষার জন্য একটি সহায়ক বই রচনার জন্য তাগিদ অনুভব করলাম। এরই মধ্যে জালালাবাদ সেনানিবাসে বদলি হওয়ায় বই লিখার উপযুক্ত পরিবেশ ও অবসর পেলাম।

এ বইটি বদান্য কোরআন ব্যবহারিক পাঠ শিক্ষার সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রচনা করা হয়েছে। বদান্য কোরআন সঠিকভাবে পাঠ করতে যে বিষয়গুলো জানা দরকার কেবল সে বিষয়াদি সন্ধিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সকল তাত্ত্বিক বিষয় পাঠ বা উচ্চারণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, কেবল নিয়ম হিসেবে আরোপিত হয়েছে সে সকল বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সকল বিষয় দুর্বোধ্য বা জটিল সে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় নি। এ বইটি তাত্ত্বিক বা তাজ্জীদ শিক্ষার্থীদের শ্রেণী পাঠ উপযোগী বই হিসেবে রচনা করা হয় নি। বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য অথবা তাদেরকে যারা বদান্য কোরআন পাঠ শিক্ষা দেন তাদের জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রচনা করা হয়েছে, যাতে বদান্য কোরআন পাঠের নিয়মাবলি জানা যায় এবং অনুশীলন করা যায়। বদান্য কোরআন পাঠ ও তাজ্জীদ শিখার জন্য একজন দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। যিনি সঠিকভাবে পাঠ শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীর পাঠ শ্রবণ করে ভুল ঠিক করে দিবেন। আশে-পাশে শিক্ষক পাওয়া না গেলে তবে তাজ্জীদের নিয়মাবলি জেনে ও ক্যাসেট-সিডিতে একজন দক্ষ ক্লারীর পাঠ শ্রবণ করে এবং তার সাথে নিজের পাঠ তুলনা করে ভুল-ক্রটি অনেকাংশে সংশোধন করা যায়।

বাংলাদেশে বদান্য কোরআনের দু'টি মুদ্রণ প্রচলিত। একটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুদ্রিত যেটি মদীনার কোরআন হিসেবে পরিচিত। অপরটি উপমহাদেশে মুদ্রিত যেটি উপমহাদেশীয় কোরআন হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে উপমহাদেশীয় কোরআন বেশি প্রচলিত হলেও মদীনার কোরআনে কিছু উচ্চারণ আলাদাভাবে চিহ্নিত থাকায় এবং লিখনশৈলীর সুবিধার জন্য এ বইতে মদীনার কোরআন মুদ্রণরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে দু'টি মুদ্রণরীতি সম্পর্কে বই এর শেষ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মৌলিক উচ্চারণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্শ্ব উচ্চারণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণ বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ সংগ্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে উচ্চারণ সম্পর্কিত বিষয়াদি উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে উচ্চারণ সম্পর্কিত আলোচনা নেই, তবে বদান্য কোরআন সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এবং এর পাঠ ও বিরতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধার্থে আরবি শব্দ সমূহের বাংলা সমতুল্য শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটিতে বাংলা এবং আরবি দু'টি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি পাঠ ডান থেকে বামে বোঝানোর জন্য আরবি শব্দের মধ্যবর্তী উল্টো কমা ‘,’ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। উল্টো কমা থাকলে অথবা আরবি পূর্ণ বাক্য থাকলে আরবি শব্দাবলির পাঠ ডান প্রান্ত থেকে শুরু করে বাম দিকে যাবে। সাধারণ কমা চিহ্ন ‘,’ থাকলে আরবি শব্দাবলির পাঠ বাম দিক থেকে ডান দিকে পড়তে হবে। প্রতি অধ্যায় শেষে অধ্যায় সম্পর্কিত সারসংক্ষেপ এবং অনুশীলন পরিচ্ছেদ রয়েছে। অনুশীলন সহায়ক হিসেবে ইন্শা-আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ সম্বলিত একটি পঁঞ্জিত চাকতি (CD) প্রকাশিত হচ্ছে। বইটির পরিচ্ছেদ ও বিষয়বস্তু সমূহে প্রদত্ত সংখ্যার বিপরীতে সিডিতে একই সংখ্যার শব্দ উপান্ত(File) বা গতিপথ(Track) থাকছে। সিডি থেকে সে পাঠ শ্রবণ করে উচ্চারণ অনুশীলন

করা যাবে। আমি আশা করি যারা বদান্য কোরআন পাঠ শিক্ষা দেন এবং গ্রহণ করেন তাদের জন্য তা সহায়ক হবে। বই এর অনেক পরিচ্ছেদ একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। বোঝার সুবিধার্থে বইটি আগে একবার সম্পূর্ণ পাঠ করে তারপর অনুশীলন শুরু করা উত্তম।

বইটি লিখতে বেশি যে অসুবিধার সম্মুখিন হলাম সেটি হল প্রাসঙ্গিক বিষয়-বস্তুর অভাব। বিষয়-বস্তুর কিছু তথ্য আন্তঃজালিকা(Internet) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিশাল তথ্যভাণ্ডার থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা ছিল দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয়তঃ পরিগণনযন্ত্রে(Computer) একসাথে একাধিক ভাষা ব্যবহার জটিলতা, আরবি লিখনশৈলীর অভাব। আরবি-বাংলা-ইংরেজি ভাষা ও কম্পিউটার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকায় যথাসম্ভব অভাবগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। মুদ্রণ প্রমাদ যথাসম্ভব কম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি পাঠকবৃন্দ এ অভাব ও ত্রুটিগুলো ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। বই প্রকাশের কাজে জালালাবাদ সেনানিবাসের পদাতিক ও যুদ্ধকৌশল বিদ্যাপীঠ(SI&T) এর পাঠাগার এবং ডিএস সাইবার ক্যাফের সহায়তা গ্রহণ করেছি। বইটির প্রকাশ সম্পর্কে অবহিত হয়ে জালালাবাদ সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্মচারীবৃন্দ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এ কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ এ কাজে আমাকে উৎসাহ, পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছেন। বই প্রকাশে যাঁরা সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বইটির স্বত্ত্ব সংরক্ষিত হলেও বিনা মূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তা পুনঃঅনুলিপি বা পুনর্মুদ্রণ করতে কোন অনুমতি লাগবে না। বই সম্পর্কে যে কোন মতামত এবং বই এর মান আরও উন্নত করার জন্য যে কোন পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করা হবে। সকল যোগাযোগ e-mail ঠিকানায় করার জন্য অনুরোধ করা হল। আল্লাহ আমাদেরকে বদান্য কোরআনের সেবা করার সামর্থ্য দিক। আমীন।

জাকারিয়া
নির্বাহী কর্মকর্তা
জালালাবাদ সেনানিবাস
সিলেট।
zakariaalhafiz@yahoo.com

‘বদান্য কোরআন পাঠ শিক্ষা সহায়িকা-সংক্ষিপ্ত তাজ্জীদ নিয়মাবলি সহ’।

প্রথম e-book প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৪ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

সংকলনে : জাকারিয়া, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট।

গ্রহস্তু : লেখক। মুক্তসম্পত্তি(Freeware)। বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য পুনঃঅনুলিপি ও মুদ্রণ যোগ্য।

যোগাযোগের ঠিকানা : zakariaalhafiz@yahoo.com

الفہریں- سُنچیپتہ

الفہریں- سُنچیپتہ	۶
الفہریں- سُنچیپتہ	۲

الفصل الأول- پ्रथम اधیا

۱۱۰۰. پریم پارچہ : آریلی عَرَبِیٰ ۱۱
۱۲۰۰. دیتیا پارچہ : آلْهَجَائِیٰ ۱۳
۱۳۰۰. تیا پارچہ : مَحَارِجُ الْحُرُوف ۱۵
۱۳۱۰. ٹینٹ، ۱۳۱۱. نیچ ٹینٹ، ۱۳۱۲. دوئی ٹینٹ ۱۵
۱۳۲۰. لسان- جیہوا ۱۵
۱۳۲۱. پرانی جیہوا، ۱۳۲۲. پرانی جیہوا، ۱۳۲۳. پرانی جیہوا ۱۶
۱۳۲۴. بہی پارش جیہوا ۱۶
۱۳۲۵. پارش جیہوا، ۱۳۲۷. مدھی جیہوا، ۱۳۲۸. اسٹرجیہوا، ۱۳۲۹. اسٹرجیہوا ۱۷
۱۳۳۰. حلق- گلہ، ۱۳۳۱. بہی گلہ، ۱۳۳۲. مدھی گلہ ۱۷
۱۳۳۳. گتیاں گلہ ۱۸
۱۳۴۰. الجوف ۱۸
۱۳۵۰. مُخ گھر ۱۸
۱۸۰۰. چڑھ پارچہ : سر کات ۱۹
۱۸۱۰. ضمہ- سر، ۱۸۱۱. آ- سر، ۱۸۱۲. فتحہ- سر ۱۹
۱۸۱۳. کسرہ- ہی- سر ۲۰
۱۸۲۰. سکون- نیروں ۲۰
۱۸۳۰. مدد- دیوریاں ۲۰
۱۸۳۱. مدد بالیاء- آ- دیوریاں، ۱۸۳۲. مدد باللو او- دیوریاں ۲۱
۱۸۴۰. ن- ت- ۲۱
۱۸۴۱. نوین بالکسرہ- آ- ن- ت- ۲۲
۱۸۴۵. دیرنگی- ۲۳
۱۸۴۶. شدہ بالکسرہ- آ- دیرنگی ۲۳
۱۸۴۸. مدد بالشدہ- دیوریاں دیرنگی ۲۳
۱۸۴۹. ن- ت- دیرنگی ۲۴

১৮৬০. - الْهَمْزَةُ وَصُلْ -হেম্জে ও চুল চালনা, ১৮৬২.- سَنْযَوْغ সংযোগ চালনা	২৪
১৮৭০. أَلْ-নِidِيْتَة অব্যয়.....	২৫
১৮৭১. أَلْشَمْسِيَّة -চান্দ নির্দিষ্টতা, ১৮৭২.- أَلْقَمِرِيَّة -সৌর নির্দিষ্টতা.....	২৬
১৮৮০. أَلْتَاءُ الْمَرْبُوْطَة -বন্ধ-ত	২৬
১৫০০. পঞ্চম পরিচ্ছেদ : خُلَاصَة -সারসংক্ষেপ	২৭
১৬০০. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
১ : أَنْوَشِيلَان-১ ৩০	
২ : أَنْوَشِيلَان-২ ৪৩	
الْفَصْلُ الْثَّانِي -দ্বিতীয় অধ্যায়	
২১০০. প্রথম পরিচ্ছেদ : الْمَد -দীর্ঘায়ন	৪৯
২১১০. الْمَد -দীর্ঘায়ন	৪৯
২১২০. مَدْ بَدْل -পরিবর্তিত দীর্ঘায়ন, ২১২১. مَدْ طَبِيعِي -প্রকৃত দীর্ঘায়ন, ২১২২. مَدْ أَصْلِي -অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন, ২১২৩. مَدْ مُنْفَصِل -পৃথক দীর্ঘায়ন ৪৯	
২১২৩. مَدْ لَازِم -আবশ্যিক দীর্ঘায়ন, ২১৩৪. مَدْ عَارِض -পার্শ্ব দীর্ঘায়ন	৫০
২১৩০. مَدْ رَأِيد -অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন, ২১৩১. مَدْ مُنْصِل -সংযুক্ত দীর্ঘায়ন, ২১৩২. مَدْ مُنْفَصِل -পৃথক দীর্ঘায়ন ৫০	
২১৩৩. مَدْ لَازِم -আবশ্যিক দীর্ঘায়ন, ২১৩৪. مَدْ عَارِض -পার্শ্ব দীর্ঘায়ন	৫১
২১৩৫. مَدْ لِين -সহজ দীর্ঘায়ন	৫২
২২০০. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : الْكُتُبُ الْمُتَفَرِّعَة -পার্শ্ব উচ্চারণ	৫২
২২১০. الْعُنْوَن -গুণগুণ	৫৩
২২২০. الْإِحْفَاء -সংগৃষ্ণি	৫৪
২২৩০. الْإِدْغَام -সংক্ষি	৫৪
২২৩১. أَدْغَام কামিল-পূর্ণাঙ্গ সংক্ষি	৫৫
২২৩২. أَدْغَام নাচিস-আংশিক সংক্ষি	৫৬
২২৪০. সংগৃষ্ণি(অং হ্ফাই) এবং সংক্ষি(ডং হ্ফাই) এর মধ্যে পার্থক্য	৫৬
২২৫০. الْإِقلَاب -উল্টন	৫৭
২২৬০. الْإِظْهَار -পরিস্ফুটন	৫৭

২৩০০. তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লাহর মোটাকরণ ও চিকনকরণ	৫৮
২৩১০. আল্লাহর মোটাকরণ	৫৮
২৩২০. চিকনকরণ	৫৮
২৩৩০. 'ল' বর্ণ	৫৮
২৩৩২. গুনগুন(বর্ণ), ২৩৩৩. আ-দীর্ঘায়ন, ২৩৩৪. 'র' বর্ণ	৫৯
২৪০০. চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সারসংক্ষেপ	৬১
২৫০০. পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
৩. অনুশীলন-৩ : ত্বরিত অনুশীলন	৬৫
৪. অনুশীলন-৪ : ত্বরিত অনুশীলন	৬৬
৫. অনুশীলন-৫ : ত্বরিত অনুশীলন	৬৮

তৃতীয় অধ্যায়-الفصل الثالث

৩১০০. প্রথম পরিচ্ছেদ : বর্ণ বৈশিষ্ট্য-স্বীকৃত অঙ্গ এবং অঙ্গের পুরুষ অঙ্গ	৭৭
৩১১০. এককধর্মী বৈশিষ্ট্য, ৩১১১. অল্লাহর মুক্তি-শিষ্ট	৭৭
৩১১২. আলোড়ন, ৩১১৩. সহজ, ৩১১৪. আলীন, ৩১১৫. বিচ্যুতি, ৩১১৬. অল্লেক্ষণ, ৩১১৭. অল্লাস্তার, ৩১১৮. অল্লাখ্বান	৭৮
৩১১৯. গুনগুন	৭৯
৩১২০. অধঃগমন-উৎর্ধগমন, ৩১২১. অল্লাস্তুলাএ-বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য, ৩১২২. অল্লাস্তিফাল-অধঃগমন	৭৯
৩২০০. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিরতি ও শব্দ সংযোগ	৮০
৩২১০. বিরতি	৮০
৩২২০. শব্দ সংযোগ	৮২
৩৩০০. তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বর্জিত বর্ণাদি	৮২
৩৩১০. ছোট আ-আলফ অল্লাস্তুলাএ-বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য	৮২
৩৩২০. বর্জিত উ এবং ই দীর্ঘায়ন	৮৩
৩৩৩০. ই-বর্জিত আলীন	৮৩
৩৩৪০. বর্জিত ন-হাত অনুন	৮৩
৩৩৫০. অতিরিক্ত বর্ণ-হাত	৮৩

..... ৮৩	৩৩৬০. حَذْفُ مَدِ بِالْأَلْفِ. -বর্জিত আ-দীর্ঘায়ন
..... ৮৪	৩৪০০. تَرْثِيقُ الْمُتَخَصِّصَةِ : -বিশেষায়িত উচ্চারণ
..... ৮৪ ৩৪১০. الْهَمَزَةُ الْمُسَهَّلَةُ .-সহজ চালনা
..... ৮৪ ৩৪২০. أَلْأَلْفُ الْمُمَالَةُ .-হেলানো-আ
..... ৮৪ ৩৪৩০. صَكْرٌ-الصَّادُ الْسِينِيَّةُ .
..... ৮৪ ৩৪৪০. الْسَّكْنَةُ .-নিষ্ঠকৃতা
..... ৮৫ ৩৪৫০. الْرَّوْمُ .-রোক
..... ৮৫ ৩৪৬০. الْإِشْمَامُ .-ফুঁক
..... ৮৬ ৩৪৭০. الْتَّحَاقُ السَّاكِنِيَّةُ .-একত্রিত নীরবতা, ৩৪৭১. একই শব্দের মধ্যে, ৩৪৭২. দু'টি শব্দের মধ্যবর্তী
..... ৮৮ ৩৫০০. خُلاصَةٌ-সারসংক্ষেপ
..... ৪৪ ৩৬০০. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
..... ৯৩ ৬- تَمْرِينٍ : অনুশীলন-৬
..... ৯৪ ৭- تَمْرِينٍ : অনুশীলন-৭

চতুর্থ অধ্যায়-الفصل أَلْرَابِع

..... ৯৮ ৪১০০. الْقُرْءَانُ الْكَرِيمُ : -বদান্য কোরআন
..... ১০২ ৪১১০. فَضْلُ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ .-বদান্য কোরআন পাঠের গুরুত্ব
..... ১০৩ ৪১২০. বদান্য কোরআন পাঠের শিষ্টাচার
..... ১০৪ ৪২০০. دِرْتَجَوِيد : -উত্তমায়ন
..... ১০৫ ৪২১০. دَرْجَتَهْـ ..-চক্রায়ন, ৪২১২. تَدْوِير .-আবৃত্তি, ৪২১১. تَرْتِيل .-ভর্তুল
..... ১০৫ ৪২২০. الْلَّهُ .-উচ্চারণ বিভাট
..... ১০৬ ৪২২১. سُون্ত বিভাট .-الْلَّهُ الْخَفِي .-স্পষ্ট বিভাট, ৪২২২.
..... ১০৭ ৪৩০০. أَلْإِبْتِداءُ .-পাঠ সূচনা
..... ১০৭ ৪৩১০. الْسَّعَادَةُ .-নিষ্ঠতি কামনা
..... ১০৮ ৪৩২০. الْبِسْمَلَةُ .-নামজপ
..... ১০৯ ৪৩৩০. الْبِتَاءُ .-পাঠসূচনা
..... ১০৯ ৪৩৩১. الْسُّورَةُ .-পালার প্রথম, ৪৩৩২. وَسْطُ الْسُّورَةِ .-বিদ্যায় সূরা
..... ১১০ ৪৩৩৩. تَوْبَة .-সূরা দুই পালার মধ্যবর্তী, ৪৩৩৪. بَيْنَ سُورَتَيْنِ .-তওবা পালা

8800. চতুর্থ পরিচ্ছেদ : - الْوَقْفُ وَالِإِسْتَانَافُ -পাঠ বিরতি এবং পুনরাস্তকরণ.....	১১১
8810. - الْوَقْفُ الْأَصْطَرَارِي - الْوَقْفُ -পাঠ বিরতি, 8811. الْوَقْفُ الْأَخْتِيَارِي - الْوَقْفُ -নিরংপায় বিরতি	১১২
8813. - الْوَقْفُ الْأَنْتَظَارِي -অপেক্ষমাণ বিরতি	১১৩
8814. - الْوَقْفُ الْأَخْتِيَارِي -এইচিক বিরতি.....	১১৩
8815. ১-আবশ্যিক বিরতি, ২- الْوَقْفُ الْتَّامُ -পূর্ণাঙ্গ বিরতি	১১৪
8816. ৩-অনুমোদিত বিরতি, ৪-যুক্তি বিরতি, ৫-একত্রিত বিরতি, ৬- الْوَقْفُ الْجَائزُ -যথেষ্ট বিরতি.....	১১৫
8817. ৭- الْوَقْفُ الْحَسَنُ -সু-বিরতি	১১৬
8818. - الِإِسْتَانَافُ الْحَسَنُ -সু-পুনরাস্ত.....	১১৬
8819. ৮- الِإِسْتَانَافُ الْقَبِيحُ -কু-পুনরাস্ত	১১৭
8820. ৯- الِإِسْتَانَافُ الْقَبِيحُ -কু-বিরতি	১১৭
8821. ১০- الِإِسْتَانَافُ الْحَسَنُ -সু-পুনরাস্ত.....	১১৭
8500. الْوَقْفُ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ : -শব্দ শেষে বিরতি.....	১১৭
8510. السُّكُونُ الْمُحْضُ -গরম নীরবতা.....	১১৭
8520. الرَّوْمُ -কোঁক	১১৮
8530. الإِشْمَامُ -ফুঁক	১১৮
8540. الْحَذْفُ -বর্জন	১১৯
8550. الْإِبْدَالُ -পরিবর্তন.....	১১৯
8600. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : - سَجْدَةُ التَّلَوَةِ -পাঠ প্রণিপাত.....	১২০
8700. সপ্তম পরিচ্ছেদ : - خَطُ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ -বদান্য কোরআনের লিখনশৈলী.....	১২০
8800. অষ্টম পরিচ্ছেদ : - حُلَاصَة -সারসংক্ষেপ	১২৪
8900. নবম পরিচ্ছেদ	
৮ : অনুশীলন-৮	১২৭
১৩৬	
১৩৭	

الفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অধ্যায়

১১০০. প্রথম পরিচ্ছেদ

الْفَظُ الْأَوَّلُ-আরবি উচ্চারণ

আরবি ভাষায় ২৮টি বর্ণ(حِرْف) রয়েছে যথা- ।، ب، ت، ج، ح، خ، د، ر، س، ش، ف، ق، ل، ك، م، ن، ه، و এবং ই হি এবং মে, ص, ط, ض, ظ, غ, ع, ف, ق, ل, ك, م, ن, ه, و এবং ই হি এবং মে, আরবি ভাষায় লিখা ‘ডান থেকে বাম’ দিকে যায় যা বাংলা-ইংরেজি ভাষার লিখনরীতি ‘বাম থেকে ডান’ এর বিপরীত। লিখার সময় বাংলার মতো আরবি বর্ণগুলো সাধারণতঃ পূর্ব এবং পরের বর্ণের সাথে যুক্ত হয়। শব্দের মধ্যে বর্ণের বিভিন্ন অবস্থানের জন্য যথাশব্দের শুরু, মধ্য, শেষ এবং একক অবস্থানের জন্য বর্ণের আকৃতি পরিবর্তিত হয়।

বর্ণগুলোতে স্বর দেয়ার জন্য বর্ণে তিনি ধরনের গতি বা স্বর আরোপিত হয় যাকে স্বর(حَرْكَة) বলে। স্বাভাবিক গতিতে হাতের মুষ্টি বন্ধ করতে বা খুলতে যে সময় লাগে তা স্বর(حَرْكَة) এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি। স্বর(حَرْكَة) এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির জন্য তিনটি বর্ণ যথা- و, أَلْف- و, هـ এবং ই হি এবং ব্যবহৃত হয়। স্বর(حَرْكَة) এর ব্যাপ্তি বর্ধিতকরণকে দীর্ঘায়ন(دَم) বলে। অপর একটি অব্যয় রয়েছে যাকে চালনা(هَمْزَة) বলে যার চিহ্ন হচ্ছে- ۱ বা ۲। চালনা(هَمْزَة)কে বর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয় না, এটি বিশেষ ধরনের অব্যয় বা ফল। বর্ণগুলোর মধ্যে প্রথম বর্ণ ‘ا’ এর স্বাধীন অস্তিত্ব বা উচ্চারণ নেই। তা হয় চালনা(هَمْزَة) এর সাথে সংযুক্ত হয়ে আ, উ, ই বা হস্ত যুক্ত ‘আ’ ধ্বনি তৈরি করে অথবা দীর্ঘায়ন(دَم) বর্ণ হিসেবে অন্যবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ ‘আ’ আ-কার ধ্বনি তৈরি করে। আবার কখনো অন্য বর্ণের সাথে অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত থাকে। এতে দেখা যায় উচ্চারণের দিক থেকে আরবি ভাষায় বর্ণ রয়েছে ৩১টি যথা- أَلْف- ব্যতীত বর্ণ ২৭টি, দীর্ঘায়ন(دَم) ৩টি এবং চালনা(هَمْزَة)। বর্ণে যেমন স্বর(حَرْكَة) আরোপ করা যায় তেমনি নীরবতা বা হস্ত আরোপ করা যায়। নীরবতাকে س্কুন(سُكُون) বলে। যে বর্ণের উপর নীরবতা আরোপ করা হয় তাকে নীরব বর্ণ(حِرْف سَكِين) বলে। স্বর(حَرْكَة), নীরবতা(سُكُون), এবং কতগুলো বর্ণের সমষ্টিয়ে আরও কয়েক ধরনের স্বর(حَرْكَة) তৈরি হয়। আরবি ভাষায় শব্দের শেষ বর্ণের স্বর(حَرْكَة) সাধারণতঃ পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন কারণে শব্দের শেষ বর্ণের স্বর(حَرْكَة) পরিবর্তিত হয়। আবার কোন শব্দে বিরতি দিলে সে শব্দের শেষ বর্ণের স্বর(حَرْكَة) এর বিলুপ্তি ঘটে এবং সাধারণতঃ নীরবতা(سُكُون) আরোপিত হয়। এ জন্য কোন শব্দ এককভাবে থাকলে বা পরবর্তী শব্দের সাথে সংযোগ না হলে শেষ বর্ণের স্বর(حَرْكَة) এর চিহ্ন সাধারণতঃ দেয়া হয় না এবং শেষ বর্ণে নীরবতা আরোপিত হয়েছে বলে গণ্য হয়। আরবি

ভাষায় বর্ণ(حَرْكَة) স্বর(حَرْف) এবং দীর্ঘায়ন(مَد) এর সাধারণ উচ্চারণ প্রক্রিয়া রয়েছে যাকে মৌলিক(أَصْلِي) উচ্চারণ বলে । এ ধরনের উচ্চারণ আধুনিক আরবি ভাষায় তথ্য কথ্য ভাষায় প্রচলিত । মৌলিক উচ্চারণ ছাড়াও বদান্য কোরআনে বিশেষ ধরনের কিছু উচ্চারণ রয়েছে । এ বিশেষ উচ্চারণকে পার্শ্ব(فَرْعَى) উচ্চারণ বলে ।

আরবি উচ্চারণ তথ্য বদান্য কোরআন পাঠে সবচেয়ে বেশি যে ক্রটি লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে আরবি বর্ণকে অন্য ভাষার বর্ণের মতো উচ্চারণ করা । প্রতিটি ভাষার বর্ণ উচ্চারণ প্রক্রিয়া আলাদা । আরবি ভাষার বর্ণ উচ্চারণ এবং বাংলা বা ইংরেজি ভাষার বর্ণ উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক । যেমন আরবি ভাষার ‘ف’ , বাংলা ভাষার ‘ফ’ এবং ইংরেজি ভাষার ‘F’ এ তিনি বর্ণ একই রকম মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনটি বর্ণ পৃথক এবং তিনটির উচ্চারণ প্রক্রিয়া ভিন্ন । তেমনি আরবি ভাষার ‘ا’ - أَلْف - বাংলা ভাষার ‘আ’ এবং ইংরেজি ভাষার ‘A’ তিনটি পৃথক বর্ণ, একটির সাথে অন্যটির মিল নেই । আরবি ভাষার বর্ণগুলোকে আরবি ভাষার মতো উচ্চারণ করতে হয়, বাংলা বা ইংরেজি বর্ণের মতো উচ্চারণ করা যায় না । আরবি ভাষায় স্বর(حَرْف) এবং দীর্ঘায়ন(مَد) এর সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি রয়েছে, যেখানে বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় স্বরধ্বনির ব্যাপ্তিকালে তারতম্য রয়েছে । যেমন বাংলা ভাষায় ‘কামাল’ শব্দে দু’টি ‘আ-কার’ একই স্বর হলেও দু’টির উচ্চারণ দৈর্ঘ্য আলাদা । তেমনি ‘টিকটিকি’ ও ‘সঠিক’ শব্দে ‘ই-কার’ এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রয়েছে । আবার ইংরেজি ভাষায় ‘book’ এবং ‘fool’ শব্দ দু’টির উ-কার ধ্বনি সম্পূর্ণ আলাদা এবং দু’টির উচ্চারণ দৈর্ঘ্য ভিন্ন । কিন্তু আরবি ভাষায় স্বর(حَرْف) এবং দীর্ঘায়ন(مَد) এর ব্যাপ্তি সুনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত উচ্চারণ দৈর্ঘ্যে কোন পার্থক্য হয় না, বাংলা বা ইংরেজি ভাষার স্বরধ্বনির ব্যাপ্তি থেকে তা ভিন্ন । বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় বর্ণের চিহ্নের সাথে উচ্চারণের মিল অনেক সময় থাকে না । যেমন বাংলা ভাষায় ‘অতীত’ শব্দের উচ্চারণ ‘অতিত্’ হলেও ‘অতীব’ শব্দের উচ্চারণ ‘ওতিবো’, ইংরেজি ভাষায় ‘read’ শব্দের উচ্চারণ ‘ri:d’ এবং ‘red’ উভয়ই হতে পারে । কিন্তু আরবি ভাষায় বর্ণ এবং আরোপিত স্বরচিহ্ন(حَرْف) এর সাথে উচ্চারণের মিল থাকে, নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত এর ব্যতিক্রম হয় না । বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় পড়ার সময় প্রতি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারিত হয় তথ্য শব্দ সমূহের মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত একটি বিরতি থাকে । কিন্তু আরবি ভাষায় ধারাবাহিক পড়লে শব্দের মধ্যবর্তী বলতে গেলে কোন বিরতি থাকে না এবং প্রায়শঃ দু’টি শব্দের মধ্যে উচ্চারণ সংযোগ ঘটে ।

ইংরেজি ভাষায় প্রধানতঃ দু’টি ভাষারীতি প্রচলিত রয়েছে যথা- British English এবং American English । ইংরেজি ভাষার এ দু’টি রীতিতে উচ্চারণ, বানান ইত্যাদিতে পার্থক্য থাকলেও অর্থ দিক থেকে একই । আবার বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত ভাষারীতি, বাংলাদেশের বাংলা এবং পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ভাষারীতি রয়েছে । আরবি ভাষায়ও বিভিন্ন ধরনের ভাষারীতি রয়েছে । বদান্য কোরআনে ৭টি বর্ণ বা ভাষারীতির ব্যবহার অনুমোদিত । এ ৭টি ভাষারীতিতে বদান্য কোরআন পাঠের ১০ ধরনের পদ্ধতি রয়েছে ।

১২০০. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

آلْحُرُوفُ الْهِجَائِيَّةُ -আরবি বর্ণমালা

বর্ণ ও বর্ণ নাম		বর্ণ আকৃতি	বাংলা	English	বর্ণের উৎপত্তিস্থল
		آشْكَالُ الْحُرُوفِ			মুখ্য
ا	أَلْف	۲، ا	অ	A	مَدْ এর ক্ষেত্রে অস্তর
ب	بَاء	ب، ب، ب، ب	ব	B	দুই ঠোট
ت	تَاء	ت، ت، ت، ت، ت	ত	T	প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ এবং উপর সম্মুখ দন্তমূল
ث	ثَاء	ث، ث، ث، ث	ছ	'Th' as in thanks	প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ এবং উপর সম্মুখ দন্তপ্রান্ত
ح	جِيم	ج، ج، ج، ج	জ	J	মধ্যজিহ্বা এবং উপর তালু
ح	حَاء	ح، ح، ح، ح	হ	H no equivalent	মধ্যগলা
خ	خَاء	خ، خ، خ، خ	খ	'Kh' as in khaki	বহিঃ গলা
د	دَال	د، د	দ	D	প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ এবং উপর সম্মুখ দন্তমূল
ذ	ذَال	ذ، ذ	ঢ	'th' as in than	প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ এবং উপর সম্মুখ দন্তপ্রান্ত
ر	رَاء	ر، ر	র	R	পার্শ্বজিহ্বা সংলগ্ন প্রান্তজিহ্বা (এবং উপর তালুতে সংস্পর্শ)
ز	زَاي	ز، ز	জ	Z	উপর ও নিচ দন্তের মাঝামাঝি প্রান্তজিহ্বা এবং নিচ সম্মুখ দন্তপ্রান্তের সংস্পর্শ
س	سِين	س، س، س، س	শ	S	উপর ও নিচ দন্তের মাঝামাঝি প্রান্তজিহ্বা এবং নিচ সম্মুখ দন্তপ্রান্তের সংস্পর্শ
ش	شِين	ش، ش، ش، ش	শ	'Sh' as in shine	জ এর পর মধ্যজিহ্বা এবং উপর তালু
ص	صَاد	ص، ص، ص، ص	ষ	'S' no equivalent	উপর ও নিচ দন্তের মাঝামাঝি প্রান্তজিহ্বা এবং নিচ সম্মুখ দন্তপ্রান্তের সংস্পর্শ
ض	ضَاد	ض، ض، ض، ض	ঢ	'Dh' no equivalent	জিহ্বা এক বা উভয় পার্শ্ব এবং সংলগ্ন উপর চর্বনদণ্ড

বর্ণ ও বর্ণ নাম		বর্ণ আকৃতি	বাংলা	English	বর্ণের উৎপত্তিস্থল মুখ্যগলা
الْحُرُوفُ		أَشْكَالُ الْحُرُوفِ			
ط	طاء	ط ، ط ، ط	ঁ	'F' no equivalent	প্রাঞ্জিহ্বা পৃষ্ঠ এবং উপর সমুখ দন্তমূল
ظ	ঝাঁ	ঝ ، ঝ ، ঝ	ঘ	'Th' no equivalent	প্রাঞ্জিহ্বা পৃষ্ঠ এবং উপর সমুখ দন্তপ্রান্ত
ع	عَيْن	ع ، ع ، ع	অ	'A' no equivalent	মধ্যগলা
غ	ঝিঁ	ঝ ، ঝ ، ঝ	ঞ	'G' as r in French.	বহিংগলা
ف	ফাঁ	ف ، ف ، ف ، ف	ফ	F	নিচ ঠেঁট এর ভিতর এবং উপর সমুখ দন্তপ্রান্ত
ق	কাঁ	ق ، ق ، ق ، ق	ক	'K'	অতর্জিহ্বা এবং উপরের নরম তালু
ك	কাফ	ك ، ك ، ل ، ك	ক	K	ক এর পর মধ্যজিহ্বার কাছে অতর্জিহ্বা এবং উপরের শক্ত তালু
ل	লাম	ل ، ل ، ل ، ل	ল	L	বহিং জিহ্বাপার্শ্ব এবং উপরের সংলগ্ন জামি
م	মিঁ	م ، م ، م ، م	ম	M	দুই ঠেঁট
ن	নুন	ن ، ن ، ن ، ن	ন	N	পার্শ্বজিহ্বার পর প্রাঞ্জিহ্বা এবং উপর সমুখ জামি
ه	হাঁ	ه ، ه ، ه ، ه	হ	H	গভীর গলার বহিং অংশ
و	ওাঁ	و ، و	ও	W, O	দুই ঠেঁট। ম এর ক্ষেত্রে অন্তর
ي	যাঁ	ي ، ي ، ي ، ي	ইঁ	Y, I	শ এর পর মধ্যজিহ্বা এবং উপর তালু। ম এর ক্ষেত্রে অন্তর
ء	হেম্মে	ء ، أ ، إ ، ئ ، و ، ئ ، ئ ، ئ	আ, ই, উ	ঁ, E, U	গভীর গলা

১৩০০. তৃতীয় পরিচেদ

مَخَارِجُ الْحُرُوف -বর্ণ উৎপত্তিস্থল

আরবি ভাষায় বর্ণসমূহ উচ্চারণের জন্য পৃথক পৃথক উৎপত্তিস্থল রয়েছে যাকে **مَخَارِجُ الْحُرُوف** বলে। বর্ণের যথাযথ

উচ্চারণের জন্য উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে জানা আবশ্যিক। আরবি ভাষায় উচ্চারণের জন্য দু' প্রকারের উৎপত্তিস্থল
রয়েছে যথা- মৌলিক(**أَصْلٍ**) এবং পার্শ্ব(**فَرْعِي**)। আরবি বর্ণমালার বর্ণ সমূহ উচ্চারণের জন্য মৌলিক
উৎপত্তিস্থল ব্যবহৃত হয় যা এ পরিচেদে আলোচনা করা হবে। আরবি ভাষায় বর্ণমালা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের বিশেষ
ধ্বনি রয়েছে। এ সকল বিশেষ ধ্বনি উচ্চারণের জন্য পার্শ্ব উৎপত্তিস্থল ব্যবহৃত হয় যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত
হবে। আরবি ভাষায় বর্ণ সমূহের মৌলিক উৎপত্তিস্থল ৪টি যথা- অন্তর, গলা, জিহ্বা এবং ঠোঁট। এর সাথে দাঁত,
জামি এবং তালুর সংযোগ হতে পারে। বর্ণ উচ্চারণের সময় অন্তর, গলা, জিহ্বা, ঠোঁট, দাঁত, জামি এবং তালুর
যে অংশ ব্যবহারের কথা বলা হবে কেবল সে অংশগুলো ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে অন্য
অংশের সংযুক্তি না হয়। উচ্চারণগুলো সহজভাবে হয়, জিহ্বা বক্র হয় না। জিহ্বার বিভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হয়
যেমন- অন্তজিহ্বা, মধ্যজিহ্বা, পার্শ্বজিহ্বা ও প্রান্তজিহ্বা। প্রান্তজিহ্বা বলতে জিহ্বার অগ্রভাগ নয়, জিহ্বার শীর্ষ বা
অগ্রভাগের ভিতরের অংশ হচ্ছে প্রান্তজিহ্বা। বর্ণ উৎপত্তিস্থল চিত্র দিয়ে পরিচেদ [১৩৫০](#)এ দেখানো হয়েছে। বর্ণ
উৎপত্তিস্থল সমূহ নিম্নরূপ,

১৩১০. ঠোঁট : شَفَةٌ-**ঠোঁট :** شَفَة

১৩১১. নিচ ঠোঁট : নিচ ঠোঁটের ভিতরের অংশ এবং উপর সম্মুখ দন্তপ্রান্ত থেকে ফ। এ বর্ণ উচ্চারণে
ঠোঁটের ভিতরের নরম অংশ ব্যবহৃত হয়, উপরের বা বাহিরের অংশ নয়। ফ, ফ, ফ

১৩১২. দুই ঠোঁট : উভয় ঠোঁট থেকে ব, ম, ও, ব, ম, ও। বর্ণ উচ্চারণে দু' ঠোঁট বৃক্ত গঠন করে। ব, ম, ও
ব, ব, ম, ম, ও, ব, ম, ও। উচ্চারণে দু' ঠোঁট পরস্পর চেপে যায়, ব একটু জোরে চাপে।

১৩২০. জিহ্বা : لِسَانٌ-জিহ্বায় ১০টি উৎপত্তিস্থল রয়েছে এবং এ থেকে ১৮টি বর্ণ উৎপন্ন হয়। যথা-

১৩২০. **প্রান্তজিহ্বা১** : উপর ও নিচ সমুখ দন্তের মাঝামাঝি প্রান্তজিহ্বা এবং নিচ সমুখ দন্তপ্রান্তের সংস্পর্শ থেকে স, জ, চ এবং স, জ, চ। উচ্চারণের সময় জিহ্বার পিছন অংশের উর্ধ্বগমন হয় এবং তা মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের জন্য জিহ্বা বক্র হবে না বা তা ‘সোয়াদ’ হিসেবে উচ্চারিত হবে না। এ তিনি বর্ণ উচ্চারণে শিষ্টের মত ধ্বনি তৈরি হয়। র, জ, স, চ, স, জ, চ।

১৩২১. **প্রান্তজিহ্বা২** : প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ সংলগ্ন প্রান্তজিহ্বা থেকে র। এটি উচ্চারণের সময় উচ্চারণ পুনরাবৃত্তি বা কম্পন হতে পারে। অতিরিক্ত উচ্চারণ পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য জিহ্বাকে উপর তালুতে স্পর্শ করাতে হয় (পরিচেদ [৩১১৫](#). পুনরাবৃত্তি-ক্র্যুরি দ্রষ্টব্য)।

১৩২২. **প্রান্তজিহ্বা৩** : জিহ্বার পার্শ্ব সংলগ্ন প্রান্তজিহ্বা এবং উপর সমুখ জামি থেকে ন। ন, ন, ন।

১৩২৩. **প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ১** : প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ ও উপর সমুখ দন্তমূল থেকে ত, দ এবং ত। উচ্চারণের সময় জিহ্বার উর্ধ্বগমন হয় এবং তা মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। ত উচ্চারণের জন্য জিহ্বা বক্র হবে না বা তা ‘তোয়া’ হিসেবে উচ্চারিত হবে না।

১৩২৪. **প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ২** : প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ ও উপর সমুখ দন্তপ্রান্ত থেকে থ, দ এবং ঠ। আরবি ভাষায় কেবল এ তিনটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখ দিয়ে সামনের দিকে বের হয়ে আসে এবং জিহ্বাপৃষ্ঠ উপর সমুখ দন্তপ্রান্তের সাথে লাগে। তন্মধ্যে ঠ উচ্চারণের সময় জিহ্বার উর্ধ্বগমন হয় এবং তা মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। ঠ উচ্চারণের জন্য জিহ্বা বক্র হবে না বা তা ‘জোয়া’ হিসেবে উচ্চারিত হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে থ বর্ণটি স এর মতো এবং দ বর্ণটি জ এর মতো না হয়। এবং স এবং জ বর্ণের উচ্চারণস্থল উপর-নিচ দন্তের মাঝামাঝি প্রান্তজিহ্বা এবং নিচ সমুখ দন্তপ্রান্তের সংস্পর্শ কিন্তু থ এবং দ বর্ণের উৎপত্তিস্থল প্রান্তজিহ্বার পৃষ্ঠ এবং উপর সমুখ দন্তপ্রান্ত।

থ, থ, থ, দ, দ, দ, ঠ, ঠ, ঠ

১৩২৫. **বহিঃ পার্শ্বজিহ্বা** : প এর উৎপত্তিস্থলের একটু ভিতরে বহিঃ পার্শ্বজিহ্বা এবং উপরের সংলগ্ন জামি থেকে ল। এটি উচ্চারণের সময় জিহ্বা উভয় পার্শ্ব বরাবর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা নিয়ে জামিতে লাগে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জিহ্বার কেবলমাত্র অগ্রভাগ ব্যবহৃত না হয় অথবা সমুখ গমন না হয়। ল, ল, ল

১৩২৬. পার্শ্বজিহ্বা : উপর চর্বন দাঁত ও তৎসংলগ্ন জিহ্বার এক পার্শ্ব বা উভয় পার্শ্ব থেকে প্র।

জিহ্বার পিছনের অংশের বামপার্শ্ব থেকে এ বর্ণ উচ্চারণ করা সহজতর, ডানপার্শ্ব থেকে কঠিন ও কম ব্যবহৃত এবং উভয় পার্শ্ব থেকে উচ্চারণ করা অধিকতর কঠিন। এ বর্ণ উচ্চারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জিহ্বার অগ্রভাগ ব্যবহৃত না হয় ফলে তা ১ বর্ণের মতো মনে হবে। এ বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বার উর্ধ্বগমন হয় এবং তা মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। প্র উচ্চারণে জিহ্বা বক্র হবে না, বা তা ‘দোয়াদ’ হিসেবে উচ্চারিত হবে না।

১৩২৭. মধ্যজিহ্বা : মধ্যজিহ্বা এবং সংলগ্ন উপর তালু থেকে জ, শ, শ এবং ই। এ তিনটি বর্ণ উচ্চারণে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জিহ্বার মধ্যাংশ ব্যবহৃত হয়। জ এবং ই উচ্চারণের সময় বাতাস বাইরে প্রবাহিত হয় না, তবে শ উচ্চারণের সময় মুখ বাতাসে ভর্তি হয়।

جَ، جُ، جِ، شَ، شُ، شِ، إِ، إِ

১৩২৮. অন্তর্জিহ্বা১ : মধ্যজিহ্বা সংলগ্ন অন্তর্জিহ্বা এবং উপর শক্ততালু থেকে ক। ক এবং কু, কু, কু এবং কু।

১৩২৯. অন্তর্জিহ্বা২ : ক এর পরে গলার সাথে যুক্ত অংশ আলজিহ্বার নিকট অন্তর্জিহ্বা এবং উপর নরম তালু থেকে কু। এ বর্ণ মোটাগলায় উচ্চারিত হয় এবং জিহ্বার উর্ধ্বগমন হয়। কু এবং কু বর্ণের পার্থক্য হচ্ছে যে, কু বর্ণে জিহ্বার একদম ভিতরের অংশ উপরের আলজিহ্বার নিকট নরম তালুর সাথে লাগে কিন্তু কু বর্ণে জিহ্বার ভিতরের অংশ শক্ততালুর সাথে লাগে।

১৩৩০. حَلْقٌ-গলা : গলায় তিনটি উৎপত্তিস্থল থেকে ৬টি বর্ণের উৎপত্তি হয়, যথা-

১৩৩১. বহিঃ গলা : মুখের নিকট গলার বহিঃ অংশ। এ থেকে খ এবং খ এর উৎপত্তি হয়। এ দু'টি বর্ণ মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। বর্ণ দু'টি গলা থেকে উচ্চারিত হলেও উচ্চারণের সময় জিহ্বার উর্ধ্বগমন হয়। বর্ণ দু'টি স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়, অতিরিক্ত কসরত বা কম্পন হয় না।

خَ، خُ، خِ، غَ، غُ، غِ

১৩৩২. মধ্য গলা : গভীর ও বহিঃ গলার মধ্যবর্তী অংশ। এ থেকে উ এবং উ এর উৎপত্তি হয়।

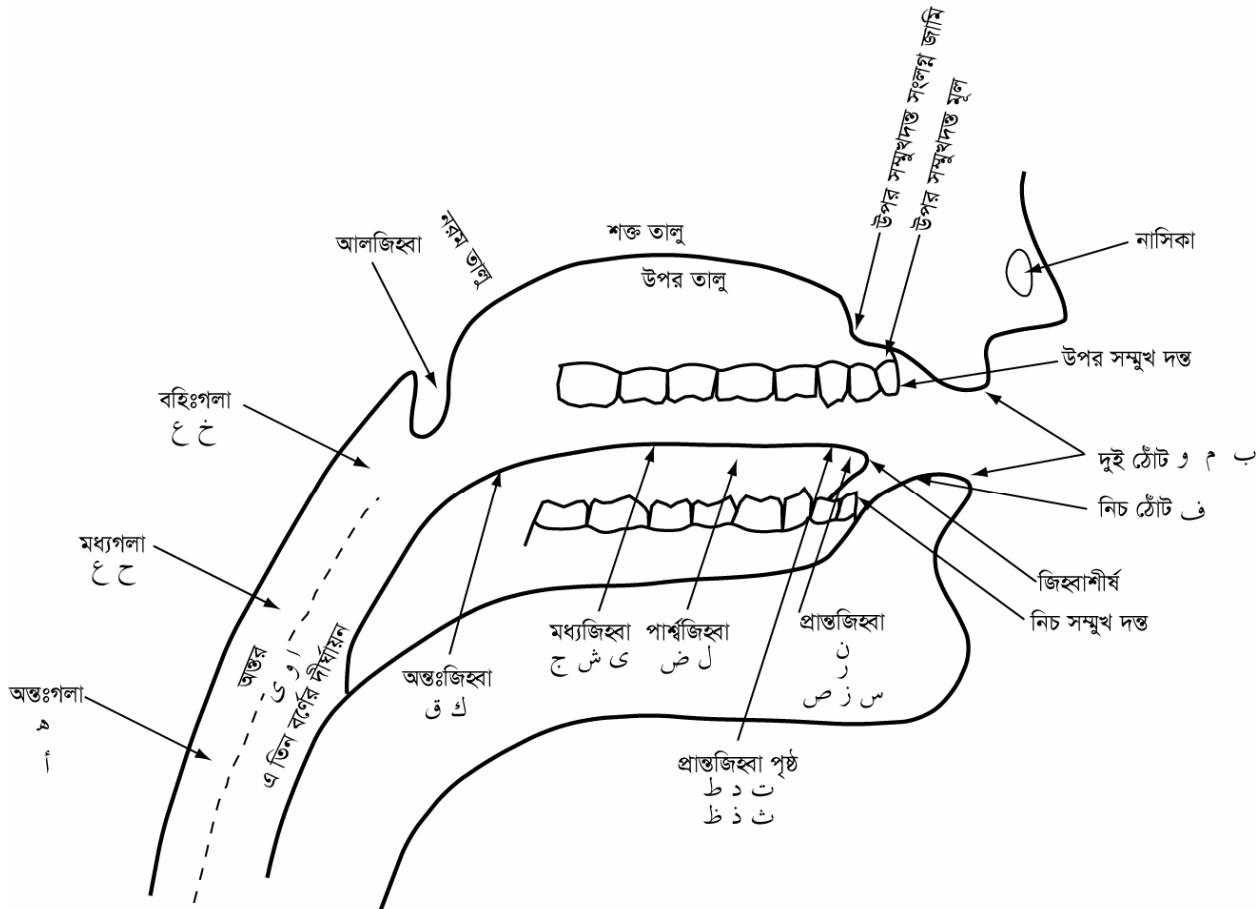
حَ، حُ، حِ، عَ، عُ، عِ

১৩৩৩. গভীর গলা : বুকের ঠিক উপরের অংশ গলার গভীরতম স্থান থেকে হম্মের এবং তারপর হ এর উৎপত্তি হয়। ه ، ه ، ه ، إ ، أ ،

১৩৪০. أَلْجَوْف .-অন্তর : অন্তর হল মুখ এবং গলার মধ্যবর্তী খালি জায়গা। এ স্থান থেকে এবং ই এ ওটি দীর্ঘায়ন(م) এর উৎপত্তি হয়। এ ক্ষেত্রে মূল বর্ণকে উচ্চারণ করে দীর্ঘায়ন(م)কে অন্তর থেকে বের করা হয়। এ তিন দীর্ঘায়ন(م) বর্ণ উচ্চারণের নির্দিষ্ট স্থান নেই। মুখ ও গলার মধ্যবর্তী খালি জায়গা থেকে তা উৎপন্ন হয়। এ তিন দীর্ঘায়ন(م) উচ্চারণে কেবল গলার স্বরতন্ত্র ব্যবহৃত হয়। উচ্চারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নাক দিয়ে বাতাস বের না হয়। এ ভুল সাধারণতঃ উ-দীর্ঘায়ন(م) এর ক্ষেত্রে বেশি হয়। উ-দীর্ঘায়ন(م) উচ্চারণের সময় নাক বন্ধ করলে যদি শব্দ তারতম্য হয় এবং সর্দি লেগেছে বলে মনে হয় তবে উচ্চারণে ত্রুটি হচ্ছে মনে করতে হবে এবং তা সংশোধন করতে হবে।

قَالَ، حَالِدٌ، يَكْتُبُونَ، يَرْجُوُنَ، صَغِيرٌ، كَبِيرٌ

১৩৫০. মুখগৰ্বর



মুখগৰ্বর এর চিত্র

১৪০০. চতুর্থ পরিচ্ছেদ**الْحَرَكَات**-স্বর চিহ্ন

১৪১০. স্বর : অর্থ গতি বা নড়াচড়া। আরবি ভাষায় বর্ণে স্বর(هُـ) আরোপিত হয়ে স্বর বা গতি প্রদান করে। স্বাভাবিক গতিতে হাতের মুষ্ঠি খুলতে বা বন্ধ করতে যে সময় লাগে তা স্বর(هُـ) এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি। এ উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি সুনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত এর ব্যতিক্রম হয় না। স্বাভাবিক গতিতে হাতের মুষ্ঠি খুলে আলো বাস্তবের সাথে তাল মিলিয়ে স্বর(هُـ) এর ব্যাপ্তি অনুশীলন করে রঞ্জ করা প্রয়োজন। স্বর(هُـ) বর্ণের উপর বা নিচে আরোপিত হয়। স্বর(هُـ) তিনি প্রকার-

১৪১১. আ-স্বর : **فَتْحَة** অর্থ খোলা। এ স্বর উচ্চারণে মুখ ‘হা’ করে খুলে যায় বলে এ নাম। এর প্রচলিত নাম ‘জবর’। বর্ণের উপর একটি ছোট টান চিহ্ন ‘ ’ দিয়ে এ স্বরকে প্রকাশ করা হয়। বর্ণে আ-স্বর(فَتْحَة) আরোপিত হয়ে হস্ত ‘ ’ আ-কার ধ্বনি প্রদান করে। স্বাভাবিক গতিতে হাতের মুষ্ঠি খুলতে বা বন্ধ করতে যে সময় লাগে তা আ-স্বর(فَتْحَة) এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি।

أَ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، خَ، دَ، ذَ، رَ، زَ، سَ، شَ، صَ، ضَ، طَ، ظَ، عَ،
غَ، فَ، قَ، كَ، لَ، مَ، نَ، هَ، وَ، يَ

১৪১২. উ-স্বর : **ضَمَّة** অর্থ যোজন, একত্রিত বা যুক্ত হওয়া। এ স্বরে দুই ঠোঁট এর অংশসমূহ গোলাকার হয়ে একত্রিত হয় বলে এ নাম। এর প্রচলিত নাম ‘পেশ’। বর্ণের উপর একটি ছোট পঁয়াচ চিহ্ন ‘ ’ দিয়ে এ স্বরকে প্রকাশ করা হয়। বর্ণে উ-স্বর(ضَمَّة) আরোপিত হয়ে হস্ত ‘ ’ উ-কার ধ্বনি প্রদান করে। স্বাভাবিক গতিতে হাতের মুষ্ঠি খুলতে বা বন্ধ করতে যে সময় লাগে তা উ-স্বর(ضَمَّة) এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি।

أُ، بُ، تُ، ثُ، جُ، حُ، خُ، دُ، ذُ، رُ، زُ، سُ، شُ، صُ، ضُ، طُ، ظُ، عُ،
غُ، فُ، قُ، كُ، لُ، مُ، نُ، هُ، وُ، يُ

১৪১৩. ই-স্বর — : **ক্সরَة** অর্থ ভাঙ্গা। জিহ্বা ও মুখ ভেঁচি কাটে বলে এ নাম। এর প্রচলিত নাম ‘জের’। বর্ণের নিচে একটি ছোট টান চিহ্ন ‘ ’ দিয়ে এ স্বরকে প্রকাশ করা হয়। বর্ণে ই-স্বর(ক্সরَة) আরোপিত হয়ে হ্রস্ব ‘ ’ ই-কার ধ্বনি প্রদান করে। স্বাভাবিক গতিতে হাতের মুষ্টি খুলতে বা বন্ধ করতে যে সময় লাগে তা ই-স্বর(ক্সরَة) এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি।

إِ، بِ، تِ، ثِ، جِ، حِ، خِ، دِ، ذِ، رِ، زِ، سِ، شِ، صِ، ضِ، طِ، ظِ، عِ
غِ، فِ، قِ، كِ، لِ، مِ، نِ، هِ، وِ، يِ

১৪২০. নীরবতা — : **سُكُون** হল স্বর(হ্রকে) এর বিপরীত যার অর্থ গতি বা নড়াচড়া বিহীন অথবা নীরবতা। এর প্রচলিত নাম ‘ঘজম’। বর্ণের উপর ‘ ’ চিহ্ন ‘ ’ দিয়ে নীরবতা(সুকুন)কে প্রকাশ করা হয়। বর্ণে নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হলে হস্ত বা হস্ত ‘ ’ তথা বিরতি বা নীরবতা প্রদান করে। যে বর্ণের উপর নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয় তাকে নীরব বর্ণ(সাকে) বলে। বর্ণের উপর স্বর(হ্রকে) এর কোন চিহ্ন না থাকলে সাধারণতঃ তার উপর নীরবতা(সুকুন) রয়েছে বলে গণ্য করা হয়। কোন শব্দে থামলে তথা বিরতি দিলে সে শব্দের শেষে দীর্ঘায়ন(মদ) বা আ-নত্ব(ত্বুين بالفتحة) বা না থাকলে বর্ণের স্বর(হ্রকে) পরিবর্তিত হয়ে সাধারণতঃ নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয়। উচ্চারণ সহজীকরণের জন্য নীরবতা(সুকুন) এর ব্যাপ্তি সাধারণতঃ স্বর(হ্রকে) এর ব্যাপ্তির সমান ধরা হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে নীরবতা(সুকুন) এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্য কিছুটা পার্থক্য হয়, বিভিন্ন বর্ণের জন্য এর ব্যাপ্তির ভিন্নতা রয়েছে (পরিচ্ছেদ [৩১২০](#) এর শেষ অংশ দ্রষ্টব্য)।

أَ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، خَ، دَ، ذَ، رَ، زَ، سَ، شَ، صَ، ضَ، طَ، ظَ، عَ
غَ، فَ، قَ، كَ، لَ، مَ، نَ، هَ، وَ، يَ

১৪৩০. দীর্ঘায়ন : **مَد** অর্থ দীর্ঘায়িত বা বর্ধিত করা। তিন প্রকার স্বর(হ্রকে), ফتحা(فَتْحَة), উ-স্বর(ক্সরَة) এবং ই-স্বর(ক্সরَة) এর সাথে যথাক্রমে নীরবতা(সুকুন) যুক্ত হয়ে স্বর(হ্রকে)কে দীর্ঘায়িত করে। দীর্ঘায়ন(মদ) এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি সাধারণতঃ স্বর(হ্রকে) এর দ্বিগুণ। দীর্ঘায়ন(মদ) বর্ণ(মদ) এবং এর উপর নীরবতা(সুকুন) থাকে, তবে সাধারণতঃ নীরবতা(সুকুন) এর চিহ্ন দেয়া হয় না। দীর্ঘায়ন(মদ) তিন প্রকার-

১৪৩১. مَدْ بِالْأَلْفِ - । آ-سَرَ (فُتْحَة) يুক্ত বর্ণের সাথে যুক্ত হলে তা آ-দীর্ঘায়ন : آ-স্বর(فُتْحَة) হয়। কোন বর্ণের পরে যুক্ত হলে সে বর্ণের উপর আবশ্যিকভাবে آ-স্বর(فُتْحَة) আরোপিত হয়।

ءَا، بَا، تَا، جَا، حَا، دَا، زَا، رَا، سَا، شَا، صَا، ضَا، طَا، ظَا، عَا، غَا، فَا، قَا، كَا، لَا، مَا، نَا، هَا، وَا، يَا

১৪৩২. مَدْ بِالْلَوَاءِ - و-آ-سَرَ (ضَمَّة) যুক্ত বর্ণের সাথে নীরব বর্ণ যুক্ত (وَاو سَرِكَن) হলে তা آ-দীর্ঘায়ন : آ-স্বর(ضَمَّة) না থাকলে অথবা বর্ণে ওَاو হয়। পূর্ববর্তী বর্ণে আর উচ্চারণ হয়ে স্বর(ضَمَّة) না হয়ে স্বর(حَرَكَة) এর উচ্চারণ হয়-
ا سُور, خَوْفٌ
أُو, بُو, ثُو, شُو, جُو, حُو, دُو, رُو, زُو, سُو, شُو, صُو, ضُو, طُو, ظُو, عُو, غُو,
فُو, فُو, كُو, لُو, مُو, نُو, هُو, وُو, يُو

১৪৩৩. مَدْ بِالْيَاءِ - ي-آ-সَرَ (كَسْرَة) যুক্ত বর্ণের সাথে নীরব (يَاء سَرِكَن) হলে তা آ-দীর্ঘায়ন : آ-স্বর(كَسْرَة) না থাকলে অথবা বর্ণে আর উচ্চারণ হয়ে স্বর(حَرَكَة) এর উচ্চারণ হয়-
إِي, إِي, ثِي, حِي, دِي, خِي, رِي, زِي, سِي, شِي, صِي, ضِي, طِي,
ظِي, عِي, غِي, فِي, قِي, كِي, لِي, مِي, نِي, هِي, وِي, يِي

১৪৪০. ن-ত্ব-آ-تَّنْوِين : ن-ত্ব- (تَّنْوِين) অর্থ অন্ত ন বর্ণের আরোপিত হয়ে বর্ণের স্বর(حَرَكَة) এর পরে অতিরিক্ত একটি নীরব-ন-স্বর(ن-سَرِكَن) বা 'ন' যুক্ত করা। ন-ত্ব- এর চিহ্ন যথা-
ও চিহ্ন দ্বারা ন-ত্ব- বোঝানো হয়। কোন বর্ণে ন-ত্ব- (تَّنْوِين) থাকলে তা দু'টি বর্ণ হিসেবে পরিগণিত হয় যথা- প্রথমে স্বর(حَرَكَة) যুক্ত বর্ণটি তারপর একটি নীরব-ন-স্বর(ن-سَرِكَن) বর্ণের উপর ন-ত্ব- রয়েছে। এর উচ্চারণ হচ্ছে ب' এ বর্ণের উপর ন-ত্ব- (تَّنْوِين) তিন প্রকার-

১৪৪১. তথা (ন سَأَكِن)ন-আ-ন-ত্ব ۔ : এটি বর্ণে আ-স্বর(فَتْحَة) এর পরে নীরব-ন-ত্ব(تَنْوِين بِالْفَتْحَة) এর পরে নীরব-ন-ত্ব(تَنْوِين بِالْفَتْحَة) আরোপিত হলে বর্ণের সাথে একটি অতিরিক্ত বর্ণ যুক্ত করা হয়(চালনা-হম্মে-হম্মে) এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে- কখনো **أَلْف** যুক্ত করা হয় যেমন- **شَيْئًا** আবার কখনো **أَلْف** যুক্ত করা হয় না যেমন- **سَمَاء** পরিচ্ছেদ ১৪৬১ দ্রষ্টব্য)। শব্দ বিরতির মধ্যে পড়লে আ-ন-ত্ব(تَنْوِين بِالْفَتْحَة) রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তা আ-দীর্ঘায়ন(مَد) (بাল্লাফ) হিসেবে উচ্চারিত হয় (পরিচ্ছেদ ২১২৩, ৩২১০ ও ৪৫৫০ দ্রষ্টব্য)।

ءَ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، دَ، ذَ، رَ، زَ، سَ، شَ، صَ، ضَ، طَ، ظَ، عَ، غَ، فَ، قَ، كَ، لَ، مَ، نَ، هَ، وَ، يَ

১৪৪২. তথা (ন سَأَكِن)ন-উ-ন-ত্ব ۔ : বর্ণে উ-স্বর(ضَمَّة) এর পরে নীরব-ন-ত্ব(تَنْوِين بِالضَّمَّة) ধ্বনি আরোপ করে। শব্দ বিরতিতে পড়লে উ-ন-ত্ব(تَنْوِين بِالضَّمَّة) এর বিলুপ্তি ঘটে এবং বর্ণে নীরবতা(সُكُون) আরোপিত হয় (পরিচ্ছেদ ৩২১০ এবং ৪৫৪০ দ্রষ্টব্য)।

ءُ، بُ، تُ، ثُ، جُ، حُ، دُ، ذُ، رُ، زُ، سُ، شُ، صُ، ضُ، طُ، ظُ، عُ، غُ، فُ، قُ، كُ، لُ، مُ، نُ، هُ، وُ، يُ

১৪৪৩. তথা (ন سَأَكِن)ন-ই-ন-ত্ব ۔ : বর্ণে ই-স্বর(كَسْرَة) এর পরে নীরব-ন-ত্ব(تَنْوِين بِالْكَسْرَة) ধ্বনি আরোপ করে। শব্দ বিরতিতে পড়লে ই-ন-ত্ব(تَنْوِين بِالْكَسْرَة) এর বিলুপ্তি ঘটে এবং বর্ণে নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয় (পরিচ্ছেদ ৩২১০ এবং ৪৫৪০ দ্রষ্টব্য)।

ءُ، بُ، تُ، ثُ، جُ، حُ، دُ، ذُ، رُ، زُ، سُ، شُ، صُ، ضُ، طُ، ظُ، عُ، غُ، فُ، قُ، كُ، لُ، مُ، نُ، هُ، وُ، يُ

১৪৫০. شَدَّة-الْشَّدَّة-বিরুক্তি : অর্থ জোর বা টান দেয়া। বর্ণে দ্বিরুক্তি(শَدَّة) আরোপিত হলে উচ্চারণের দ্বিরুক্তি হয়। এক্ষেত্রে বর্ণে অতিরিক্ত নীরবতা(সُكুন) বা হসন্ত আরোপ করে বর্ণটিকে পুনঃ উচ্চারণ করা হয়। বর্ণের উপর ‘س’ যথা ‘’ চিহ্ন দিয়ে দ্বিরুক্তি(শَدَّة)কে প্রকাশ করা হয়। শব্দ বিরতিতে দ্বিরুক্তি(শَدَّة) পড়লে তা অনুভূত হয়(পরিচ্ছেদ ৩২১০ দ্রষ্টব্য)। বর্ণে দ্বিরুক্তি(শَدَّة) থাকলে তা দুটি বর্ণ হিসেবে পরিগণিত হয় যথা-প্রথমে নীরবতা(সুকুন) যুক্ত বর্ণ তারপর স্বর(হَرَكَة) যুক্ত বর্ণ। যেমন- ‘د’ বর্ণের উপর দ্বিরুক্তি(শَدَّة) রয়েছে। এর উচ্চারণ হচ্ছে। এর মদ্দ শব্দের ‘د’ বর্ণের উপর দ্বিরুক্তি(শَدَّة) অন্য কোন স্বর(হَرَكَة) সহযোগে আরোপিত হয়। এর প্রকারভেদ হচ্ছে-

১৪৫১. شَدَّة-آ-বিরুক্তি : বর্ণে নীরবতা(সুকুন) দিয়ে আ-স্বর(فَتحَة) আরোপ করে।
 آ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، خَ، دَ، ذَ، رَ، زَ، سَ، شَ، صَ، ضَ، طَ،
 ظَ، عَ، غَ، فَ، قَ، كَ، لَ، مَ، نَ، هَ، وَ، يَ

১৪৫২. شَدَّة-উ-বিরুক্তি : বর্ণে নীরবতা(সুকুন) দিয়ে উ-স্বর(ضَمَّة) আরোপ করে।
 آ، بُ، تُ، ثُ، جُ، حُ، خُ، دُ، ذُ، رُ، زُ، سُ، شُ، صُ، ضُ، طُ،
 ظُ، عُ، غُ، فُ، قُ، كُ، لُ، مُ، نُ، هُ، وُ، يُ

১৪৫৩. شَدَّة-ই-বিরুক্তি : বর্ণে নীরবতা(সুকুন) দিয়ে ই-স্বর(কَسْرَة) আরোপ করে।
 آ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، خَ، دَ، ذَ، رَ، زَ، سِ، شِ، صِ، ضِ، طِ،
 ظَ، عَ، غَ، فَ، قَ، كِ، لِ، مِ، نِ، هِ، وِ، يِ

১৪৫৪. مَد-বিরুক্তি : বর্ণে নীরবতা(সুকুন) দিয়ে দীর্ঘায়ন দ্বিরুক্তি মদ বালশَدَّة আরোপ করে।
 آءَ، بَأَ، تَأَ، ثَأَ، جَأَ، حَأَ، خَأَ، دَأَ، ذَأَ، رَأَ، زَأَ، سَأَ، شَأَ، صَأَ، طَأَ،
 ظَأَ، عَأَ، غَأَ، فَأَ، قَأَ، كَأَ، لَأَ، مَأَ، نَأَ، هَأَ، وَأَ، يَأَ
 آءُ، بُءُ، تُءُ، ثُءُ، شُءُ، جَهُ، حَهُ، خَهُ، دَهُ، ذَهُ، رَهُ، زَهُ، سَهُ، شَهُ، صَهُ،
 ضَهُ، طَهُ، ظَهُ، عَهُ، غَهُ، فَهُ، قَهُ، كَهُ، لَهُ، مَهُ، نَهُ، هَهُ، وَهُ، يَهُ
 آءِ، بِءِ، تِءِ، ثِءِ، جَهِ، حَهِ، خَهِ، دَهِ، ذَهِ، رَهِ، زَهِ، سَهِ، شَهِ، صَهِ،
 ضَهِ، طَهِ، ظَهِ، عَهِ، غَهِ، فَهِ، قَهِ، كَهِ، لَهِ، مَهِ، نَهِ، هَهِ، وَهِ، يَهِ

۱۸۵۵. (تَسْوِين) ن-ত্ব- দ্বিরূপিতা : বর্ণে নীরবতা(সুকুন) দিয়ে ন-ত্ব- স্বর আরোপ করে।

أَءُ، بَيْ، تَتَّ، ثَثَ، جَحَّا، حَجَّا، دَحَّا، دَذَّا، رَرَّا، زَرَّا، سَسَّا، شَشَّا، صَصَّا، ضَصَّا، طَطَّا، ظَظَّا، عَعَّا، غَعَّا، فَفَّا، قَفَّا، كَكَّا، لَلَّا، مَمَّا، نَنَّا، هَهَّا، وَوَّا، يَيَّا
أَءُ، بَبَّ، تَتَّ، ثَثَّ، جَجَّ، حَجَّ، دَدَّ، دَذَّ، رَرَّ، زَزَّ، سَسَّ، شَشَّ، صَصَّ، ضَصَّ، طَطَّ،
ظَظَّ، عَعَّ، غَغَّ، فَفَّ، قَقَّ، كَكَّ، لَلَّ، مَمَّ، نَنَّ، هَهَّ، وَوَّ، يَيَّ
أَءُ، بَبَّ، تَتَّ، ثَثَّ، جَجَّ، حَجَّ، دَدَّ، دَذَّ، رَرَّ، زَزَّ، سَسَّ، شَشَّ، صَصَّ، ضَصَّ، طَطَّ،
ظَظَّ، عَعَّ، غَغَّ، فَفَّ، قَقَّ، كَكَّ، لَلَّ، مَمَّ، نَنَّ، هَهَّ، وَوَّ، يَيَّ

۱۸۶۰. (مَد)-الْهَمْزَة- চালনা : বর্ণটি সাধীনভাবে থাকে না। তা দীর্ঘায়ন(মদ) হিসেবে অথবা চালনা(হম্জে) এর সাথে যুক্ত থাকে। অর্থ চালনা বা তাড়না। এ অব্যয়টি বর্ণকে পরিচালনা করে বলে সম্ভবতঃ এ নাম। চালনা(হম্জে) কোন বর্ণ নয়, এটি বিশেষ ধরনের অব্যয় বা ‘ফলা’ যা একক ও, অল্ফ, বর্ণের সাথে সংযুক্ত হয়। এটি দু' প্রকার-

۱۸۶۱. ছেদ চালনা : قَطْعٌ-হম্জَة قَطْعٌ- অর্থ ছিন্ন, ছেদ, কাটা। স্পষ্ট ও পৃথকভাবে উচ্চারণ করতে হয় এবং দু'টি শব্দের মধ্যবর্তী উচ্চারণে ছেদ ঘটায় বলে এ নাম। ‘ء’ চিহ্ন হিসেবে এ চালনা(হম্জে)কে প্রকাশ করা হয় যা একক অথবা বর্ণের সাথে যুক্ত হয় এ বা ও বা অল্ফ বর্ণের সাথে যুক্ত হয় যা একক অথবা ‘আ’, ‘উ’, ‘ই’ বা হস্ত যুক্ত ‘আ’ ধ্বনি তৈরি করে। ছেদ চালনা(হম্জে) এর উপর যে কোন স্বর(হর্কা) আরোপ করা যায়। ছেদ চালনা(হম্জে) এর উপর আ-নত্ব- আরোপ করা হলে তবে তাতে অতিরিক্ত অল্ফ বর্ণ কখনো যুক্ত করা হয় আবার কখনো যুক্ত করা হয় না। ছেদ চালনা(হম্জে) এর পূর্বে আ-দীর্ঘায়ন(মদ) থাকলে তবে আ-নত্ব- আরোপিত হলে অতিরিক্ত অল্ফ বর্ণ যুক্ত করা হয় না যেমন- عَشَاء- আবার পূর্বে অন্য কোন বর্ণ থাকলে তবে আ-নত্ব- আরোপিত হলে অতিরিক্ত অল্ফ বর্ণ যুক্ত করা হয় যেমন- شَيْئًا।

أَمَرَ، أَخْدُودَ، إِيمَانَ، مَأْرَبَ، رُؤْيَا، رَئِيسَ، جِيءَ، سَمَاءَ، رِدَاءَ

১৪৬২. (হَمْزَةُ وَصْلٌ) কেবল সংযোগ চালনা : অর্থ সংযোগ। সংযোগ চালনা (হَمْزَةُ وَصْلٌ) শব্দের প্রথমেই থাকে। এর উপর ‘’ চিহ্ন বসিয়ে যথা-‘’ সংযোগ চালনা (হَمْزَةُ وَصْلٌ) প্রকাশ করা হয়। দু’টি শব্দের মধ্যে সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) বসলে শব্দ দু’টির উচ্চারণ সংযোগ হয় বলে এ নাম। আরবি ভাষায় নীরবতা(سُكُون) দিয়ে কোন শব্দ শুরু হয় না। শব্দের প্রথমে নীরব বর্ণ(هَمْزَةُ وَصْلٌ) হয়। সংযোগ চালনা(هَمْزَةُ وَصْلٌ) এর উপর সরাসরি কোন স্বর(حَرْكَة) বা নীরবতা(سُكُون) আরোপ করা যায় না। তবে পূর্ব শব্দের সাথে সংযুক্ত না হয়ে সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) এককভাবে উচ্চারিত হলে তবে অবস্থা ভেদে তা ‘আ’, ‘উ’ বা ‘ই’ ধ্বনি তৈরি করে। সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) অন্য অব্যয়(حَرْف) এর সাথে বসলে তা ‘আ’ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়- আল্লি। ক্রিয়ার সাথে বসলে মূলক্রিয়ার তৃতীয় বর্ণে উ-স্বর(ضَمَّة) থাকলে তা ‘উ’ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়- আডুকুর। (أُفْضِي) মূল ক্রিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তা সাধারণতঃ ‘ই’ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়- আফ্রা, আস্ম সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) পূর্ব শব্দ সংযোগে উচ্চারিত হলে তা অনুচ্চারিত থাকে এবং সংযোগ অব্যয় হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে দু’টি শব্দের মধ্যে উচ্চারণ সংযোগ ঘটে- শব্দ সংযোগের ক্ষেত্রে সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) এর পূর্বে দীর্ঘায়ন(مَد) থাকলে সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) এবং দীর্ঘায়ন(مَد) উভয়ই অনুচ্চারিত হয়ে যায় এবং দু’টি শব্দের মধ্যে উচ্চারণ সংযোগ ঘটে- সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) এর পূর্বে ন-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে ন-ত্ব সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) এর পূর্বে ন-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে ন-এর উপর ই-স্বর(كَسْرَة) আরোপিত হয় ও উচ্চারণ সংযোগ ঘটে- সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) এর পূর্বে নীরবতা(سُكُون) যুক্ত কোন বর্ণ থাকে না। নীরবতা(سُكُون) যুক্ত বর্ণ থাকলে, হয় বর্ণের উচ্চারণের বিলুপ্তি ঘটে যেমন- দীর্ঘায়ন(মাঝে) এর ক্ষেত্রে অথবা বর্ণে স্বর(حَرْكَة) আরোপিত হয় যেমন- ন-ত্ব(تَنْوِين) এর ক্ষেত্রে (পরিচ্ছেদ [৩৪৭২](#) দ্রষ্টব্য)।

الْذِي، هُوَ الْذِي، أَكْتُبُ-وَ أَكْتُبُ، أَنْتِقَامٌ-ذُو أَنْتِقَامٍ، إِذَا أَنْسَقَ، قَرِيَةٌ أَسْتَطْعُمَا

১৪৭০. الْ-নির্দিষ্টতা অব্যয়ঃ এটি বিশেষ ধরনের অব্যয় যা শব্দের পূর্বে শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা অব্যয় ‘Definite Article’ হিসেবে কাজ করে। এর প্রথম বর্ণ সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ), দ্বিতীয়টি নীরব- নীরব- বর্ণ। সংযোগ চালনা(হَمْزَةُ وَصْلٌ) অব্যয়(حَرْف) এর সাথে সংযুক্ত হওয়ায় তা ‘আ’ হিসেবে উচ্চারিত হয়। নির্দিষ্টতা অব্যয়(الْ) পূর্ব শব্দের সাথে উচ্চারিত হলে উচ্চারণ সংযোগ ঘটে। নির্দিষ্টতা(الْ) দু’ প্রকার-

১৪৭১. ৱাক্য নির্দিষ্টতা : এ প্রকারের নির্দিষ্টতা(الْأَلْقَمِرِيَّة) পৃথক ও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়।

চান্দ নির্দিষ্টতা(الْأَلْقَمِرِيَّة) এর ল বর্ণের উপর নীরবতা(সُكُون) চিহ্ন থাকে, ফলে ল বর্ণটি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। পূর্ব শব্দের সাথে উচ্চারণ সংযোগ ঘটলে নির্দিষ্টতা(الْأَلْ) এর সংযোগ চালনা(হِمْزَة وَصْل)টি সংযোগকারী অব্যয় হিসেবে কাজ করে অনুচ্চারিত থাকে এবং কেবল নীরব-
চান্দ(র্ব) আরোপিত হয় যথা-
(الْحُرُوفُ الْقَمِرِيَّة)। ১৪টি বর্ণের ক্ষেত্রে চান্দ নির্দিষ্টতা(الْأَلْ سَاكِن) ল উচ্চারিত হয়। এ বর্ণ গুলোকে চান্দ বর্ণ(الْأَلْقَمِرِيَّة) এর সাথে তারা(الْأَلْقَمِرِيَّة) দেখা যায় বলে এ নাম।

الْأَرْض، الْبَيْت، الْحُوت، الْعَيْن، الْكِتَاب-بِالْكِتَاب، الْمَاء-فِي الْمَاء، يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرِ

১৪৭২. সৌর নির্দিষ্টতা : এ প্রকারের নির্দিষ্টতা(الْأَلْ) এর ক্ষেত্রে ল বর্ণটি উহ্য তথা

অনুচ্চারিত থাকে এবং সংযোগ চালনা(হِمْزَة وَصْل) এবং শব্দের প্রথম বর্ণের মধ্যে উচ্চারণ সংযোগ ঘটে। আরবি ভাষায় একে সন্ধি(أَدْغَام) বলে (পরিচ্ছেদ [২২৩০](#) দ্রষ্টব্য)। সৌর নির্দিষ্টতা(الْأَلْشَمْسِيَّة) কে চিহ্নিত করার জন্য ল বর্ণের উপর স্বর(হَرَكَة) এর কোন চিহ্ন থাকে না এবং শব্দের ১ম
বর্ণে দ্বিরূপিত(شَدَّة) থাকে। পূর্ব শব্দের সাথে উচ্চারিত হলে সৌর নির্দিষ্টতা(الْأَلْশَمْسِيَّة) অনুচ্চারিত
ও উহ্য থেকে সংযোগকারী অব্যয় হিসেবে কাজ করে এবং শব্দ সংযোগ ঘটে। এ রকম শব্দ সংযোগের
ক্ষেত্রে সৌর নির্দিষ্টতা(الْأَلْশَমْسِيَّة) এর উচ্চারণ বিলুপ্তি ঘটে এবং পূর্ববর্তী শব্দের শেষ বর্ণ এবং
সৌর নির্দিষ্টতা(الْأَلْশَমْসِيَّة) এর পর শব্দের প্রথম বর্ণের মধ্যে উচ্চারণ সংযোগ হয়। ল বর্ণে কখনো
বিশেষভাবে সৌর নির্দিষ্টতা(الْأَلْশَমْসِيَّة) আরোপিত হয়-
১৪৭৩. বর্ণ শব্দের প্রথম বর্ণ হলে তবে সেক্ষেত্রে সৌর নির্দিষ্টতা(الْأَلْশَমْসِيَّة) আরোপিত হয় যথা-
د, ث, ت, ت, د, ش, ص, ض, ط, ل, و, ن। এ গুলোকে সৌর বর্ণ(الْأَلْশَমْসِيَّة) বলে।
الْحُرُوفُ الْشَّمْسِيَّة এর সাথে তারা(الْأَلْশَমْসِيَّة) দেখা যায় না বলে এ নাম।

الْتِين، الْطَّارِق، الْدَّهَر، الْشَّجَر، الْنَّار-مِنَ الْتَّار، الْسَّمَاء-إِذَا الْسَّمَاء، يَوْمَئِذٍ الْسَّلَمَ

১৪৮০. বন্ধ-ত : বন্ধ বা গোল ত। ত চিহ্ন হচ্ছে বা ৰ। এটি বিশেষ ধরনের 'ত' যা

কেবল শব্দের শেষে থাকে। স্বর(হَرَكَة) সহ উচ্চারিত হলে তা সাধারণ 'ত' এর মত উচ্চারিত হয়। কিন্তু শব্দে
বিরতি দিলে বন্ধ-ত(নَاء مَرْبُوطَة) হিসেবে উচ্চারিত হয় (পরিচ্ছেদ [৩২১০](#) এবং [৪৫৫০](#) দ্রষ্টব্য)।

صَلَةٌ، فِي قَرِيَّةٍ، جُمْلَةٌ: صَلَةٌ، قَرِيَّةٌ، جُمْلَةٌ

১৫০০. পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সারসংক্ষেপ-খালাচা

১. আরবি ভাষায় উচ্চারিত বর্ণ(حِرْف) ২৮টি-। ব, ت, ث, ح, ج, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ه, ن, م, ل, ك, ق, ف, غ, ع, ظ, ط এবং ই, و, ا, م, ب এবং তিনটি । দীর্ঘায়ন বর্ণ(مَدْ) এবং অন্তর্ভুক্ত হোলা এবং অন্তর্ভুক্ত হোলা।

২. আরবি বর্ণের উৎপত্তিস্থল ৪টি- ঠোট, জিহ্বা, গলা এবং অন্তর। ১. ঠোট-৪টি বর্ণ : নিচ ঠোটের ভিতর ও উপর দন্তপ্রান্ত থেকে ফ, উভয় ঠোট থেকে ও, ম ও ব। ২. জিহ্বা-১৮টি বর্ণ : প্রান্তজিহ্বা এবং উপর-নিচ দন্তের মাঝামাঝি নিচ সম্মুখ দন্তপ্রান্তের সংস্পর্শ থেকে জ, জি; প্রান্তজিহ্বা থেকে র (পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য উপর তালুতে সংস্পর্শ); প্রান্তজিহ্বা এবং উপর সম্মুখ জামি থেকে ন; প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ এবং উপর সম্মুখ দন্তমূল থেকে ত, দ ও ট; প্রান্তজিহ্বা পৃষ্ঠ এবং উপর সম্মুখ দন্তপ্রান্ত থেকে থ, ড ও ঠ; বহিঃ পার্শ্বজিহ্বা এবং উপর জামি থেকে ল; পার্শ্বজিহ্বা এক বা উভয়পার্শ্ব এবং তৎসংলগ্ন উপর চর্বনদন্ত থেকে চ; মধ্যজিহ্বা এবং উপরতালু থেকে জ, শ ও ই; মধ্যজিহ্বা সংলগ্ন অন্তর্জিহ্বা এবং উপর শক্ততালু থেকে এ এবং গভীর অন্তর্জিহ্বা ও উপর নরম তালু থেকে ক। ৩. গলা-৬টি বর্ণ : বহিঃগলা থেকে খ ও গ; মধ্যগলা থেকে হ ও উ এবং গভীর গলা থেকে ম ও হ। ৪. অন্তর-৩টি বর্ণ : এবং ই, এবং অ, এবং কার এ তিন বর্ণের দীর্ঘায়ন(مَدْ)।

বর্ণ উৎপত্তিস্থল :

ঠোট		জিহ্বা									গলা			অন্তর	
নিচ	উভয়	প্রান্ত				পার্শ্ব			মধ্য	গভীর		বহিঃ	মধ্য	গভীর	
ف	و م ب	ز س ص	ر ن ط	ت د ঠ	ث ذ ঢ	ل শ	ض ي	ح শ	ك ق	خ غ	ع হ	أ ه	مَد و, ا ই		

৩. বর্ণে স্বর দেয়ার জন্য তিন প্রকারের স্বর(حَرْ كَة) যথা- আ-স্বর(حَرْ كَة), উ-স্বর(حَرْ كَة), ই-স্বর(حَرْ كَة) এবং ই-স্বর(حَرْ كَة) রয়েছে। বর্ণে স্বর(حَرْ كَة) আরোপিত হলে আ-স্বর(حَرْ كَة) ‘আ-কার’ ধ্বনি, উ-স্বর(حَرْ كَة) ‘উ-কার’ ধ্বনি এবং ই-স্বর(حَرْ كَة) ‘ই-কার’ ধ্বনি প্রদান করে। স্বাভাবিক গতিতে হাতের মুষ্টি খুলতে বা বন্ধ করতে যে সময় লাগে তা স্বর(حَرْ كَة) এর উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি।

৪. আরবি ভাষায় বর্ণে হস্ত বা নীরবতা আরোপ করা যায়। একে নীরবতা(সুকুন) ‘—’ বলে। বর্ণে স্বর(হার্কে) এর কোন চিহ্ন না থাকলে তাতে নীরবতা(সুকুন) রয়েছে বলে গণ্য হয়।

৫. তিন প্রকারের স্বর(হার্কে) এর ব্যাপ্তি দীর্ঘ করার জন্য তিন প্রকার দীর্ঘায়ন(মাদ) রয়েছে। আ-স্বর(فَتْحَةً) যুক্ত বর্ণের সাথে উ-স্বর(ضَمَّةً) যুক্ত বর্ণের সাথে ও-স্বর(كَسْرَةً) যুক্ত বর্ণের সাথে যাই বর্ণ যুক্ত হলে দীর্ঘায়ন(মাদ) হয় এবং যথাক্রমে দীর্ঘ ‘আ-কার’, দীর্ঘ ‘উ-কার’ এবং দীর্ঘ ‘ই-কার’ ধ্বনি তৈরি হয়। দীর্ঘায়ন(মাদ) এর ব্যাপ্তি সাধারণতঃ স্বর(হার্কে) এর দ্বিগুণ। দীর্ঘায়ন(মাদ) বর্ণের উপর নীরবতা(সুকুন) থাকে, তবে সাধারণতঃ নীরবতা(সুকুন) এর চিহ্ন দেয়া হয় না।

৬. তিন প্রকার স্বর(হার্কে) এর জন্য তিন প্রকারের ন-ত্ব(ন্নুইন) রয়েছে। ন-ত্ব(ন্নুইন) হচ্ছে এর স্বর(হার্কে) যুক্ত বর্ণের পরে একটি অতিরিক্ত নীরব-ন(ন সাক্ষীন) বা ‘ন’ যুক্ত করা। এটি তিন প্রকার- আ-ন-ত্ব(ন্নুইন), উ-ন-ত্ব(ন্নুইন بِالْضَمَّةِ), ই-ন-ত্ব(ন্নুইن بِالْكَسْرَةِ), এবং বর্ণে আরোপিত হয়ে যথাক্রমে ‘ন্’, ‘ুন্’ এবং ‘িন্’ ধ্বনি প্রদান করে। দুটি স্বর(হার্কে) এর চিহ্ন যথা- ‘—’, ‘—’ এবং ‘—’ দিয়ে ন-ত্ব(ন্নুইন) প্রকাশ করা হয়।

৭. স্বর(হার্কে), দীর্ঘায়ন(মাদ) এবং ন-ত্ব(ন্নুইন) এর উপর দ্বিরুক্তি(শল্ডে) ‘—’ আরোপ করা যায়। দ্বিরুক্তি(শল্ডে) আরোপে উচ্চারণের দ্বিরুক্তি হয়। এতে স্বর(হার্কে) দীর্ঘায়ন(মাদ) বা ন-ত্ব(ন্নুইন) যুক্ত বর্ণের পূর্বে অতিরিক্ত নীরবতা(সুকুন) আরোপ করে বর্ণটিকে পুনঃ উচ্চারণ করা হয়।

৮. চালনা(হেম্মে) বা ‘ঁ’ এবং বা ‘ঁ’ বা ‘ঁ’ হচ্ছে একটি বিশেষ অব্যয় বা ফলা যা আ, উ, ই বা হস্তযুক্ত ‘আ’ ধ্বনি তৈরি করে। এটি দু’ প্রকার- ছেদ(ওচল) এবং সংযোগ(ওচল)। ছেদ চালনা(হেম্মে কেটে) শব্দের যে কোন স্থানে বসতে পারে। এর উপর সাধারণভাবে যে কোন স্বর(হার্কে) বা নীরবতা(সুকুন) আরোপ করা যায়। সংযোগ চালনা(হেম্মে ওচল) শব্দের প্রথমে বসে। এর উপর সরাসরি কোন স্বর(হার্কে) আরোপ করা যায় না।

তবে বিভিন্ন কারণে তা আ, উ বা ই ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হতে পারে। পূর্বের শব্দের সাথে সংযোগ হলে সংযোগ চালনা(হেম্মে ওচল) অনুচ্চারিত থাকে এবং সংযোগকারী অব্যয় হিসেবে কাজ করে।

৯. আল হচ্ছে নির্দিষ্টতা অব্যয়। এর প্রথম বর্ণ সংযোগ চালনা(হِمْزَةُ وَصْلٌ) এবং দ্বিতীয় বর্ণটি নীরব-ল(ل) সাক্ষী সংযোগ চালনা(হِمْزَةُ وَصْلٌ) অব্যয়ের সাথে যুক্ত থাকায় তা ‘আ’ ধ্বনি তৈরি করে। আল-নির্দিষ্টতা অব্যয় পূর্ব শব্দের সাথে উচ্চারিত হলে তা অনুচ্চারিত থাকে এবং সংযোগকারী অব্যয় হিসেবে কাজ করে। শব্দের ১ম বর্ণ-আল, ব, গ, খ, ম, হ, এবং ই এ ১৪টি বর্ণের যে কোন একটি হলে সেক্ষেত্রে চান্দ নির্দিষ্টতা(الْأَلْقَمَرِيَّة) আরোপিত হয়। চান্দ নির্দিষ্টতা(الْأَلْقَمَرِيَّة)কে চিহ্নিত করার জন্য ল বর্ণের উপর নীরবতা(সুকুন) চিহ্ন ‘ ’ থাকে ফলে ল বর্ণটি উচ্চারিত হয়। অপর দিকে শব্দের ১ম বর্ণ-ত, থ, দ, র, চ, স আরোপিত হয়। সৌর নির্দিষ্টতা(الْأَلْشَمْسِيَّة)কে চিহ্নিত করার জন্য ল বর্ণের উপর নীরবতা(সুকুন) এর চিহ্ন থাকে না এবং শব্দের প্রথম বর্ণে দ্বিরুক্তি(شَدَّة) থাকে। এতে ল বর্ণটি উহ্য থাকে এবং শব্দের প্রথম বর্ণের সাথে সংযোগ চালনা(হِمْزَةُ وَصْلٌ) বা পূর্ববর্তী শব্দের উচ্চারণ সংযোগ ঘটে।

১০. বন্ধ-ত(تَاء مَرْبُوْطَة) ‘ত’ শব্দের শেষে থাকে। এ ‘ত’ স্বর(تَاء مَرْبُوْطَة) সহ উচ্চারিত হলে তা সাধারণ ত এর মতো উচ্চারিত হয়, কিন্তু শব্দ বিরতিতে পড়লে তা ‘হ-হ’ হিসেবে উচ্চারিত হয়।

১৬০০. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনুশীলন-১ : ১ তমরিন

নিম্নে শব্দসমূহের উচ্চারণ শ্রবণ করে উচ্চারণ অনুশীলন করুন। অনুশীলনের সময় স্বর(ক্ষেত্র) ও দীর্ঘায়ন(মাত্র) এর উচ্চারণ ব্যাপ্তি এবং বর্ণের উৎপত্তিস্থল(মুখ্য) এর দিকে লক্ষ্য রাখুন। অনুশীলনসমূহ বিভিন্ন ক্রমিক সংখ্যা ও ধারাক্রম(series) এর যেমন-a, b, c ইত্যাদি। একেকটি ক্রমিক সংখ্যা একেকটি বর্ণ অনুশীলনের জন্য এবং একেকটি ধারাক্রম একেক ধরনের স্বর(ক্ষেত্র) অনুশীলনের জন্য। তন্মধ্যে a ধারাক্রমটি আ-স্বর(ফুর্তা), c ধারাক্রমটি উ-স্বর(চৰ্মা) এবং h ধারাক্রমটি ই-স্বর(ক্সৰা) অনুশীলনের জন্য। স্বর(ক্ষেত্র) এর উচ্চারণ ব্যাপ্তি রঞ্জ করার সুবিধার্থে এ তিনটি ধারাক্রমের শব্দাবলি তিন বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক গতিতে হাতের মুষ্টি বন্ধ করা বা খোলার সাথে তাল মিলিয়ে স্বর(ক্ষেত্র) এর উচ্চারণ ব্যাপ্তি অনুশীলন করুন। অনুশীলন পাঠ ডান পার্শ্ব থেকে শুরু করুন। কোন বর্ণে স্বর(ক্ষেত্র) এর চিহ্ন না থাকলে তাতে নীরবতা(সুকুন) রয়েছে বলে গণ্য হবে।

بَدْأٌ	بَأْ	مَلَأٌ	ثَأْرٌ	سَأَلٌ	تَأْبٌ	أَحَدٌ	أَمْرٌ	أَجَلٌ	1601a
ذَرَئِا	شَيْئَا	رَأْىِا	مَئَابَا	قُرْءَان	وَعَاثَرٌ	عَاذَرٌ	عَامَنَ	عَادَمٌ	1601b
وَفَاءُ	يَشَائِا	نَشَائِا	رَأْفَةُ	مَأْوَى	مَأْمَنٌ	مَاءُ	جَزَاءُ	هَبَاءُ	1601c
زَأَّ	فَأَّ	دَعَاءُ	مَئَارٌ	دَعَاءِاب	مَأً	فَأَّ	تَرَأَسٌ	دَأَبٌ	1601d
بَأْ	ظَمَائِا	مَلَأٌ	شَأْبٌ	رَأْسَ	دَأْبٌ	أَذْنُ	أُمْرٌ	أُخْرُ	1601e
وَبَاعُو	سَأَوْوُ	جَأَوْوُ	يُرَاعُون	رَوْوُف	مَوْعُودَة	أُولُو	أُوذُو	أُوتَ	1601f
فَأَّ	دَأَّ	رَأَوْ	سَوْوُد	فَأَّ	بَأْرٌ	بَلَاءُ	شَيْءٌ	سَوَاءُ	1601g
نَبِأٌ	بَرَإِ	تَبِأٌ	يَعْسِ	بَئْتَ	لَثَمٌ	إِرَمٌ	إِذْنٌ	إِبَتِ	1601h
وَرَائِي	ءَابَائِي	دُعَائِي	إِسْرَائِيل	بَعِيسِ	خَاطِعِين	إِيمَان	إِيَالَاف	إِيتَاء	1601i
بَأِيٌّ	فَإِّ	زَإِي	بَعِيرٌ	كَإِ	دَأْبٌ	لَقَاءُ	مَاءُ	مَرِيءٌ	1601j
رَهَبَ	سَلَبَ	ذَهَبَ	بَيَسُ	بَئْتَ	كَبَرَ	بَسَمٌ	بَدَرَ	بَرَكَ	1602a
أَبَا	تَتُوبَا	أَذْهَبَا	وَبَالِ	رَبَاطِ	مُبَارَكًا	بَارِدٌ	بَارَكَتَا	بَاسِرَةُ	1602b

يُتْبِعُ	كَتَابٌ	بَابٌ	أَبْكَىٰ	نَبَرًا	وَآبَنَ	ثُرَابًا	نَسَبَّا	بَابًا	1602c
مُكَبَّا	أَبَّا	رَبَّيٰ	جَبَارٌ	وَشَبَّ	رَبٌّ	نَبَّا	تَبَّتْ	كُبَّتْ	1602d
يَهَبُ	كَسَبُ	حَسَبُ	سُبْلَ	كَبَرٌ	زُبُرٌ	بُرَزٌ	بُنِيَّ	بُلِيَّ	1602e
ئُوبُوبُ	هَرَبُوبُ	كَسْبُو	يُوبُورُ	زُبُورٌ	تُبُورَ	بُورَا	بُورَكٌ	بُوْعَدَ	1602f
حَبٌّ	وَرَبٌّ	تَسْبُو	يُحْبُونَ	يُصَبُّ	رَبُّكَ	تُرَابٌ	كُتُبٌ	شَرَابٌ	1602g
كُتُبٍ	لَهَبٍ	سَلَبٍ	كُبْتَ	نُبْذَ	إِلِيلٌ	بِهِمُ	بِكُمُ	بِيدٍ	1602h
كَتَابِيٍّ	أَبِيٍّ	يَجْتَبِيٍّ	كَاتِبِينَ	خَبِيرٌ	أَبَايِيلٌ	بِيَانٌ	بِيَهَارٌ	بِيَضٌ	1602i
تِبٌّ	حَبٌّ	رَبٌّ	نَبِيَّنِي	رَبِّكَ	فَسَبِّحُ	كِتَابٌ	لَهَبٌ	أَكَوَابٌ	1602j
بَرَّتَ	سَكَّتَ	كُبْتَ	سَتَّرَ	كَتَبَ	خَتَمَ	تَحْدُ	تَذَرُّ	تَرَكَ	1603a
أَشْتَاثَا	بُشَّاثَا	بَتَّاثَا	كِتَابٌ	أَوْتَادٌ	أَتَاكَ	تَائِبَاتٌ	تَارِكٌ	تَابَ	1603b
أَزْلَفَتْ	نُشِرتُ	كَانَتْ	وَالْفَتْحُ	أَتَّبَعَ	فَتَرَةٌ	مَيْتَا	نَظَرَةٌ	فَتَّيٌّ	1603c
كَتَّا	نَتَّا	حَتَّىٰ	شَتَّىٰ	الْفَتَّاحُ	مِتَّ	بَتَّ	وَبَتَّلُ	مُتَكَبِّينَ	1603d
نَبَّتُ	مَرَّتُ	مَنَّتُ	فَتُومُ	كُتُبٌ	بَتَرَ	طَعِيْعٌ	ثُلِيَّ	تُرَكَ	1603e
مُوْتُو	أُوتُو	كُبُتو	فُتُونَا	مَخْتُومٌ	رَيْتُونَةٌ	تُوْعَدُ	تُورُونٌ	تُولِجُ	1603f
قَتٌّ	حَتٌّ	عَنْتُو	سُتُونٌ	مَتُّ	الْتُرَابٌ	فَقَةٌ	أَيَّاتٌ	خَيْرَاتٌ	1603g
عَنَتٍ	أَبَتٍ	خَلَتٍ	كُتَبٍ	قُتَلَ	فُتَحَ	تِبَنٍ	تِسْعَ	تِلَكٍ	1603h
تَاتِيٍّ	ءَاءِيَاتِيٍّ	لِحَيَاتِيٍّ	وَتَيْنٍ	عَتِيقٌ	مَتِينٌ	تِيْنٌ	تِيجَانٌ	تِيسٌ	1603i
رَاتٌ	فَتٌّ	يُفْتَنِيٌّ	أَلَّتِينٍ	وَقَتْلُو	وَرَتَلٌ	نَبَاتٌ	تَفَاؤُتٌ	جَنَّاتٌ	1603j
زِينَةٌ	قَرِيَّةٌ	عَبْرَةٌ	فَرْفَةٌ	خَالَصَةٌ	غَدَاءٌ	سَاعَةٌ	حَيَاةٌ	صَلَادَةٌ	1603k
رَفَثٌ	نَكَثٌ	بَعْثٌ	أَثْرٌ	مَثَلٌ	ثَمَرٌ	ثَمَنٌ	ثَقْلٌ	ثَبَتَ	1604a
أَنْشَىٰ	بَحَثَا	ثُلَّا	أَوْثَانٌ	ءَاثَارٌ	أَمَالَهُمْ	ثَالِثٌ	ثَابَتٌ	ثَانِيٌّ	1604b
أَبْعَثٌ	تَحْنَثٌ	يَلْهَثٌ	مِثْقَالٌ	مَشْتَىٰ	أَنْشَىٰ	إِنَاثًا	حَدِيشًا	ثَلَاثًا	1604c
مُنْبَثٌ	لَّا	رَّثَا	الْثَّاقِبٌ	قَنَاءٌ	حَثٌّ	بَثٌّ	الْثَّمَنٌ	تَمَثَّلٌ	1604d

حَرَثٌ	ثُلْثٌ	ثُرْثُ	كَثْفَ	كَثْرَ	مَثْلَ	بُثْتَ	ثُمْنِ	ثُقْفَ	1604e
نَكْثُو	يُبَعْثُو	يَلْبِسُو	ثَلَاثُون	مَشْوَرَا	مَبْشُوت	ثُور	ثُوب	ثُوم	1604f
دَثٌّ	حَثٌّ	جَثُو	يَرْثُون	يُبَيْثُ	الْثُلْثُ	ثُلْثٌ	حَدِيثٌ	حَرَثٌ	1604g
حَرَثٌ	حَدَثٌ	رَفَثٌ	جَهَنِيٌّ	كَثِرٌ	عُثْرَ	ثَلَةٌ	ثَلِيلٌ	ثَبَرٌ	1604h
حَرَثِيٌّ	ثَلَاثِيٌّ	بَحْشِيٌّ	ثَلَاثِين	كَثِيرَةٌ	مَثِيلٌ	ثِيَةٌ	ثِيَةٌ	ثِيَانٌ	1604i
كَثٌّ	رَثٌّ	بَشِّيٌّ	مَثِيلٌ	رَثٌّ	الْمُدَثِّرُ	حَدِيثٌ	فَرَثٌ	بَثَالِثٌ	1604j
عَرَجٌ	مَرَاجٌ	خَرَجٌ	رَجَعٌ	سَاجَدَ	وَاجَدَ	جَرَمٌ	جَعَلَ	جَمَعَ	1605a
سَرَجَا	فَرَجَا	مَرَاجَا	حِجَارَةٌ	تِجَارَةٌ	جَاجَاوِرُ	جَانِبٌ	جَاءَ	جَاقِرَ	1605b
هَرَجٌ	آخْرُجٌ	أَعْرَجٌ	يَجْعَلُ	تَجْرِيٌّ	أَجْلِسٌ	سِرَاجًا	فَوْجًا	حَرَجًا	1605c
حَجَّا	فَحَّا	تَرَجَّحَا	فُجَّارٌ	تَجَاجَا	حَجَّ	حَاجَّ	أَجَّلَ	عَجَّلَ	1605d
عَرَجٌ	لَزِجٌ	يَلِجُ	رَجُلُ	نَجُولُ	أُجُورٌ	جُمِعَ	جُدُودٌ	جُعلَ	1605e
خَرَجُو	مَرَجُو	فَرَجُو	مَرْجُون	وُجُوهٌ	نُجُومٌ	جُوعٌ	جُوتِيٌّ	جُومِعَ	1605f
شَجٌّ	رَجٌّ	لَلَّجُو	مُنْجُوكٌ	الْحَجُّ	تَهَجُّدٌ	حَرَجٌ	أَزْوَاجٌ	مُخْرِجٌ	1605g
عَرَجٌ	هَرَجٌ	فَرَجٌ	عَجَزٌ	عَجِبٌ	يَجِدُ	جِهَةٌ	جِفْنُ	جِدْرُ	1605h
تُرْجِيٌّ	تُنْجِيٌّ	بُزْجِيٌّ	بُجِيرُ	رَجِيمٌ	مَاجِيدٌ	جِيبٌ	جِيهَانٌ	جِيدِهَا	1605i
فَجٌّ	سَجٌّ	فَجِيٌّ	سِجِينٌ	تُرَجٌّ	يَنْجِحٌ	نَاجٌ	حَرَجٌ	مَوْجٌ	1605j
صَلَاحٌ	جَنَاحٌ	شَرَحٌ	أَحَدٌ	جَحَدَ	سَحَرَ	حَمَلَ	حَسَدٌ	حَكَمٌ	1606a
أُوحَىٰ	أَصْلَحَا	أَصْحَىٰ	دَحَاهَا	طَحَاهَا	سَحَابٌ	حَارَبَ	حَافَظَ	حَاسَبَ	1606b
نَشَرَخٌ	رُوْخٌ	رِيْخٌ	أَحْسَنَ	رَحْمَنٌ	رِحْلَةٌ	صَالِحًا	نُوحًا	ضُحَىٰ	1606c
شُحَّا	رَحَّا	مَحَّا	يَلْحَّا	سَحَّارٌ	بَحَّاثٌ	شُحٌّ	أَشَحَّةٌ	مُسَحَّرٌ	1606d
لَفَحٌ	صُلْحٌ	صَبِحٌ	نُحْسٌ	رَحْبٌ	صُحْفٌ	حُشْرٌ	حُورٌ	حَرَمٌ	1606e
سِيْحُو	فَرِحُو	أَوْحُو	وُحُوشٌ	يَحُورٌ	يَحُولُ	حُوبًا	حُورٌ	حُوتٌ	1606f
سُحُّ	كَحٌّ	نَحُو	رَحُولٌ	يَسْحُ	تَسْحُرٌ	رِيْحٌ	نُوحٌ	مِلْحٌ	1606g

مَرَحٌ	مَزِّحٌ	مِلْحٌ	فَحِشٌ	رَحِمٌ	سَحِبٌ	حِصْصٌ	حِمْلٌ	حِجَاجُ	1606h
يُوْحِي	رُوْحِي	وَحِيٌ	مَحِيصٌ	جَحِيمٌ	رَحِيمٌ	حِيلَةٌ	حِينَ	حِيتَانٌ	1606i
شُّحٌ	قَحٌّ	صِحٌّ	رَحٌّ	شَحِيلٌ	يُمَحِّصٌ	لَمْحٌ	طَلْحٌ	رُوحٌ	1606j
سَلَخٌ	نَفَخَ	صَرَخَ	خَتَمٌ	دَخَلَ	أَخَذَ	خَافَ	خَسَفَ	خَشِيٌّ	1607a
صَاخَا	أَخَا	دَاخَا	رُخَاءُ	أَخَافُ	دُخَانٌ	خَافَ	خَابَ	خَافِيَةٌ	1607b
دَرَخٌ	صِرَاخٌ	نَسْخٌ	أَخْلَدَ	أُخْتٌ	نَخْلَةٌ	بَرْزَخًا	شَيْخًا	أَخَا	1607c
فَخًا	مَخًا	رَخَىٰ	سَخَاطٌ	فَخٌّ	مَخٌّ	لَخَصَّ	سَخَرَ	أَخَرَتُ	1607d
مَرَخٌ	فَرَخٌ	بَلْخٌ	سُخْطُ	فَخْرٌ	وَهُذٌ	بُخْزٌ	خُلُقٌ	خُسْبُ	1607e
أَرْخُو	نَفَخُو	أَخُو	فَخُورٌ	أَخْوَكٌ	يَخُونُ	خُولِصٌ	خُوتَمٌ	خُوارٌ	1607f
رَخٌّ	فَخٌّ	فَخُو	فَخُورٌ	يَرْخُ	تَنْخُلٌ	شَيْخٌ	بَرْزَخٌ	أَخٌ	1607g
رَوَخٌ	فُسْخٌ	نُسْخٌ	سَخِرٌ	بَخْلٌ	دُخِلٌ	خَطَبٌ	خَفَتُ	خَلِيٌّ	1607h
أَخِيٌّ	سَخِيٌّ	رَأْخِيٌّ	بَخِيلٌ	نَخِيلٌ	أَخِيهٌ	خِيَةٌ	خِيرَةٌ	خِيفَةٌ	1607i
فَخٌّ	مُنْخٌ	لُخٌّ	مَخِيخٌ	رَخٌّ	نُؤَخْرُهُ	بَرْزَخٌ	بَاخٌ	فَرَخٌ	1607j
حَسَدٌ	سَجَدَ	وَجَدَ	قَدَرٌ	صَدَقَ	جَدَلٌ	دَرَكَ	دَخَلٌ	دَفَعَ	1608a
هُدَىٰ	فَوَجَدَا	بَدَا	يَزَدَادٌ	تَدَارَكٌ	نَادَاهُ	دَارَ	دَابِرٌ	دَامَت	1608b
يَجِدُ	كَبَدٌ	لَبَدٌ	يَجِدُكَ	رَدَدَنَاهُ	أَدْرَكَ	شِدَادًا	بَلَدًا	غَدًا	1608c
مَرَدًا	مُسُودًا	فَارَنَدًا	الْدَّارٌ	أَشَدَاءُ	مَدٌّ	مُمَدَّدَةٌ	الْدَّمُ	صَدَقَ	1608d
بَلَدُ	أَجَدُ	أَمَدُ	جُدُرٌ	قُدُسٌ	سُدُسٌ	دُفَعَ	دُبُرٌ	دُفِنَ	1608e
كَادُوا	وَلَدُو	خَلَدُو	خَالِدُونٌ	حُدُودٌ	يَلِدُونٌ	دُونِهِم	دُولَةٌ	دُونَ	1608f
حَدٌّ	صَدٌّ	صَدُو	يَعْدُونَ	أَشَدٌ	الْدُنْيَا	مَجِيدٌ	أَحَدٌ	بَلَدٌ	1608g
أَحَدٌ	بَيَدٍ	بَلَدٍ	يَدِهِ	رَدِفَ	قُدَرَ	دِبَسٌ	دِمَعٌ	دِيَةٌ	1608h
يَهْدِي	أَيْدِي	عِبَادِي	حَدِيدٌ	صَدِيقٌ	شَدِيدٌ	دِيَهُمْ	دِينُ	دِيَارٌ	1608i
حَدٌّ	رَدٌّ	يَهْدِي	الْدِينِ	مَرَدٌ	يُبَدِّلٌ	بَلَدٌ	كَبَدٌ	حَاسِدٌ	1608j

نِبَذْ	أَخَذَ	نَبَذَ	حَذَرَ	كَذَبَ	قَذَفَ	ذَكَرَ	ذَرَأَ	ذَهَبَ	1609a
إِذَا	هَذَا	مَاذَا	عَدَابُهُ	لَذَلِكَ	ءَاذَان	ذَاقَ	ذَاهِبٌ	ذَاكِرٌ	1609b
شَرَذْ	قُنْذُذْ	تَمْذُذْ	أَخَذْنَا	يَذْكُرُ	يَذْهَبُ	لَوَادِذا	أَخَذَا	إِذَا	1609c
قَذَّا	نَذَّا	حَذَّا	كَذَّابُ	كَذَّابًا	رَشَدَ	وَنَذَّ	كَذَبَ	الْذَّكَرَ	1609d
جَرَذْ	يَلْذُ	نَبَذْ	حَذَرَ	نُذْرُ	أُذْنُ	ذُكْرَ	ذُلُلَ	ذُبْحَ	1609e
يَعُوذُو	أُوذُو	لَذُو	يُؤْذُونَ	تَنْفُذُونَ	خُذُوهُ	ذُو مِرَّةٍ	ذُوقُو	ذُو	1609f
شَادْ	كَذْ	يَلْذُو	حَذُور	الْذَّلِيل	أَذْكُور	نَافِذٌ	لَذِيدٌ	ءَاحْذَ	1609g
حَنَدْ	نَفْذَ	كَرْذَ	نَذَرَ	كَذَبَ	أَذْنَ	ذَهَنُ	ذَرَفُ	ذَمَةٌ	1609h
مُتَّخِذِي	أَتَّخِذِي	الْذِي	تَكْذِيبٌ	نَذِيرًا	أَلَّذِينَ	ذِيَمَةٌ	ذِيفَةٌ	ذِي	1609i
شَادْ	هُذْ	غُذْيٌ	كَذِيبٌ	قَذِ	يُكَذِّبُ	شَرِيدٌ	لَذِيدٌ	فَرَذٌ	1609j
أَمْرَ	ذَكَرَ	كَفَرَ	مَرَاجَ	جَرَامَ	شَرَحَ	رَفَعَ	رَحَمَ	رَشَدَ	1610a
أَنْظُرَا	كُبْرَى	بَرَى	أَدْرَاكَ	فَرَاشَ	ثُرَابٌ	رَأْوَدَتُهُ	رَأِيَةٌ	رَانَ	1610b
أَنْذِرْ	فَكَبِيرٌ	نَهَرٌ	أَرْسَاهَا	مَرْءُ	حَرَبٌ	نَارًا	شَاكِرًا	قَرَارًا	1610c
سِرَّا	شَرَّا	يَكْرَأً	سَرَاءٌ	مَرَاتٌ	أَسَرَّ	شَرَّ	مُكَرَّمَةٌ	أَلَّرَحِيمٌ	1610d
ذَكَرُ	شَحْرُ	تَذَرُّ	سُرُرُ	جُرْزٌ	فُرْشٌ	رُشْدٌ	رُطَبٌ	رُسْلَ	1610e
نَظَرُو	كَفَرُو	شَكْرُو	بُرُوجٌ	سُرُورٌ	تُؤْثِرُونَ	رُوفَعَ	رُومُ	رُوحَنَا	1610f
مُسْتَمِرٌ	أَشَرٌ	وَأَسِرُو	يَقْرُونَ	يَمِرُّ	الْرُّسُلُ	حُمَرٌ	سُرَرٌ	خَبِيرٌ	1610g
كَبِيرٌ	أَثَرٍ	بَشَرٍ	فَرِحَ	كَرَهَ	نَرِثُ	رِكْرِ	رِزْقٍ	رِحْلٍ	1610h
نَشَّتَرِي	تَجْرِي	يُوَارِي	كَرِيمٌ	يُرِيدُ	وَحَرِيرًا	رِيشُ	رِيَةٌ	رِيحٌ	1610i
دُرٌّ	كَرٌّ	قُرِي	شَرِيرٌ	بِشَرٌ	يُقَرِّبُ	بِشَرَرٌ	وَنُفُورٍ	نَهَرٌ	1610j
وَكَرَّ	عَجَزَ	بَرَزَ	نَزَلَ	هَزَمَ	وَزَرَ	رَبَدُ	رَحَفَ	رَعَمَ	1611a
جَاوَزَا	بَرَزَا	أَخْزَى	مِزَاجُهُ	حَزَاءُ	خَزَائِنَ	زَاغَ	زَالَّا	زَادَهُمْ	1611b
أَسْتَفْرِزُ	فَائِزٌ	خَبَازٌ	أُلْفَتُ	بِالْهَزْلِ	وِزْرَكَ	رِحْزَا	مَفَازًا	رِكْرَا	1611c

أَزَّا	غُزَّى	بَزَّا	الْزَادِ	الْزَادِ	رَزَّ	عَزَّ	الْزَادُ	مَزَقَ	1611d
عَجَزُ	رَتْزُ	فَوْزُ	هُزُو	حُزُنُ	نُزُلُ	زُهْفُ	زِبْرُ	زِمْرُ	1611e
تُخْرُو	مَوْزُو	بَرْزُو	مَهْزُومٌ	بَارْزُون	فَائِرُون	زُولَة	زُورَا	زُورَا	1611f
عَزِّ	هَزِّ	هَزِّو	يَهْزُون	يَهْزُون	تَهْزِهْمٌ	عَجْوَزٌ	عَزِيزٌ	كَنْزٌ	1611g
مَعِزٌ	فَرَزِ	جُرْزِ	نُرْلِ	تَرِزُ	تَرِدِ	زِكَة	زِفَة	زِنَة	1611h
يُخْزِي	نَجْزِي	مُعْجِزِي	حَزِين	مَوَازِينِه	أَزِيدُ	زِيفَة	زِينَة	زِينَة	1611i
عَزِّ	كَرِّ	وَهْزِي	الْزِينَة	مُعَزِّ	يُنَزِّلُ	جَازِ	وَكُنُوزٍ	رِحْزٌ	1611j
لَبَسَ	حَبَسَ	جَلَسَ	كَسَبَ	بَسَرَ	حَسَدَ	سَأَلَ	سَكَنَ	سَلَفَ	1612a
ءَاسَيٌ	عَسَيٌ	نَسَيٌ	وَنِسَاء	أَسَاوِرَ	حَسَابٌ	سَاجِدٌ	سَادَتَنَا	سَاهُون	1612b
نَقْتِبِسُ	يَيْخَسِنُ	تَبَتَّعِسُ	لَسْتَ	أَسْفَلَ	تِسْعُ	بَخْسًا	لَبَاسًا	وَكَأسًا	1612c
بَسَّا	رَسَّا	يَتَمَاسَّا	غَسَاقَا	دَسَاهَا	مَسَّ	أَحَسَّ	أَسَسَ	تَيَسَّرَ	1612d
فَرَسُ	نَفَسُ	سُدُسُ	رُسُلُ	دُسُرِ	حَسُنَ	سُبِحَ	سُبْلَ	سُرُر	1612e
تَبَخْسُو	نَسُو	يَئْسُو	رَسُول	مُبْلِسُون	بِسُورٍ	سُودُ	سُوءُ	سُورَة	1612f
قِسٌ	مَسٌ	أَحَسُو	تَمَسُّوهَا	يَمَسُّ	الْسُبْلَ	تُحَاسُ	نَفْسٌ	بَأْسٌ	1612g
قُدُسٍ	حَمَسٍ	نَفَسٍ	خَسِرَ	فَسَدَ	وَسَعَ	سِمَنَ	سِبَتَ	سِنَة	1612h
رَوَاسِي	بِرَّاًسِي	نَفْسِي	نَسِيتُ	حَسِيرٌ	يَسِيرًا	سِيَاعَ	سِيرَتَهَا	سِيَّتُ	1612i
أَسٌ	بَسٌ	مَسِّي	قَسِيَّسِينَ	الْسِدْرَة	نَيْسِرُوكَ	لَبُوسٍ	قَبَسٍ	سُنْدُسٍ	1612j
فَرَشَ	بَطَشَ	عَرَشَ	حَشَرَ	كَشَفَ	نَشَأَ	شَجَرَ	شَكَرَ	شَرَحَ	1613a
يَخْشَى	تَعْشَى	مَشَى	تَشَاعُون	أَمْشَاجٍ	الْرَّشَاد	شَاكِرًا	شَانِكَ	شَاهِدًا	1613b
مَرَشُ	رِيشُ	فَرَشُ	يَشَرَبُ	مَشَامَة	نَشَرَحٌ	وَفَرَشًا	فِرَاشًا	وَرِيشًا	1613c
كَشَّا	عُشاً	فَشَّا	تَعَشَّاها	الْشَّاكِرُ	غَشَّ	حَشَّ	مَنْشَرَة	الْشَّجَرُ	1613d
كَرَشُ	فُوشُ	نَعَشُ	عُشُبُ	نُشَرُ	خُشُبُ	شُعْلُ	شُهْدَ	شُرُبُ	1613e
فَرَشو	عَاشُو	فَامْشُو	تُشُوزًا	مَنْشُور	تَمْشُونَ	شُورَى	شُوفِي	شُوتِي	1613f

غَشٌ	قَشٌ	يُنْشُو	بَشُورٌ	وَأَهْشُ	الْشَّهُورِ	عَرْشٌ	عَيْشٌ	فِرَاشٌ	1613g
جَمَشٍ	عَفَشٍ	رِيشٍ	حُشَرٌ	نُشَرٌ	خَشِيَّ	شَبَهٌ	شِيَةٌ	شِيعٌ	1613h
تُعشِي	يُفْشِي	يَمْشِي	مَشِيدٌ	بَشِيرًا	هَشِيمٌ	شِيَعَتِهٌ	شِيَّا	شِينٌ	1613i
عُشٌّ	نَشٌّ	دَشٌّ	دَشِيرٌ	مَشٌّ	وَبَشَرٌ	قُرْيَشٌ	غَوَاشٌ	وَفُوشٌ	1613j
حَرَصٌ	نَكْصٌ	قَصَصٌ	رَصَادٌ	فَصَلٌ	بَصَرٌ	صَرَفٌ	صَلَحٌ	صَبَرٌ	1614a
أَقْصَىٰ	أَحْصَىٰ	وَعَصَىٰ	أَنْصَارٌ	مِرْصَادٌ	أَعْصَارٌ	صَاحِبٌ	صَادِقٌ	صَابِرًا	1614b
قَصَصٌ	ثَرْحِصٌ	خَالِصٌ	يَصْلَىٰ	أَصْبَحَ	أَصْبِرٌ	خَالِصًا	قَصَصًا	مَحِيقًا	1614c
قَصًاٰ	خَصًاٰ	وَصَّىٰ	رَصَاصٌ	وَقَصَّ	رَصَّ	خَاصَّةٌ	فَصَلَّ	وَصَبَّيَا	1614d
نَبَصُ	حِصَصُ	قَصَصُ	بَصَرٌ	حُصْنُ	نُصْبُ	صُرُفٌ	صُورُ	صُحْفٌ	1614e
خَلْصُو	تَرَبَصُو	أَحْصُو	يَعْصُونَ	نَصْوَحًا	تَرَبَصُو	صُورُ	صُورَةٌ		1614f
مِقْصٌ	حِصٌّ	نَصُو	الْصُورٌ	يَخْتَصُ	الْصُلْبٌ	قِصَاصٌ	مُتَرَبِّصٌ	حَرِيصٌ	1614g
نَقْصٌ	حَرَصٌ	قَصَصٌ	يَصِيلٌ	تَصْفُ	نُصَبٌ	صَفْقٌ	صَفَةٌ	صَلَةٌ	1614h
أَعْصِي	يُوَصِي	نَوَاصِي	حَصِيدٌ	بَصِيرٌ	مَصِيرٌ	صِيدُو	صِيَّبِي	صِيَّبَةٌ	1614i
قُصٌّ	لُصٌّ	رَصِّي	الْصِينٌ	مَرَصٌّ	حُصِّلٌ	مُوصٌ	مَنَاصٌ	مَحِيقٌ	1614j
عَرَضٌ	نَقْضٌ	فَرَضٌ	غَضَبٌ	وَضَعٌ	حَضَرٌ	ضَعَفٌ	ضَحَكٌ	ضَرَبٌ	1615a
رِضا	أَفْضَىٰ	مَرْضَىٰ	تَرْضَاهُ	بِضَاعَةٌ	مَرْضَاهُ	ضَاقَتْ	ضَاحِكًا	ضَامِرٌ	1615b
أَخْفَضٌ	أَرْكُضٌ	أَعْرِضٌ	فَضْلٌ	خُضْرٌ	نَضْرَةٌ	مَرِبِضًا	حَرَضًا	وَأَرْضًا	1615c
عَضًّا	حَضًّا	يَحْضَا	نَضَّاخَةٌ	الْأَضَالُ	غَضَّ	يَنْقَضُ	فَضَّلَنَا	فِضَّةٌ	1615d
مَرَضٌ	نَفَضٌ	عَرَضٌ	فُضُحٌ	عَضُدٌ	نُضُرٌ	ضُعِفَ	ضُحْكٌ	ضُرِبٌ	1615e
وَرَضُو	أَفِضُو	خَاضُو	يَقْضُونَ	مَخْضُودٌ	مَنْضُودٌ	ضُومِرٌ	ضُونُو	ضُوعُو	1615f
رَضٌّ	حَضٌّ	يَعْضُو	يَنْضُونَ	يَرُضٌّ	الْضُرُّ	يَيْضٌ	قَابِضٌ	نَهْضٌ	1615g
قَرَضٌ	مَرَضٌ	فَرَضٌ	غَضِبٌ	حُضَرٌ	رَضِيَّ	ضَعَفُ	ضِرَارٌ	ضِفَةٌ	1615h
يَقْضِي	أَرْضِي	عَرَضِي	رَضِيَّمٌ	هَضِيمٌ	نَضِيدٌ	ضِيقَانٌ	ضِيرَابٌ	ضِيزَىٰ	1615i

نَضِّ	مُضِّ	غُصِّي	نَسْبِرٌ	تَرَضِّ	نُفَضِّلُ	خَوْضِ	تَرَاضِ	عَرِيضِ	1615j
بَسَطَ	سَخَطَ	حَبَطَ	حَطَبَ	فَطَرَ	وَطَرَ	طَبَعَ	طَرَفِ	طَلَبَ	1616a
وُسْطَىٰ	أَمْطَىٰ	أَعْطَىٰ	شَيْطَانٌ	مُطَاعِ	حُطَامٌ	طَالَ	طَائِرٌ	طَائِفٌ	1616b
ثُسَاقِطُ	أَهْبِطُ	ثُحْطُ	أَطْوَارًا	بَطْشَ	وَسَطْنَ	صِرَاطًا	بِسَاطًا	شَطَطَا	1616c
بَطَّا	خَطَّا	يَتَمَطِّىٰ	عَطَّارٌ	غَطَّا	مَطَّا	يَنْفَطَرُونَ	الْطَّرْفِ	الْطَّيْرِ	1616d
نَمَطُ	بَسَطُ	بَاطُ	نُطْقُ	فُطْرُ	عُطْرُ	طُلَيَّ	طُبَعَ	طُمِسَ	1616e
بَسْطُوا	خَلَطُوا	ثُحِيطُوا	بُطُونَ	حُرْطُومُ	يَطُوفُ	طُورُ	طُوبَىٰ	طُوفَانٌ	1616f
حَطُّ	خَطُّ	يَعْطُوا	يَمْطُونُ	يَخْطُ	تَخْطُهُ	بَاسْطُ	صِرَاطٌ	مُحيطٌ	1616g
سَنَطٌ	بَسَطٌ	قَسَطٌ	بَطَرٌ	خَطْفَ	سُطْحَ	طِبْرٌ	طِبَقَ	طِمِسَ	1616h
أَرَهْطِيٰ	وَسَطِيٰ	صِرَاطِيٰ	خَطِيئِيٰ	لَطِيفٌ	أَسَاطِيرٌ	طِيفٌ	طِينٌ	طِيَّةٌ	1616i
نُطٌّ	حُطٌّ	خَطِّيٰ	حَطِّينٌ	مَطٌّ	الْطِفْلِ	سَوْطٌ	نَمَطٌ	بِيَاسِطٌ	1616j
يَقْظَ	حَفَظَ	وَعَظَ	حَذَرَ	كَظَمَ	نَظَرَ	ظَهَرَ	ظَمَاءٌ	ظَلَمٌ	1617a
حَفَظَا	حَذَىٰ	لَظَىٰ	نَظَافَةٌ	تَظَاهِرَا	عِظَامٌ	ظَامَنَ	ظَاهِرٌ	ظَالِمٌ	1617b
غَائِظُ	حَافَظَ	وَأَغْلَظَ	أَظْفَرَ	أَظْلَمَ	أَظْهَرَ	حَفَظَا	غَلِيظَا	حَفِيظَا	1617c
حَظَّا	فَظَّا	تَلَظِّيٰ	الْظَّاهِرٌ	الْظَّالِمٌ	قَظَّ	نَظَّ	الْظَّنَّ	عَظَمٌ	1617d
يَقْظُ	لَفَظُ	وَعَظُ	حَذَرُ	نُظُرٌ	كَظُمٌ	ظُفُرُ	ظُلُلُ	ظُلَمٌ	1617e
حَافَظُوا	يَقْظُوا	وَعَظُوا	تَعْظُونَ	مَحْظُورٌ	مَكْظُومٌ	ظُولَمٌ	ظُوفرَ	ظُوهرَ	1617f
فَظٌّ	حَظٌّ	كَظُوا	يَرِظُونَ	يَحْظُ	الْظَّلَلِ	غَلِيظُ	شُوَاظٌ	حَافَظُ	1617g
غَلَظٌ	حَفَظٌ	وَعَظٌ	نُظَرٌ	نَظِمٌ	حَذَرٌ	ظِفُرٌ	ظِلَلُ	ظِلَّلٌ	1617h
حَافِظِيٰ	يَقْظِيٰ	يُحَظِّي	حَافِظِينٌ	عَظِيمٌ	كَظِيمٌ	ظِيكَامٌ	ظِيرَةٌ	ظِيَّانٌ	1617i
فَظٌّ	حَظٌّ	حَظِّيٰ	نَظِيَّظٌ	يُعَظِّمٌ	الْظِلَلُ	غَيَظٌ	غَلِيظٌ	حَفِيظٌ	1617j
صَنَعٌ	طَلَعَ	وَضَعَ	بَعَثَ	وَعَدَ	رَعَمَ	عَبَسَ	عَشَرَ	عَبَدَ	1618a
مَرْعَىٰ	يَسْعَىٰ	صَرَعَىٰ	نَازِعَاتٍ	مَعَادٌ	طَعَامٌ	عَاصِفٌ	عَاصِمٌ	عَارِضاً	1618b

أَخْلَعَ	فَاصْدَعْ	تُطِعْ	وَضَعَنَا	بُعْثَرَ	أَعْطَى	طَمَعًا	مُتَصَدِّعًا	ذِرَاعًا	1618c
دَعَّا	كَعَّا	يَدُعَّا	جَعَال	فَعَال	مَعَّ	دَعَّ	نَعَمَهُ	يَصَدَّدُ	1618d
وَضَعُ	فَرَزُ	تَضَعُ	شُعْبُ	ضَعُفَ	سُورُ	عُثَرَ	عُرِضَ	عُرُوبُ	1618e
صَنْعُ	أَوْضَعُو	سَعُو	رَاعُون	مَاعُون	يَعُود	عُوفِي	عُوقَبَ	عُودَ	1618f
قَعْ	دَعَّ	يَرْعُو	يُدَعُون	يَدُعُّ	تَرَعُبَ	صَوَامِعُ	بَاحِعُ	طَلَعَ	1618g
صُنْعٌ	شَيْعٌ	تُطِعْ	يَعِدُ	لَعْبُ	مَعِيَ	عِصَمٌ	عِوَجٌ	عِنْبٌ	1618h
أَرْكَعِي	أَبْلَعِي	أَرْجَعِي	طَائِعِينَ	رَعِيمَ	تَعِيمَ	عِيشَةَ	عِيسَىٰ	عِينٌ	1618i
لُعْ	دُعَّ	يُسْعَىٰ	بَعِيرَ	رَعَّ	تَصَرُّعَ	زَرَعَ	مُطَاعَ	ضَرِيعَ	1618j
سَبَعَ	نَرَغَ	بَلَغَ	رَغَبَ	رَغَدَ	شَغَلَ	غَضَبُ	غَفَرَ	غَشِيَ	1619a
صَعَيَ	زَاغَأ	بَغَىٰ	أَضْغَانَ	مُعَاضِبًا	يُغَاثُ	غَائِظَ	غَائِبَةَ	غَافِرَ	1619b
بَلَغَ	أَفْرَغَ	بَرَغَ	بَعْضَاءَ	وَأَغْلَطَ	طَغْوَاهَا	زَائِعًا	سَائِعًا	فَرَاغًا	1619c
رَغَّا	دَغَّا	رَغَّا	تَبَعَّىٰ	شَعَال	بَغَّ	مَعَرَّ	رَغَبَ	بَعَضَ	1619d
صَمَغُ	نَرَغُ	نَبَغُ	يَعْزُ	شُعْلُ	يَعْدُ	غُفرَ	غُلْبَ	غُرفُ	1619e
زَاغُو	آبْتَعُو	أَبْلَعُو	يَبْعُونَ	طَاغُونَ	يَعْوُثَ	غُونِي	غُودِرَ	غُوفِرَ	1619f
مَغٌ	صُنْعٌ	رَغُو	صَعُونَ	يَلْعُ	تَمَعُضَ	سَائِغَ	نَرَغُ	زَيْغُ	1619g
كَرَغٌ	رَمَغٌ	نَبَغٌ	مَغَرَّ	رَغِبَ	بَغِيَ	غَدَرِ	غَنَةُ	غَلَبُ	1619h
بَلَغِي	طَاغِي	تَبَنِي	طَاغِينَ	صَغِيرَ	يُغِيظُ	غِيَضَ	غِيرةَ	غِيبةَ	1619i
رَغِي	رَغِي	صُنِيَ	لَعِيمَ	شَغَّ	وَغَلَ	رَاغِ	بَاغِ	وَصِبْعَ	1619j
عَكَفَ	عَرَفَ	خَطِفَ	غَفَرَ	دَفَعَ	ظَفَرَ	فَرَضَ	فَصَلَ	فَعَلَ	1620a
أَصْطَفَىٰ	الْصَّفَا	عَفَا	شَفَاعَةَ	مَفَازًا	حُنَفَاءَ	فَازَ	فَارِضٌ	فَاطِرٌ	1620b
تَخَفَّ	تَصْرِفُ	يَتَلَطَّفُ	يَفْرُطَ	أَفْضَىٰ	صَفَصَفَا	لَطِيفَا	ضَعُفَا	صُحُفَا	1620c
صَفَّا	حَفَّا	ثُوَفَّىٰ	كُفَارَ	غَفَارَ	يُوَفَّ	يُخَفَّفَ	خَفَتَ	كَفَلَهَا	1620d
غُرفُ	تَصِفُ	صُحْفُ	كُفُوَ	أُفْقِ	ظُفْرِ	فُتْحَ	فُصِلَ	فُرُطَ	1620e

تَعْفُون	صَرَفُون	ضَعْفُون	يَصْفُون	مَرْفُوع	غَفُور	فُوجِيَّ	فُوْطَة	فُومِهَا	1620f
صَفٌّ	رَفٌّ	يَكْفُو	الصَّافُون	يَزِفٌّ	تَعَفُّف	عَاصِفٌ	طَائِفٌ	ضِعْفٌ	1620g
عُرْفٌ	طَرَفٌ	صُحْفٌ	رُفَعَ	حَفَظَ	غُفرَ	فَعْلٌ	فَنْ	فَهَةٌ	1620h
تُخْفِي	ضَيْفِي	يَصْطَفِي	شَفَعَ	تُنْيِضُون	حَفِيظٌ	فِيكُمْ	فِينَا	فِيهِمَا	1620i
صَفٌّ	أَفٌّ	يُصَفِّي	حَافِنَ	نُوفٌّ	يُخَفَّفٌ	ضَعْفٌ	صَحَافٌ	عَصَفٌ	1620j
صَدَقَ	صَعْقَ	طَفْقَ	عَقَلَ	سَقَطَ	عُقْدٌ	قَصَصَ	قَطَعَ	قَرَضَ	1621a
يَشْقَى	أَتَقَى	وَطْفَقَا	أَذْقَانٌ	عَقَابٌ	أَحْقَابًا	قَاضٍ	قَاطِعَةٌ	قَاصِرَاتٌ	1621b
تَصَدَّقٌ	يُخْلِقُ	عَلَقٌ	يَقْضِي	أَفْتَحَمٌ	عُقَبَاهَا	غَسَاقًا	فَسُحْقًا	طَبَقًا	1621c
شَقَّا	حَقَّا	أَسْتَحْقَّا	يُلْقَاهَا	فَحَقٌّ	يَتَرَقَّبُ	الْحَاجَةٌ	عَقْدُثُمٌ	يَشَقَّقُ	1621d
نَفَقُ	خُلُقُ	غَرَقُ	عُقْبٌ	سُقْفٌ	تَقْلٌ	قُرَأً	قُطْعَ	قُضَى	1621e
صَدَقُو	أَنْطَلَقُو	أَغْرِقُو	يَعْقُوبٌ	حُلُقُوم	يَنْطَقُون	قُوتٌ	قُولَّا	قُوتَلَ	1621f
أَحَقٌّ	لَحَقٌّ	شَاقُورٌ	رَقُومٌ	الْحَقُّ	تَشَقُّقٌ	ضَائِقٌ	صَادِقٌ	غَسَاقٌ	1621g
غَسَقٌ	أَفْقِي	عَنْقِي	سُقْطَ	نُقَرٌ	عَقِبٌ	قَدَّادٌ	قِبَلٌ	قِطَعٌ	1621h
فَيْسَقِي	تُبْقِي	شِقَاقِي	بَقِيَّةٌ	صَادِقِين	حَقِيقٌ	قِيلَا	قِيرَاطٌ	قِيلَ	1621i
رَقٌّ	بِحَقٍّ	بُرْقِي	حَقِيقٌ	بِالْحَقِيقِ	أَفْتَتٌ	ضَيْقٌ	عَلَقٌ	غَاسِقٌ	1621j
ضَحَّاكَ	أُفَكَ	مَعَكَ	وَكَزَ	حَكَمَ	نَكَصَ	كَتَبَ	كَذَبَ	كَظَمَ	1622a
أَبْكَى	حَكَى	رَكَى	تَكَاثِرٌ	شُرَكَاءٌ	الْزَّكَاهُ	كَادِبٌ	كَافِرُون	كَادِحٌ	1622b
تُثْرِكَ	أَمْسِكٌ	يُشْرِكُ	حُكْمُ	مَكْظُومٌ	ذِكْرَكَ	ضَنَّكَا	ضَاحِكَا	أَفْكَكَا	1622c
صَكَّا	دَكَّا	يَزَّكَى	حُكَّامٌ	زَكَاهَا	حَكَ	الْرُّكَعَ	فَصَكَّتٌ	يَدَكَّرُ	1622d
مَلَكٌ	فَتَكٌ	مَلَكٌ	بِكُمْ	لَكُمْ	نُكَرٌ	كُفَرَ	كُبَتَ	كُشْطَ	1622e
أَشْرَكُو	أَدَارَكُو	ضَحَّاكُو	تُؤْفَكُون	مَعْكُوفًا	تَرَكُوكَ	كُوسَى	كُوْخٌ	كُونِي	1622f
دَلُّ	شَكٌّ	تُزَكُّو	يُزَكُّون	يَفْلُكُ	تَفَكُّرٌ	شِركٌ	مَلَكٌ	إِفْكٌ	1622g
سَنَكٌ	حُبُكٌ	مَلِكٌ	رَكِدٌ	نَكِسَ	ذُكِرٌ	كِرَمٌ	كِبَرَ	كِسْفَ	1622h

سُكِي	بِتَارِكِي	شَشْتَكِي	ثَكِيرٍ	ثَذْكِيرِي	حَكِيمٍ	كِبِينِي	كِيسِ	كِيدُون	1622i
شَكٌ	صَكٌ	يُزَكِّي	سِكِينٍ	وَشَكٌ	مُذَكِّرٌ	شِرْكٌ	أَفَاكٌ	مَلَكٌ	1622j
شَعَلٌ	فَعَلٌ	قَتَلٌ	ظَلَمٌ	غَلَبٌ	صَلَحٌ	لَمَسِ	لَقِيَ	لَعَنَ	1623a
أَفَلَا	أَعْلَىٰ	شُلَىٰ	الْطَلاقُ	ثَلَاثٌ	يَصْلَاهَا	لَاقِيَةٌ	لَاعِبِينَ	لَاغِيَةٌ	1623b
فَقْلٌ	يَعْلُلٌ	يَفْعَلٌ	مَلَأٌ	الْحَقَّ	يَلْعَنُ	ضَلَالًاً	ثَقِيلًاً	عَائِلًاً	1623c
ظَلَّاً	غَلَّا	كَالَّا	عَلَامٌ	حَلَافٍ	الْأَدَلَّ	يُصَلِّبُو	وَأَضَلَهُ	عَلَمَ	1623d
يَصِلُّ	عَمَلُ	مَثَلُ	خُلُقُ	ثُلُثٌ	ظُلُمٌ	لُعْبٌ	لُبُدٌ	لُعَنَ	1623e
تَعْلُو	صَالُو	تُبْطُلُو	مَعْلُوبٌ	ذُلُولًاً	عَقْلُوهُ	لُوحَظَ	لُومُو	لُوطٌ	1623f
مُضِلٌّ	فَطَلٌّ	وَحْلُو	ضَالُونَ	وَأَقْلٌ	الْكُلُولُ	مُعْتَسِلٌ	ظَلَلٌ	فَعَالٌ	1623g
عَمَلٍ	ظَلَلٍ	مَثَلٍ	ظُلُمٌ	عَلَمٌ	خُلُقَ	لَعْدٍ	لَمَنِ	لِبَدٍ	1623h
بَعْلِيٰ	قَبْلِيٰ	يَعْلِيٰ	عَلِيمٌ	غَلِيظٌ	قَلِيلٌ	لِيرَةٌ	لِينَةٌ	لِيٰ	1623i
غَلٌّ	مُضِلٌّ	لَعْلِيٰ	مُصَلِّيَنَ	الْذُلِّ	وَذَلِلَتْ	صَلَصَالٌ	ظَلَالٌ	ظَلَالٌ	1623j
زَعَمَ	ظَلَمَ	قَسَمَ	صَمَدُ	حَمَدَ	ثَمَنَ	مَعَكَ	مَكَثَ	مَطَرَ	1624a
أَعْمَىٰ	أَسْتَطَعْمَا	قُلُوبُكُمَا	تَمَارِقُ	عَمَادٌ	غَلْمَانٌ	مَا كِثَيْنَ	مَاذَا	مَانِعْتُهُمْ	1624b
يَعْصِمٌ	يُعَظِّمٌ	أَسْتَقْمٌ	غَمَرَةٌ	أَمْضِيٰ	فَلَيْصُمَهُ	حُطَامًا	قَائِمًا	عَظَامًا	1624c
وَصُمًا	غَمًا	فَإِمَّا	تُسَمَّىٰ	حَمَالَةٌ	ثُمٌّ	ذَمَّ	الْطَامَةُ	يَسَّمَعُونَ	1624d
بِكُمْ	غَنَمُ	كَلْمُ	ثُمَنُ	عُمَرٌ	حُمرٌ	مُضِيٰ	مُكِثَ	مُنْعَ	1624e
ظَلَمُو	أَطْعَمُو	تُقْدِمُو	أَنْزَلُتُمُو	تَعْلَمُونَ	ثَمُودٌ	مُوسعٍ	مُوصِ	مُوسَىٰ	1624f
غَمٌّ	صُمٌّ	فَأَتَمُو	يُسَمُونَ	الْصُمُّ	أَمْكَ	مَكْظُومٌ	مَرْقُومٌ	إِطْعَامٌ	1624g
عَرِمٌ	قَلَمٍ	عَصِمٍ	طُمَسَ	أَمْرٌ	سَمَعَ	مِنِنِ	مَتِرٌ	مِحَنِ	1624h
مُقِيمِي	غَنَمِي	ظَالِمِي	قَمِيصٍ	حَمِيمًا	عَالَمِينَ	مِيرَاثٌ	مِيقَاتٌ	مِيزَانٌ	1624i
فَمٌّ	بَعْمٌ	أَمِّي	تُسَمِّينَ	الْعَمَّ	مُزَمَّلٌ	زَقْوَمٌ	عَظِيمٌ	مَعْرَمٌ	1624j
لَعَنَ	بَطَنَ	حَرَنَ	قَنَطَ	جَنَحَ	سُنَّةُ	نَطَقَ	نَظَرَ	نَقصَ	1625a

قَصْمَنَا	دَمَرَنَا	وَضَعَنَا	مُنَافِق	أَنَابَ	مَنَاص	نَاضِرَة	نَاعِمَة	1625b
تَحْزَنْ	لَعْنُ	أَفْمِنْ	يَنْظُرُونَ	أَنْقَضَ	وَأَنْحرَ	شَيْطَانًا	حَسَنًا	رِضْوَانًا
ظَنَّا	مَنَّا	ظَنَّا	جَنَّاتٍ	تُعْرِضَنَّ	لَنَقْصَنَّ	نُحْرِقَنَّهُ	نُذِيقَنَّهُ	يَنْزَغَنَّكَ
سَكْنُ	ثُمُنُ	أَذْنُ	سَنْدَ	عُنْقٍ	جُبِ	تُغْرِ	تُرْلُ	تُصِبَ
أَحْسَنُو	تَحْزُنُو	وَطَعْنُو	يُوقِنُونَ	تُعْلِنُونَ	يَشْنُونَ	تُودِيَ	نُوحُ	تُورِثُ
مُطْمَئِنٌ	جَانٌ	فَطَنُو	يَمْنُونَ	تَطْمَئِنُ	تَمْنَهَا	سُلْطَانُ	غِلْمَانُ	رِضْوَانُ
وَعَنِ	بِمَنِ	لِمَنِ	مُنْحَ	مُنْيَ	مُنْعَ	نَقِيمٍ	نِسْرُ	نَعِمٍ
عَصُوبِي	تُعْنِي	فَطَرَنِي	مُوقِين	رَنِيم	بِضَنِين	نِيزَك	نِيرَان	1625i
سِنٌ	مَنٌ	فَإِنِي	الْظَّانِينَ	تَبَعَانَ	مُطْمَئِنَةٍ	مَعِينٍ	غَسِيلِينٍ	شَيْطَانٌ
سَفَهٌ	شَبَهٌ	كَرَهٌ	رَهَقَ	ظَهَرَ	ذَهَبَ	هَرَبَ	هَلَكَ	هَمَسَ
أَنْقَالَهَا	عُقْبَاهَا	بَطَعْوَاهَا	سُفَهَاءٍ	شَهَادَة	دِهَاقًا	هَالَكُ	هَارُوت	هَلَكَدا
يَتَسَنَّهُ	حِسَابِيَّة	سُلْطَانِيَّة	ظَهَرَكَ	كَالْعِهْنِ	مُهْطِعِين	مَكْرُوهًا	سَفِيهَا	وَجِيهَا
سُهَّا	دَهَّا	تَلَهَّى	وَهَاجًَا	الْقَهَّار	سَهَّ	فَفَهْمَنَا	مَهَدْتُ	مُطَهَّرَة
مَعَهُ	فَلَهُ	يَدَهُ	تُهُدُ	جُهُدٌ	فَهُوَ	هُدَىٰ	هُلَعٌ	هُزَمٌ
فَاتَّهُو	كَرِهُو	لِيَتَفَقَّهُو	يَفْقَهُونَ	طَهُورًا	يَعْمَهُونَ	هُوَزَةٌ	هُونٌ	هُودٌ
كَهٌ	فَهٌ	سَهُو	رَهُودٌ	يَنْهِ	تَأْهُبٌ	أَئَلَهٌ	كُرْهٌ	سَفِيهٌ
سَبَهٌ	مَرِهٌ	شَفَهٌ	شَهَدَ	عَهَدٌ	وَقِهُمُ	هَفْدُ	هَبَةٌ	هَلَلُ
نَاهِي	لَاهِي	تَشَتَّهِي	شَهِيقٌ	ظَهِيرٌ	فَكَهِينٌ	هِيَزَةٌ	هِيَنَةٌ	هِيَةٌ
نَهٌ	كَهٌ	يُلَهِّي	رَهِيرٌ	شُهٌ	فَمَهِلٌ	كُرْهٌ	مُتَشَابِهٌ	إِلَهٌ
عَفَوٌ	لَهُوَ	فُهُوَ	حِولَ	صُورَ	عِوَجَ	وَضَعَ	وَسَطَ	وَقَبَ
الْتَّقَوَى	غَوَى	دَعَوَا	رِضْوَانًا	طَعْوَاهَا	تَوَاصُو	وَاقِعٌ	وَاحِدٌ	وَاصِبٌ
يُعْطَوْ	قَضَوْ	فَعَصَوْ	مَوْضُوعَة	أَوْشَكٌ	أَوْزِعُنِي	ذَرَوْا	لَعْوَا	طُوَّيَا
عُلُوًّا	غُدُوًّا	لَوَّا	غَوَّاصٌ	عَدُوٌّ	لَوَوْ	يَطَوَّفُو	صَوَّرَكُمْ	تَقَوَّلَ

رَأَوْ	دَعَوْ	عَصَوْ	حَوَرَ	دَوْرَ	كَوْدَ	وُقَفَ	وُعِدَ	وُضِعَ	1627e
تَسْتَوْ	فَاؤُو	تَلُوُو	يَلُوُون	غَاوُون	دَاوُود	وُورِيَ	وُوْصِلَ	وُوْفِقَ	1627f
عَدُوٌّ	لَعْفُو	لَوُو	زَوُور	الْعُدُو	غُدُوْهَا	سَاوُ	لَعُو	وَلَهُو	1627g
وَلَوِ	كَسَوِ	زَرَوِ	أَوْلَ	حَوَرَ	فَوِضَ	وَقَرَ	وَفَقَ	وَزَرَ	1627h
ذَوِي	وَتُؤْوِي	نَطْوِي	غَاوِين	أَقاوِيل	طَوِيَلًا	وِيزَة	وِيرَة	وِيسَام	1627i
عَتُوٌّ	عَدُوٌّ	عَدُوٌّ	هُسْوِيْكُم	يَلُو	مُصَوَّر	لَاؤ	عَارِ	كَاوِ	1627j
بُغَي	قُضِيَ	يَعِيَ	شَيَةَ	بِيدَ	شَيْعَ	يَعْظُ	يَضَعُ	يَصِلُ	1628a
حَوَّا يَا	عُلِيَا	الْقِيَا	يَبْعِيَان	عَصِيَان	مُتَلَقِّيَان	يَابِس	يَاسِين	يَافِعِ	1628b
ذَوَي	أَشْتَى	ذَوَاتِي	الصَّيْفَ	هَيَّهَاتَ	عَيْنِيْن	بَعِيَا	وَدَاعِيَا	ثَاوِيَا	1628c
سَوِيَا	أَعْجَمِيَا	مُضِيَا	زَكَرِيَا	أَيَّانَ	إِلَيْ	يَتَعْيِيَا	عَشِيَّةَ	مَرْضِيَّةَ	1628d
خَرِي	هَدِي	بَغِيُ	لِيُنْ	مَيْلُ	سِيرُ	يُهِنُ	يُطِعِ	يُرِيَ	1628e
أَسْتَحْيُو	كَرِيُو	غَلَيُو	غُيُوب	فَيُو حِيَ	وَعِيُونَ	يُو عَظُ	يُو فَضُون	يُو ثُقُ	1628f
أَعْجَمِي	غَنِي	فَحِيُو	عَلِيُّونَ	زَرَابِي	وَلِيَّنَا	عَمِي	خَرِي	وَحِي	1628g
لَمِي	مَرَيِ	قَرِي	حُيَيَ	عَيْنَ	أَيِدِ	يَتَمُ	يَرَمُ	يَسَنُ	1628h
مَايِي	مُحْبِي	يُحِيِي	يُحِيِيَكَ	يُحِيِيَن	أَعْيَيِنَا	يِتَار	يِيَان	يِيَسَار	1628i
خَفِي	عَبَرَيِ	وَلِيَّ	عَلِيَّيَنَ	مَعْشِي	الْقِيمَةَ	رَأَيِ	زَائِي	نَايِ	1628j

সংযোগ চালনা-হেম্জে ও চস্ল

وَأَتْرُوك	أَتْرُوك	فَاسْجُدْ	أَسْجُدْ	فَأَكْتُبْ	أَكْتُبْ	وَأَنْظُرْ	أَنْظُرْ	1629m
فَاسْقِي	أَسْقِي	وَأَتَخَذِ	أَتَخَذِ	فَاسْتَمِعْ	أَسْتَمِعْ	وَأَضْرِبْ	أَضْرِبْ	1630m
أَسْتَعْفَار	أَسْتَسْقِي	أَنْتَنِين	أَمْرُؤ	أَنْتَقام	أَبْنُ	بِاسْمِ	أَسْمُ	1631m
عَدْنَ الَّتِي	الَّتِي	إِلَّا الَّذِينَ	الَّذِينَ	وَالَّذَانَ	الَّذَانَ	هُوَ الَّذِي	الَّذِي	1632m
قَوْمِي أَتَخْدُوا	قَالُوا أَتَتُوا	ءَامَنُوا أَتَبْعُوا	مَا أَتَحَدَ		مَا آبَتَلَاهُ	آبَتَلَاهُ		1633m
بِغَلَامِي أَسْمُه	فَرِيَةِ أَسْتَطَعُمَا	إِلْكُ أَفْتَرَاهُ	نُوحُ أَبْنُهُ	جَمِيعًا الَّذِي	سَيِّلًا أَتَخْدُوهُ			1634m

চান্দ নির্দিষ্টতা-আল কুরেয়া

الْعَاشِيَة	الْعَنْكُبُوت	الْخَبَرُ	الْحَشَرُ	الْجُمُعَةُ	الْبَقَرُ	الْأَحْرَابُ	1635n
أَيْمَ	أَوْاقِعَةُ	الْهُدَى	الْمُؤْتَ	الْكَوَافِرُ	الْقَلَمُ	الْفِيلُ	1636n
نَزَّلَ الْكِتَابَ	وَالْخَيْرِ	بِالْقَلْمِ	بِالْحَجَّ	يُومُ الْجُمُعَةِ	مِنَ الْهُدَى	1637n	
فِي الْبَرِّ	فِي الْفُلْكِ	وَأَمَّا الْغَلامُ	عَلَى الْعَرْشِ	لَدَى الْبَابِ	فِي الْأَرْضِ	1638n	
بَعْضِ الْقَوْلَ	يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ	فِسْقُ الْيَوْمِ	عَادُ الْمُرْسَلِينَ	مَثَلًا الْقَوْمُ	خَيْرًا الْوَصِيَّةُ	1639n	

সৌর নির্দিষ্টতা-আল শম্মিয়া

السَّجْدَة	الْزُّمَر	الْرُّوم	الْذَّارِيَات	الْدُّخَانُ	الشَّمَنُ	الْتَّيْنِ	1640p
النُّور	الْأَلَيْل	الظَّاهِر	الْطَّارِق	الضُّحَى	الصَّفَ	الشُّعَرَاءُ	1641p
مَسَّهُ الشَّرْ	خَيْرُ الْزَّادِ	مِنَ الظُّلُمَاتِ	لُهُ الْدِينِ	كُلُّ الْشَّمَراتِ	أَهْلُ التَّقْوَى	1642p	
إِلَّا لِلَّمَّ	مَا الظَّارِقُ	فِي الضَّلَالَةِ	فِي الصُّورِ	إِلَيِّ السُّجُودِ	ذُو الْرَّحْمَةِ	1643p	
يَوْمَئِذٍ السَّلَمُ	عَدْنٌ الْتِي	زُجَاجَةُ الْرُّجَاجَةِ	ذِي الْذِكْرِ	فِي الْنَّارِ		1644p	

অনুশীলন-২ : ২

বাক্য শ্রবণ করে পুনরাবৃত্তি করুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1652	أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ	1651
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1654	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	1653
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	1656	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ	1655
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	1658	أَهْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	1657
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ	1660	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعْفِرُهُ	1659
فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ	1662	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ	1661
الَّمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ	1664	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْحَابِ الْفِيلِ	1663
الْهَكْمُ الْتَّكَاثُرُ	1666	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَايِلَ	1665

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ	1668	حَتَّىٰ زُرْثُمُ الْمَقَابِرَ	1667
إِلَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	1670	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ	1669
الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ	1672	وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ	1671
أَلَّتِي تَطْلُعُ عَلَىٰ الْأَفْنَدَةِ	1674	نَارٌ حَامِيَةٌ	1673
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ	1676	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بَعْثَرَ مَا فِي الْقُبُورِ	1675
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا	1678	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا	1677
سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ	1680	الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنِ	1679
عَبْدًا إِذَا صَلَىٰ	1682	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا	1681
سَنَدْعُ الْرَّبَّانِيَّةَ	1684	فَلَيَدْعُ نَادِيَةٌ	1683
وَطُورِ سِينِينَ	1686	وَالْتَّيْنِ وَالْزَّيْتُونِ	1685
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ	1688	إِلَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	1687
أَلَّمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ	1690	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينِ	1689
وَالضُّحَىٰ	1692	وَاللَّيلِ إِذَا سَجَىٰ	1691
وَالْأَيْلَلِ إِذَا يَعْشَىٰ	1694	وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ	1693
فَسَيِّسِرْهُ لِلْيُسْرَىٰ	1696	وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ	1695
فَسَيِّسِرْهُ لِلْعُسْرَىٰ	1698	وَكَذَبَ بِالْحُسْنَىٰ	1697
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا	1700	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ	1699
وَالْأَيْلَلِ إِذَا يَعْشَلَهَا	1702	وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا	1701
فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	1704	وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا	1703
وَلَا يَخَافُ عَقْبَاهَا	1706	كَذَبَتْ شَمُودٌ بَطَعَوَاهَا	1705
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِيَأْيَتِنَا	1708	وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ	1707
وَالشَّفَعُ وَالْوَثْرِ	1710	وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرِ	1709
أَلَّمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ	1712	وَاللَّيلِ إِذَا يَسِرِ	1711

إِرَمَ ذَاتُ الْعِمَادِ	1713	الَّتِي لَمْ يُخْلِقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ	1714
وَنَمُوذَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ	1715	وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ	1716
الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبَلَدِ	1717	فَأَكْثَرُوهَا فِيهَا الْفَسَادَ	1718
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ	1719	يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي	1720
هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ	1721	تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً	1722
شُقَّى مِنْ عَيْنِ عَانِيَةٍ	1723	لِسَاعِيَها رَاضِيَةً	1724
لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِغَيَةً	1725	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً	1726
وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ	1727	وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ	1728
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ	1729	فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ	1730
سَبْعَ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى	1731	الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى	1732
وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى	1733	وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى	1734
صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى	1735	وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْصَّدْعِ	1736
وَمَا هُوَ بِالْهَرَلِ	1737	وَأَلْيَوْمِ الْمَوْعِدِ	1738
قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ	1739	إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ	1740
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ	1741	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ	1742
هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ	1743	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ	1744
وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ	1745	وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ	1746
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ	1747	فَسَوْفَ يَدْعُوا يُبُورَا	1748
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَمِّ	1749	لِيَوْمِ عَظِيمٍ	1750
يَشَهُدُهُ الْمُقْرَبُونَ	1751	وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِّرَتْ	1752
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ	1753	الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىكَ فَعَدَلَكَ	1754
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِاللَّدِينِ	1755	يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ	1756
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الْدِينِ	1757	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرتْ	1758

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَّلَتْ	1760	وَإِذَا الْجِبَالُ سُرِّيَتْ	1759
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجْرَتْ	1762	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ	1761
وَإِذَا الْصُّفُفُ نُشَرَتْ	1764	وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئَلَتْ	1763
وَأَيْلِ إِذَا عَسَسَ	1766	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ	1765
وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُمِينِ	1768	وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ	1767
فَأَيْنَ تَذَهَّبُونَ	1770	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَيْنٍ	1769
وَمَا يُدْرِيكَ لَعْلَهُ وَيَزَّكَى	1772	عَبَّسَ وَنَوْلَى	1771
فَالْسَّبَقَاتِ سَبَقاً	1774	وَالسَّابِحَاتِ سَبَحاً	1773
يَوْمَ تَرْجُفُ الْرَّاجِفَةُ	1776	فَالْمُدَبَّرَاتِ أَمْرًا	1775
أَبْصَرُهَا خَائِشَةً	1778	تَتَبَعَّهَا الْرَّادِفَةُ	1777
هَلْ أَنْلَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ	1780	فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ	1779
وَأَهْدِيَكَ إِلَيَّ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ	1782	إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ وَبِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى	1781
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاها	1784	وَأَغْطَشَ لَيَّهَا وَأَخْرَجَ ضُحَّاهَا	1783
وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا	1786	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا	1785
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهَادًا	1788	كَلَّا سَيَعْلَمُونَ	1787
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا	1790	وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا	1789
وَجَعَلْنَا الْأَيْلَ لِبَاسًا	1792	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا	1791
وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا	1794	وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا	1793
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا	1796	وَكَذَبُوا بِعَايَتَنَا كِذَابًا	1795
فَالْمُلْقَيَاتِ ذَكْرًا	1798	فَالْعَصَفَاتِ عَصْفًا	1797
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ	1800	فَالْفَرِيقَاتِ فَرْقًا	1799
كَذَلِكَ نَفَعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ	1802	أَلَمْ نُهَلِّكِ الْأَوْلَى	1801
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا	1804	فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ	1803

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ	1806	وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ	1805
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ	1808	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ	1807
كَلَّا لَا وَرَرَ	1810	وَخَسَفَ الْقَمَرُ	1809
كَلَّا بَلْ ثُجُونَ الْعَاجِلَةَ	1812	فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعْ قُرْءَانَهُ	1811
إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ	1814	وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ	1813
وَالْتَّفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ	1816	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ	1815
فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَىٰ	1818	إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ	1817
وَرَبَّكَ فَكَبَرَ	1820	أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىٰ	1819
وَلَرُحْرُ حَرَ فَاهْجُرَ	1822	وَثِيَابَكَ فَطَهَرَ	1821
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ	1824	وَلَرِبِّكَ فَاصْبِرْ	1823
لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ	1826	سَأَصْلِيهِ سَقَرَ	1825
كَلَّا وَالْقَمَرِ	1828	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ	1827
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ	1830	وَالْلَّيلِ إِذْ أَدْبَرَ	1829
وَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُ الْمِسْكِينَ	1832	قَالُوا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّيَنَ	1831
فُمِ الْلَّيلِ إِلَّا قَلِيلًا	1834	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ	1833
وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِ إِلَيْهِ تَبَّيَّلَا	1836	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرِتَلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيَلًا	1835
وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ	1838	تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ	1837
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتَاهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ	1840	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ	1839
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ	1842	وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ	1841
وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	1844	عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيزِينَ	1843
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ	1846	فَلَيْسَ لَهُ أَلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ	1845
فَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ	1848	بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ	1847
سَنَسِمُهُ وَعَلَىٰ الْخُرْطُومِ	1850	وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ	1849

وَلَا يَسْتَشْنُونَ	1852	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ	1851
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ	1854	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ	1853
فَاجْتَهَهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ مِنَ الْصَّالِحِينَ	1856	مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ	1855
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ	1858	بَيْارَكَ الَّذِي بَيَّدَهُ الْمُلْكُ	1857
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ	1860	لَيَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً	1859
لَيْسَ لَوْقَعَتْهَا كَاذِبَةٌ	1862	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ	1861
وَبُسْتَ الْجَبَالُ بَسَّا	1864	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا	1863
كَامِثَالَ اللَّوْلُوِ الْمَكْتُونِ	1866	وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ	1865
فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ	1868	فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطْوَنَ	1867
هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ	1870	فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ	1869
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ	1872	نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ	1871
عَلَمَ الْقُرْءَانَ	1874	الرَّحْمَنُ	1873
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ	1876	عَلَمَهُ الْبَيَانُ	1875
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ	1878	أَلَا تَطْعُوا فِي الْمِيزَانِ	1877
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْحَانُ	1880	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ	1879
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيْهَا الْثَّقَالَانِ	1882	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ	1881
فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ	1884	يَطْوُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِنِ	1883
إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرُ	1886	إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ	1885
كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ	1888	وَإِذَا عَلِمَ مِنْ عَائِتَنَا شَيْئًا أَتَخَذَهَا هُزُواً	1887
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ	1890	إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْتَرَى عَلَى الْلَّهِ كَذِبًا	1889
كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحُ الْمُرْسَلِينَ	1892	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيرَ أَبْنُ اللَّهِ	1891
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ	1894	وَالْقَوْمُ إِلَى الْلَّهِ يَوْمَئِذٍ الْسَّلَامُ	1893
جَنَّاتِ عَدْنِ الْتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادُهُ	1896	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ	1895

الفَصْلُ الْثَّانِي

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে মৌলিক উচ্চারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বদান্য কোরআনে মৌলিক উচ্চারণ ছাড়াও বিশেষ ধরনের কিছু উচ্চারণ রয়েছে যাকে পার্শ্ব উচ্চারণ বলে। যথাযথভাবে বদান্য কোরআন পাঠের জন্য পার্শ্ব উচ্চারণের নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয়। পার্শ্ব উচ্চারণের নিয়মাবলি অনুসরণ না করা উচ্চারণ বিভাটের আওতায় পড়ে(পরিচেদ [৪২২০](#) দ্রষ্টব্য)।

২১০০. প্রথম পরিচেদ

الم-দীর্ঘায়ন

২১১০. মাল্ক-দীর্ঘায়ন : স্বর(হ্রক) এর ব্যাপ্তি দীর্ঘ করাকে দীর্ঘায়ন(ম) বলে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দীর্ঘায়ন(ম) সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। বদান্য কোরআনে বিভিন্ন প্রকার দীর্ঘায়ন(ম) রয়েছে। দীর্ঘায়ন(ম) প্রধানতঃ দু' প্রকার- মৌলিক বা সাধারণ দীর্ঘায়ন(ম) যার ব্যাপ্তি স্বর(হ্রক) এর দ্বিগুণ এবং পার্শ্ব বা অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন(ম) যার ব্যাপ্তি স্বর(হ্�রক) এর ৪, ৫ অথবা ৬ গুণ।

২১২০. মাল্ক-মৌলিক দীর্ঘায়ন : সাধারণ বা মৌলিক দীর্ঘায়ন(ম) এর ব্যাপ্তি স্বর(হ্রক) এর দ্বিগুণ। প্রথম অধ্যায়ে এ দীর্ঘায়ন(ম) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘায়ন(ম) এর পরে চালনা(হ্ম), দ্বিরুক্তি(শ্ব) বা নীরবতা(স্কুন) যুক্ত বর্ণ না থাকলে মৌলিক দীর্ঘায়ন(ম) হয়। এ দীর্ঘায়ন(ম) তিন প্রকার-

২১২১. প্রকৃত দীর্ঘায়ন : অর্থ প্রকৃত। সাধারণভাবে কোন দীর্ঘায়ন(ম) আরোপ করাকে প্রকৃত দীর্ঘায়ন(ম) বলে। (ম) মাল্ক-পরিবর্তিত দীর্ঘায়ন(ম) এর অর্থ পরিবর্তিত।

২১২২. প্রকৃত দীর্ঘায়ন : এর অর্থ পরিবর্তিত। চালনা(হ্ম) এর উপর দীর্ঘায়ন(ম) আরোপিত হলে এটি হয়। পরিভাষা মতে দু'টি চালনা(হ্ম) একত্রিত হলে ২য় চালনা(হ্ম)টি দীর্ঘায়ন(ম) এ রূপান্তরিত হয় বলে এ নাম। যেমন- এর মূল শব্দটি হচ্ছে- আতি(হ্ম) এর মূল শব্দটি হচ্ছে- আমেন, আতুর্ম, ইস্মান।

২১২৩. مَدْ-বিনিময়ী দীর্ঘায়ন : অর্থ বিনিময়ে, পূরণীয় বা বদলা। সর্বশেষ বর্ণে আ-ন-ত্ব(تُنُونِ بِالْفَتْحَة) থাকলে এবং একুপ শব্দে বিরতি দিলে তবে আ-ন-ত্ব(تُنُونِ بِالْفَتْحَة) এর উচ্চারণ পরিবর্তন ঘটে এবং তা আ-ন-ত্ব(تُنُونِ بِالْفَتْحَة) হিসেবে উচ্চারিত না হয়ে সাধারণ আ-দীর্ঘায়ন(مَدْ بِالْأَلْفِ) হিসেবে উচ্চারিত হয় (পরিচেন্দ ৩২১০ এবং ৪৫৫০ দ্রষ্টব্য)। আ-ন-ত্ব(تُنُونِ بِالْفَتْحَة) যুক্ত শব্দে কেবল থামলে তা আ-দীর্ঘায়ন(مَدْ بِالْأَلْفِ) হিসেবে উচ্চারিত হয়, না থামলে তা সাধারণ আ-ন-ত্ব(تُنُونِ بِالْفَتْحَة) হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমন- شَدَادٌ শব্দে বিরতি দিলে উচ্চারণ হবে শَدَادًا, كَرِيمًا, عَظِيمًا।

২১৩০. مَدْ زَائِد-অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন : বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ন(مَد)কে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করা হয়। অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন(مَدْ زَائِد) এর ব্যাপ্তি স্বর(حَرَكَة) এর চার, পাঁচ বা ছয় গুণ। অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন(مَدْ زَائِد) বোঝানোর জন্য দীর্ঘায়ন(مَد) বর্ণের উপর টেও এর মতো চিহ্ন ‘ ~ ’ দেয়া হয়। সাধারণতঃ দীর্ঘায়ন(مَد) বর্ণের পরে চালনা(هَمْزَة), দ্বিরুক্তি(شَدَّة) বা নীরবতা(سُكُون) যুক্ত বর্ণ থাকলে অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন(مَدْ زَائِد) হয়। এটি পাঁচ প্রকার-

২১৩১. مَدْ مُتَّصِل-সংযুক্ত দীর্ঘায়ন : অর্থ সংযুক্ত। একই শব্দের মধ্যে দীর্ঘায়ন(مَد) বর্ণের পরে চালনা(هَمْزَة) থাকলে সংযুক্ত দীর্ঘায়ন(مَدْ مُتَّصِل) হয়। এটি করা কর্তব্য(وَاجِب)। এর ব্যাপ্তি স্বর(حَرَكَة) এর চার বা পাঁচ গুণ। مَاء, سَمَاء, لِفْقَرَاء, جَاءَ, هَوْلَاء এর চিহ্ন হিসেবে দীর্ঘায়ন(مَد) বর্ণের পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে ছেদ চালনা(هَمْزَة قَطْعٌ) থাকলে বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(مَدْ مُنْفَصِل) হয়। এটি করা অনুমোদিত(جَائز)। এর ব্যাপ্তি স্বর(حَرَكَة) এর চার বা পাঁচ গুণ। বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(مَدْ مُنْفَصِل) এর সমান করা হয়, অর্থাৎ সংযুক্ত দীর্ঘায়ন(مَدْ مُتَّصِل) এর ব্যাপ্তি স্বর(حَرَكَة) এর চার গুণ হোক অথবা পাঁচ গুণ হোক বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(مَدْ مُنْفَصِل) এর ব্যাপ্তি তার সমান রাখা হয়, বেশ-করা হয় না।

مَا أَغْنَى، مَا أَعْبُد ، فَقَالُوا أَبْشِرْ ، قَالُوا إِنْ ، فِي أَعْيُنِهِمْ

২১৩৩. مَدْ-আবশ্যিক দীর্ঘায়ন : لَازِمٌ অর্থ আবশ্যিক বা বাঞ্ছনীয়। دীর্ঘায়ন(مد) বর্ণের পরে নীরবতা(سُكُون) বা দ্বিরুক্তি(شَدَّة) যুক্ত বর্ণ থাকলে আবশ্যিক দীর্ঘায়ন(لَازِم) হয়। এটি করা আবশ্যিক(لَا زِمْ)। এর ব্যাপ্তি সাধারণতঃ স্বর(حَرْكَة) এর ছয় গুণ। ব্যতিক্রম : যে সকল পালা(سُورَة) বর্ণ(حُرْف) দিয়ে শুরু হয়েছে সেক্ষেত্রে অল্ফ বর্ণটি স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়, এর জন্য কোন দীর্ঘায়ন(مد) হয় না; ى ও ۵ এ ৫টি বর্ণ সাধারণ দীর্ঘায়ন(مَدْ) হিসেবে উচ্চারিত হয়; عَسْقَ وَ كَهْيَعَصَ এর ব্যাপ্তি স্বর(حَرْكَة) এর চার অথবা ছয় গুণ করা হয় এবং অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রে উচ্চারণ ব্যাপ্তি স্বর(حَرْكَة) এর ৬ গুণ দীর্ঘায়িত হয় (পরিচ্ছেদ [৩৪৭১](#) দ্রষ্টব্য)।

الْحَقَّةُ، الْأَئْنَ، نَ، قَ، حَمَ، الْمَ، الْمَرَ، كَهْيَعَصَ، طَسَّـمَ، عَسَقَـ

২১৩৪. مَدْ-পার্শ্ব দীর্ঘায়ন : عَارِضٌ অর্থ পার্শ্ব বা অস্থায়ী। শব্দের শেষে দীর্ঘায়ন(مد) এর পরে একটি মাত্র স্বর(حَرْكَة) যুক্ত বর্ণ থাকলে এবং এরূপ শব্দে বিরতি দিলে শেষ বর্ণে নীরবতা(سُكُون) আরোপিত হয়েছে গণ্য হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিরতির ফলে নীরবতা(سُكُون) আরোপের জন্য সে দীর্ঘায়ন(مد)কে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করা যায়। একে পার্শ্ব দীর্ঘায়ন(مَدْ عَارِض) বা বিরতির জন্য পার্শ্ব দীর্ঘায়ন(সُكুন) বলা হয়। এটি করা অনুমোদিত (جائز)। এর ব্যাপ্তি স্বর(حَرْكَة) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ, তবে সাধারণতঃ তা ৪ গুণ হিসেবে পড়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে কেবলমাত্র শব্দে বিরতি দিলে এ দীর্ঘায়ন(مد) দেয়া যায়। বিরতি না দিলে তা সাধারণ দীর্ঘায়ন(مد) হিসেবে উচ্চারিত হয় (পরিচ্ছেদ [৩৪৭১](#) দ্রষ্টব্য)।

الْعَالَمِينَ، الْرَّحِيمَ، الْدِّينَ، نَسْتَعِينَ

২১৩৫. سَهْجٌ دَيْرَأَيْنٌ : এটি আসলে একধরনের পার্শ্ব দীর্ঘায়ন। (মَدْ لِينٍ) অর্থ লিন। সহজ। দীর্ঘায়ন(মَد) এর বর্ণ গুলোকে লিন বর্ণ বলে। কোন শব্দে আ-স্বর(فَتْحَةً) যুক্ত বর্ণের পরে নীরব(وَأَوْ سَاكِنٍ) অথবা নীরব(يَاءٌ سَاكِنٍ) অথবা নীরব(হَرَكَةً) যুক্ত বর্ণ থাকলে এবং তারপর মাত্র একটি স্বর(هَرَكَةً) যুক্ত বর্ণ থাকলে এবং এরূপ শব্দে থামলে(বিরতি দিলে) তবে সে বা য বর্ণকে দীর্ঘায়িত করা যায়। একে সহজ দীর্ঘায়ন(মَد لِين) বলে। সহজভাবে উচ্চারণ করা যায় বলে এ নাম। এটি করা অনুমোদিত(جائز)। এ দীর্ঘায়ন(মَد) এর ব্যাপ্তি স্বর(হَرَكَةً) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ। এখানে উল্লেখ্য যে কেবলমাত্র শব্দে বিরতি দিলে এ দীর্ঘায়ন(মَد) দেয়া যায়। বিরতি না দিলে তা সাধারণভাবে উচ্চারিত হয়। সহজ দীর্ঘায়ন(মَد لِين) এর ব্যাপ্তি এর ব্যাপ্তি স্বর(হَرَكَةً) এর ২, ৪ বা ৬ গুণ হতে পারে, তবে তা পার্শ্ব দীর্ঘায়ন(মَد عَارِضٍ) এর সমান বা কম হতে হয়, বেশি করা যায় না (পরিচ্ছেদ ৩৪৭১ দ্রষ্টব্য)।

ভিন্ন ধরনের দু'টি দীর্ঘায়ন(মَد) একত্রিত হলে তবে অগ্রাধিকারক্রম হচ্ছে যথাক্রমে ১.আবশ্যিক দীর্ঘায়ন(মَد لَازِم), ২.সংযুক্ত দীর্ঘায়ন(মَد مُتَصِّل), ৩.পার্শ্ব দীর্ঘায়ন(মَد عَارِض), ৪.বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(মَد مُنْفَصِّل) এবং ৫.পরিবর্তিত দীর্ঘায়ন(মَد بَدَل)। একই শ্রেণীর দু'টি দীর্ঘায়ন(মَد) যেমন- সহজ দীর্ঘায়ন(মَد لِين) ও পার্শ্ব দীর্ঘায়ন(মَد عَارِض) অথবা সংযুক্ত দীর্ঘায়ন(মَد مُتَصِّل) ও বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(মَদ مُنْفَصِّل) একত্রিত হলে তবে দু'টিকে সাধারণতঃ সমান দীর্ঘ রাখা হয়, বেশ-কম করা হয় না।

২২০০. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

النُّطُقُ الْمُتَفَرِّعَةُ - পার্শ্ব উচ্চারণ

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণ সমূহের মৌলিক উচ্চারণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মৌলিক উচ্চারণ ব্যতীত বদান্য কোরআনে বর্ণের কিছু পার্শ্ব উচ্চারণ রয়েছে। পার্শ্ব উচ্চারণ বর্ণের নিজস্ব উচ্চারণ নয়, বর্ণের বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিশেষ ধরনের কিছু ধ্বনি তৈরি হয় যাকে পার্শ্ব ধ্বনি বলে। ৭ ধরনের পার্শ্ব উচ্চারণ রয়েছে যথা গুনগুন(غُنَّة), সংগৃপ্তি(أَنْجَفَاء), সঙ্গি(أَذْغَام), উল্টন(أَقْلَاب), পরিস্ফুটন(أَظْهَار), এবং মোটাকরণ(تَفْخِيم) ও চিকনকরণ(تَرْقِيق)। যথাযথভাবে বদান্য কোরআন পাঠের জন্য পার্শ্ব উচ্চারণ জানা আবশ্যিক।

২২১০.-গুনগুন : বিশেষ অবস্থায় **ن**, **م** এবং **ن-ত্ব** (تَنْوِين) উচ্চারণে গুনগুন ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এটি বিশেষ ধরনের নাসিকা ধ্বনি যা ঘণ্টায় আঘাত করার পর যে অবশিষ্ট গুনগুন ধ্বনি থাকে তার মতো। গুনগুন(غُنَّة) এর ব্যাপ্তি সাধারণতঃ স্বর(حَرَكَة) এর দ্বিগুণ। নিম্নের শর্ত প্রতিপালিত হলে গুনগুন(غُنَّة) হয়-

১. **ن** এবং **م** এর উপর দ্বিরুদ্ধি(شَدَّة) থাকলে।

২. শব্দের শেষ বর্ণে নীরব-**ن**-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে এবং পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণ **م**, **غ** এবং শব্দের শেষে নীরব-**ن**-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে এবং পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণ **ن**, **أ** ও **غ** একেকে ক্ষেত্রে গুনগুন(غُنَّة) এর সাথে সঞ্চি(أَدْغَام) হয়। গুনগুন(غُنَّة) বোঝানোর জন্য একেকে শব্দের শেষে নীরব-**ن**-ত্ব(تَنْوِين) এর উপর নীরবতা(سُكُون) বা স্বর(حَرَكَة) এর কোন চিহ্ন থাকে না অথবা **ن**-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে তা পৃথক-পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয়।

لَنْ تَدْخُلُهَا، مِنْ مَاءٍ، مِنْ وَالِّ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ، أَمْشَاجٌ بَتَّلِيهِ، وَمَنْ يُطِعِ، حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ

৩. শব্দের শেষ বর্ণ নীরব-**م** হলে এবং পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণ **م** হলে। এ ক্ষেত্রে গুনগুন(غُنَّة) এর সাথে সঞ্চি(أَدْغَام) হয়। এটি বোঝানোর জন্য পূর্ববর্তী শব্দের শেষবর্ণ নীরব-**م** (م سَاكِن) এর উপর নীরবতা(سُكُون) বা স্বর(حَرَكَة) এর কোন চিহ্ন থাকে না এবং পরবর্তী শব্দের ১ম বর্ণ **م** এর উপর দ্বিরুদ্ধি(شَدَّة) থাকে।

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

উল্লিখিত তিনিটি ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ(غُنَّة) গুনগুন হয় এবং তা দীর্ঘতর হয়।

৪. শব্দের শেষ বর্ণ নীরব-**م** হলে এবং পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণ **ب** হলে। এ ক্ষেত্রে গুনগুন(غُنَّة) এর সাথে সংগৃহণ(أَخْفَاء) হয়। গুনগুন(غُنَّة) বোঝানোর জন্য একেকে নীরব-**م** এর উপর নীরবতা(سُكُون) বা স্বর(حَرَكَة) এর কোন চিহ্ন থাকে না।

يَعْصِمْ بِاللَّهِ، رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ

৫. নীরব শেষ বর্ণে ন-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে এবং পরবর্তী বর্ণ দ, জ, থ, ত, ব, ক এ ১৬টি বর্ণ হলে। এ ক্ষেত্রে গুনগুন(غُنَّة) এর সাথে সংগৃহীত(أَخْفَاء) হয় (ب) ব্যতীত, ব এর ক্ষেত্রে উল্টন-اقلاب(أَقْلَاب) হয়। গুনগুন(غُنَّة) বোঝানোর জন্য এক্ষেত্রে নীরব-ন-স্কুন(سُكُون) এর উপর নীরবতা(سَكُون) বা স্বর(حَرَكَة) এর কোন চিহ্ন থাকে না অথবা ন-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে তা পৃথক-পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয়।
 أَنْبَئْكَ، مَنْ بَخْلَ، مُنْتَهُونَ، حَلِيلَةَ تَبْسُوْنَهَا، أَنْدَادًا، نَسَخُ، أَنْزَلْنَاهُ، شَهَابٌ ثَاقِبٌ
 উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রে আংশিক গুনগুন(غُنَّة) হয় এবং এর ব্যাপ্তি তুলনামূলক কম।

২২২০. **সংগৃহীত অংশিক হ্রাস** : অর্থ গোপন বা লুকানো। পরিভাষা মতে বর্ণকে দ্বিরূপিত সক্রিয়(أَدْغَام) এবং পরিস্কুটন(أَظْهَار) এর মধ্যবর্তী উপায়ে উচ্চারণ করা। নীরব-ন-স্কুন(سَكُون), নীরব-ম(م) এবং ন-ত্ব(تَنْوِين) এর ক্ষেত্রে সংগৃহীত(أَخْفَاء) হয়। এতে ন অথবা ম বর্ণের উচ্চারণ চেপে যায়। সংগৃহীত(أَخْفَاء) এর সাথে গুনগুন(غُنَّة) হয়। সংগৃহীত(أَخْفَاء) উচ্চারণে জিহ্বা ব্যবহৃত হয় না কেবল নাসিকা থেকে গুনগুন(غُنَّة) ধ্বনি বের হয়। সংগৃহীত(أَخْفَاء) বোঝানোর জন্য ন বা ম বর্ণের উপর কোন স্বর(حَرَكَة) বা নীরবতা(سَكُون) এর চিহ্ন থাকে না অথবা ন-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে তা পৃথক-পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয়।
 নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সংগৃহীত(أَخْفَاء) হয়-

১. নীরব-ন-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে এবং পরবর্তী বর্ণ দ, জ, থ, ত, ব, ক এ ১৫টি বর্ণ হলে।
 س, ز, ذ, د, ح, ث, ت, ب, ق, ف, ظ, ط, ض, ص, ش

كُنْثُمْ، أَنْذِرْ، أَنْظُرْ، قَوْمٌ طَاغُونَ، شَيْءٌ قَدِيرٌ

২. নীরব-ম(م) এর পরে ব থাকলে। كُنْتُمْ بِهِمْ، رَبُّهُمْ بِهِمْ

২২৩০. **সক্রিয় অংশিক** : অর্থ একটির মধ্যে আরেকটি মিলিয়ে ফেলা বা একীভূত করা। পরিভাষা মতে নীরবতা(স্কুন) যুক্ত বর্ণকে স্বর(হারক) যুক্ত বর্ণের সাথে সংমিশ্রণ ঘটানো যাতে দু'টি বর্ণ একটিমাত্র দ্বিরূপিত(شَدَّة) যুক্ত বর্ণ হিসেবে উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায়ও তা দেখা যায় যেমন- সৎ+জন=> সজ্জন।
 সক্রিয়(أَدْغَام) দু' প্রকার-

২২৩১. **أَدْغَام كَامِل** - পূর্ণাঙ্গ সংক্ষি : এতে পূর্বের বর্ণ তার স্বকীয়তা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে এবং পরবর্তী বর্ণের সাথে মিশিয়ে যায়। পূর্ণাঙ্গ সংক্ষি(কামিল) বোানোর জন্য পূর্বের বর্ণের উপর নীরবতা(সুকুন) বা স্বর(হ্রকে) এর কোন চিহ্ন থাকে না অথবা ন-ত্ব(ন্যুইন) থাকলে পৃথক-পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয় এবং পরবর্তী বর্ণে দ্বিরঞ্জিনি(শেডে) থাকে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সংক্ষি(কামিল) হয়-

১. শব্দের শেষে ন-ত্ব(ন্যুইন) বা নীরব-ত্ব(ন্যুইন) থাকলে এবং পরবর্তী শব্দের প্রথমে দ্বিরঞ্জিনি(শেডে) যুক্ত ম বা ন বর্ণ থাকলে। **مِنْ نَفْقَةٍ، سُورَةٌ نَّظَرٌ، مِنْ مَقَامٍ، رَسُولٌ مِّنْ**

২. শব্দের শেষে নীরব-ত্ব(ন্যুইন) বা অথবা নীরব-ত্ব(ন্যুইন) এর পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে দ্বিরঞ্জিনি(শেডে) যুক্ত ম বর্ণ থাকলে। **وَلَهُمْ مَا، كُتُبُمُؤْمِنِينَ، أَرْكَبَ مَعَنَا**

উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রে সংক্ষি(অ্যাডগাম) এর সাথে গুণগুণ(গুণে) হয়। নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কেবল পূর্ণাঙ্গ সংক্ষি(অ্যাডগাম) হয়, গুণগুণ(গুণে) হয় না-

৩. শব্দের শেষে ন-ত্ব(ন্যুইন) বা নীরব-ত্ব(ন্যুইন) থাকলে এবং পরবর্তী শব্দের প্রথমে দ্বিরঞ্জিনি(শেডে) যুক্ত ম বর্ণ থাকলে। **مِنْ رَسُولٍ، عِيشَةٌ رَّاضِيَةٌ، أَنْ لَنْ، مَا لَأَلْبَدًا**

৪. শব্দের শেষে নীরব বর্ণ(সাকেন) এর পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে একই বর্ণ দ্বিরঞ্জিনি(শেডে) যুক্ত থাকলে (একই বর্ণ ন বা ম হলে তবে সংক্ষি-অ্যাডগাম এর সাথে গুণগুণ(গুণে) হয়- পূর্বে উল্লিখিত)।

يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ، كَانَتْ تَعْبُدُ، وَقَدْ دَخَلُوا، إِذْ ذَهَبَ، وَإِذْ كُرَّرَكَ، أَفْلَ لَكَ

৫. শব্দের শেষে নীরব-ত্ব(ন্যুইন) এর পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে দ্বিরঞ্জিনি(শেডে) যুক্ত এবং বর্ণ থাকলে। **أُجِيَّتْ دَعْوَتُكُمَا، هَمَّتْ طَائِفَتَانِ**

৬. শব্দের শেষে নীরব-ত্ব(ন্যুইন) এর পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে দ্বিরঞ্জিনি(শেডে) যুক্ত দ বর্ণ থাকলে। **يَلَهَثْ دَلْكَ**

৭. নীরব-ত্ব(ন্যুইন) এর পরে দ্বিরঞ্জিনি(শেডে) যুক্ত বর্ণ থাকলে। **وَمَهَدَتْ، لَقَدْ تَابَ**

৮. শব্দের শেষে নীরব-**ذ** (ذ سَاكِن) এর পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে দ্বিরুক্তি (شَدَّة) যুক্ত বর্ণ থাকলে। **إِذْ ظَلَمْتُمْ، إِذْ ظَلَمُوا**

৯. নীরব-**ق** (ق سَاكِن) এর পরে দ্বিরুক্তি (شَدَّة) যুক্ত ক বর্ণ থাকলে। **نَخْلُقُكُمْ**

১০. শব্দের শেষে নীরব-**ل** (ل سَاكِن) এর পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে দ্বিরুক্তি (شَدَّة) যুক্ত বর্ণ থাকলে। **وَقُلْ رَبِّ، بَلْ رَفَعْهُ**

১১. **اَلْتَيْنِ، وَالْطُّورِ، اَلْطَّارِقُ، اَلْرَّافِعُ، اَلْضَّعِيفُ**। এর ক্ষেত্রে আংশিক সঞ্চি।

২২৩২. **أَدْغَام نَاقِص** -আংশিক সঞ্চি : এক্ষেত্রে পূর্বের বর্ণের স্বকীয়তা কিছুটা বজায় থাকে তবে তা পরবর্তী বর্ণের সাথে মিলে মধ্যবর্তী ধ্বনি তৈরি করে। আংশিক সঞ্চি(أَدْغَام نَاقِص) বোঝানোর জন্য পূর্ব বর্ণের উপর নীরবতা(سُكُون) বা স্বর(حَرْكَة) এর কোন চিহ্ন থাকে না অথবা ন-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে তা পৃথক-পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয় এবং পরবর্তী বর্ণের উপর দ্বিরুক্তি (شَدَّة) ছাড়া অন্য কোন স্বর(حَرْكَة) থাকে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আংশিক সঞ্চি(أَدْغَام نَاقِص) হয়-

১. শব্দের শেষে ন-ত্ব(تَنْوِين) বা নীরব-**ن** (ن سَاكِن) এর পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে বর্ণ থাকলে। এতে সঞ্চি(أَدْغَام) এর সাথে গুণগুণ(غُنْنَة) হয়।

وَمَنْ يُطِعِ الْلَّهَ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ، مِنْ وَالْإِلَهُ وَاحِدٌ

২. নীরব-**ط** (ط سَاكِن) এর পরে বর্ণ থাকলে। **أَحَاطْتُ، بَسَطْتَ**

২২৪০. **সংগুণ্ঠি(أَنْحَفَاء)** এবং **সঞ্চি(أَدْغَام)** এর মধ্যে পার্থক্য : **سংগুণ্ঠি(أَنْحَفَاء)** একই ধরনের মনে হলেও মূল পার্থক্য হচ্ছে যে সংগুণ্ঠি(أَنْحَفَاء) এ কোন দ্বিরুক্তি (شَدَّة) তথা জোর থাকে না, কিন্তু সঞ্চি(أَدْغَام) এ দ্বিরুক্তি(شَدَّة) বা জোর থাকে। দ্বিতীয়তঃ সঞ্চি(أَدْغَام) এ একটি বর্ণ আরেকটি বর্ণে মিশিয়ে যায়, সংগুণ্ঠি(أَنْحَفَاء) এ বর্ণের সংমিশ্রণ ঘটে না, একটি বর্ণ অপর বর্ণের নিকট চেপে যায়। **سংগুণ্ঠি(أَنْحَفَاء)** এবং সঞ্চি(أَدْغَام) উভয় ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ণের উপর নীরবতা(سُكُون) বা স্বর(حَرْكَة) এর কোন চিহ্ন থাকে না অথবা ন-ত্ব(تَنْوِين) থাকলে তা পৃথক-পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয়। পার্থক্যটা হচ্ছে যে, নীরব-**ن** (ن سَاكِن) অথবা ন-ত্ব(تَنْوِين) এর পরে বর্ণ থাকলে কেবল এ ১৫টি বর্ণ অথবা নীরব-**م** (م سَاكِن) এর পরে বর্ণ থাকলে কেবল এ ১৬টি ক্ষেত্রে সংগুণ্ঠি(أَنْحَفَاء) হয়। এ ১৬ ক্ষেত্র ব্যতীত অবশিষ্টগুলো সঞ্চি(أَدْغَام) হবে। দুই প্রকার সঞ্চি(أَدْغَام) যথা- পূর্ণাঙ্গ সঞ্চি(كَامِل) এবং আংশিক সঞ্চি(أَدْغَام نَاقِص) এবং আংশিক সঞ্চি(أَدْغَام كَامِل) হবে।

(نَاقِص) কে আলাদা করে চেনার উপায় হচ্ছে যে, পূর্ণসংজ্ঞ সংক্ষিপ্ত(কামাল) এ পরবর্তী বর্ণে দ্বিরুক্তি(শ্বেত) থাকে, কিন্তু আংশিক সংক্ষিপ্ত(শ্বেত) থাকে না, শুধু স্বর(হ্রকে) থাকে। নিম্নে সংগৃহীত(সংগৃহীত) ও সংক্ষিপ্ত(সংক্ষিপ্ত) এর মধ্যে পার্থক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হল-

সংগৃহীত(সংগৃহীত) এবং সংক্ষিপ্ত(সংক্ষিপ্ত) এর মধ্যে পার্থক্য

সংগৃহীত(সংগৃহীত)	সংক্ষিপ্ত(সংক্ষিপ্ত)	সংগৃহীত(সংগৃহীত)	সংক্ষিপ্ত(সংক্ষিপ্ত)
উচ্চারণ	মূল শব্দ	উচ্চারণ	মূল শব্দ
مِنْ شَرٍ	من شر	فَمَيْعَمِلُ	فَمَن يَعْمَلُ
يُنفَخُ	يُنفَخُ	أَرَاءُهُ	أَن رَّاءُهُ
يَتَمَنِّدَا	يَتَمِّمَا ذَا	صُحْفَ مُطَهَّرَة	صُحْفًا مُطَهَّرَة
إِطْعَامُنِفِي	إِطْعَامُ فِي	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
مُطَاعِنِشَم	مُطَاعِ شَمَّ	أَمْشَاجٌ نَبْتَلِيهِ	أَمْشَاجٌ نَبْتَلِيهِ
يَعْلَمِبَانَ	يَعْلَمَ بَانَ	وَعَامَنْهُمْ مِنْ	وَعَامَنْهُمْ مِنْ

২২৫০. এর পরে (تَنْوِين)-ট্লটন : অর্থ উল্টা, ঘোরালো। নীরব(ন-ত্ব)-অ্বলাব(অ্বলাব) বা নীরব(ন-ত্ব)-অ্বলাব(অ্বলাব) এর পরে নটি হালকা ম এ ঝুপান্তরিত হয়। এ ঝুপান্তরের সাথে গুনগুন(গুনগুন) থাকে। উল্টন(অ্বলাব) বোঝানোর জন্য ন বা ন-ত্ব এর উপর ‘ঁ’ চিহ্ন দেয়া হয়। বাংলা ভাষায়ও এর প্রচলন দেখা যায়- সংবর্ধনা=>সম্বর্ধনা।

يَنْبَغِي، مَنْ بَخِلَ، لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، رَجَعٌ بَعِيدٌ، كِرَامٌ بَرَّةٌ

২২৬০. পরিস্কুটন : অর্থ প্রকাশ করা। এটি সংগৃহীত(সংগৃহীত), সংক্ষিপ্ত(সংক্ষিপ্ত), সংগৃহীত(সংগৃহীত) বর্ণকে গুনগুন(গুনগুন), সংক্ষিপ্ত(সংক্ষিপ্ত) বা উল্টন(অ্বলাব) ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করা। পরিস্কুটন(পরিস্কুটন) পূর্ববর্তী বর্ণে নীরবতা(সুকুন) থাকলে তার উপর নীরবতা(সুকুন) চিহ্ন(‘ঁ’) থাকে বা ন-ত্ব(ত্ব-ত্ব) থাকলে তা একসাথে (‘ঁ’, ‘ঁ’, ‘ঁ’) লিখা হয়। ন-ত্ব অথবা নীরব(ন-ত্ব) এর পরে গলা বর্ণ এবং নীরব(ন-ত্ব) এর পরে গলা বর্ণ থাকলে এবং নীরব(ন-ত্ব) এবং নীরব(ন-ত্ব) কে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ বা পরিস্কুটন(পরিস্কুটন) করতে হয়। অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রেও বর্ণের স্বর(হ্রকে) অনুযায়ী পরিস্কুটন(পরিস্কুটন) করতে হয়। অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রেও বর্ণের স্বর(হ্রকে) অনুযায়ী

مِنْ أَعْطَى، مِنْ عَلَقٍ، عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لَطِيفٌ حَبِيرٌ، فَسِينِغِضُونَ

এর বিধান রয়েছে।

২৩০০. তৃতীয় পরিচেদ

الْتَّفْخِيمُ وَ الْتَّرْقِيقُ -মোটাকরণ ও চিকনকরণ

تَفْخِيمٌ অর্থ মোটাকরণ এবং তর্কিক অর্থ চিকনকরণ। পরিভাষা মতে বর্ণ এবং ধ্বনিকে মোটাগলায় এবং চিকনগলায় উচ্চারণ করা। আরবি ভাষায় কিছু বর্ণ মোটাগলায় উচ্চারিত হয়, কিছু বর্ণ চিকনগলায় উচ্চারিত হয়, আবার কিছু বর্ণ অবস্থাভেদে মোটাগলায় এবং চিকনগলায় উভয়ভাবে উচ্চারিত হয়।

২৩১০. تَفْخِيمٌ -মোটাকরণ : আরবি ভাষায় ৭টি বর্ণ এবং ق, ظ, ط, ض, ص, خ কে মোটাগলায় উচ্চারণ করা হয়। এ গুলো উৎর্বর্বর্ণ(حِرْفُ أَسْتَعْلَاءُ) অর্থাৎ উচ্চারণে জিহ্বার উৎর্বর গমন হয় (পরিচেদ [৩১২১](#) দ্রষ্টব্য)। মোটাকরণের ৫টি স্তর রয়েছে, মোটাকরণের ক্রমানুসারে- ক.আ-দীর্ঘায়ন(قَالَ - (مَدْ بِالْأَلْفِ) , খ.আ-স্বর(سَوْرَةُ - (ضَمَّنَهُ) , গ.উ-স্বর(سُكُونُ - (يَقُولُ) , ধ.ই-স্বর(فَتْحَةُ - (أَقْرَأَ) , ই.আ-স্বর(كَسْرَةُ - (أَفْتَحَ))। এর অধৃত অর্থ হলো উচ্চারণে জিহ্বার অধঃ গমন হয় (পরিচেদ [৩১২২](#) দ্রষ্টব্য)।
خَضَعَ، صَدَقَ، ضَعَفَ، طَفَقَ، ظَهَرَ، غَرَرَ، قَتَلَ، غَضِبَ

২৩২০. تَرْقِيقٌ -চিকনকরণ : আরবি ভাষায় অবশিষ্ট ২৪টি বর্ণ এবং ش, س, ز, ر, ذ, د, ح, ج, ث, ت, ب, ح, ج, ث, ت, ب, ع, ه, ن, م, ل, ك, ف, ع কে চিকনগলায় উচ্চারণ করা হয়। এ গুলো অধঃবর্ণ(حِرْفُ أَسْتِفَالُ) অর্থাৎ উচ্চারণে জিহ্বার অধঃ গমন হয় (পরিচেদ [৩১২২](#) দ্রষ্টব্য)।
بَحَثَ، تَرَكَ، جَلَسَ، دَفَعَ، ذَكَى، زَكَرِيَاً، كَشَفَ، لَهُمْ، أَيْنَ

২৩৩০. اخْتِلَافُ الْتَّفْخِيمِ وَ الْتَّرْقِيقِ -ব্যতিক্রম : মোটাকরণ এবং চিকনকরণে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। এ দুটি বর্ণ এবং আ-দীর্ঘায়ন(مَدْ بِالْأَلْفِ) ও গুনগুন(غُنْمَةُ) এর ক্ষেত্রে এ ব্যতিক্রম হয়। এ ৪টি মোটাগলায় এবং চিকনগলায় উভয়ভাবে উচ্চারণ করা যায়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল-

২৩৩১. لَ بَرْغَتٌ অধঃবর্ণ(لَ بَرْغَتٌ) এবং তা সাধারণতঃ চিকন বর্ণ হিসেবে উচ্চারিত হয়। কেবল اللَّهُمَّ বা اللَّهُمَّ শব্দটি এককভাবে থাকলে বা তারপূর্বে আ-স্বর(فَتْحَةُ) বা উ-স্বর(ضَمَّنَهُ) যুক্ত বর্ণ থাকলে তা মোটাগলায় উচ্চারিত হয়।

اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ، قُدْرَةُ اللَّهِ، بَيْتُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ بِاللَّهِ، لَهُ، قُلِ اللَّهُمَّ

২৩৩২. গুনগুন(عَنْهُ) : গুনগুন(عَنْهُ) সাধারণতঃ চিকনগলায় উচ্চারিত হয়। শুধুমাত্র সংগৃষ্টি(أَنْجَفَاء) এর জন্য গুনগুন(عَنْهُ) হলে তবে একুপ ক্ষেত্রে গুনগুন(عَنْهُ) বর্ণের পরে মোটাগলার বর্ণ থাকলে সে গুনগুন(عَنْهُ) মোটাগলায় উচ্চারিত হয়।

يَنْكُشُونَ، فَمَنْ شَاءَ، كَأَسَا دِهَافًا : يَنْظُرُ، مَنْ طَغَىٰ، أَنْصَطُواْ، عَذَابًا قَرِيبًا

২৩৩৩. আ-দীর্ঘায়ন(مَدْ بِالْأَلْف) অধঃবর্ণ : (মَدْ بِالْأَلْف) হলেও মোটাগলার বর্ণের সাথে দীর্ঘায়ন(مَد) হিসেবে যুক্ত হলে তা মোটাগলার হয় যেমন- এবং চিকনগলার বর্ণের দীর্ঘায়ন(مَد) হিসেবে যুক্ত হলে তা চিকনগলার হয় যেমন- ।

نَاسٌ، حَاسَبَ، تَارِكٌ، جَاعِلٌ، فَائزٌ: صَادِقٌ، غَاصِبٌ، خَاضِعٌ، فَاضٍِ

২৩৩৪. বর্ণ : বর্ণের ক্ষেত্রে মোটাগলা এবং চিকনগলার নিয়মাবলি একাতু জটিল। নিম্নে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল। এ নিয়মাবলির কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে।

১. বর্ণে আ-স্বর(فَتْحَة) বা উ-স্বর(ضَمَّة) আরোপিত হলে তা মোটাগলায় উচ্চারিত হয়।

رَبِّيْ، بِرَبِّكُمْ، يُبَصِّرُونَ، رُزْقُواْ، بَرِّ

২. বর্ণে ই-স্বর(كَسْرَة) আরোপিত হলে তা চিকনগলায় উচ্চারিত হয়।

رِجَالٌ، مَرِيَّاً، وَرِضْوَانٌ، وَدَرِ الْلَّذِينَ، مَجْرِيْبَهَا

৩. বর্ণে নীরবতা(سُكُون) থাকলে সেটি শব্দের নীরবতা(سُكُون) হোক অথবা শব্দে বিরতি দেয়ার জন্য নীরবতা(سُكُون) হোক তবে এর সাথে সংযুক্ত বর্ণের স্বর(حَركَة) দেখতে হবে-

ক. নীরব- এর পূর্ববর্তী বর্ণে আ-স্বর(فَتْحَة) বা উ-স্বর(ضَمَّة) অথবা পূর্বে সংযোগ চালনা(هَمْزَة وَصْل) অথবা ও- বা অল্ফ(وَ) অথবা ও- বা ‘র’ সাধারণতঃ মোটাগলায় উচ্চারিত হয়।

مَرِيمٌ، قُرْءَانًا، كَفَرٌ، الْدُّبُرٌ، يَشْكُرُ، الْنَّارٌ، الْأَمْوَارٌ، أَرْصَادًا، أَرْجِعِيٰ، بِشَرَرٍ

খ. নীরব-**(র سَاكِن)** শব্দের মধ্যবর্তী হলে এবং পূর্ব বর্ণে ই-স্বর(**كَسْرَة**) থাকলে তবে পরবর্তী বর্ণ চিকনগলার হলে ‘র’ চিকনগলায় এবং মোটাগলার হলে ‘র’ মোটাগলায় উচ্চারিত হয়।

فِرْعَوْنُ، شِرْذَمَةُ، مِرْيَةُ : قِرْطَاسُ، مِرْصَادًا، فِرْقَةٌ

গ. নীরব-**(র سَاكِن)** শব্দের শেষে হলে এবং পূর্ববর্তী বর্ণে ই-স্বর(**كَسْرَة**) থাকলে বা পূর্ব বর্ণ ই হলে তবে ‘র’ চিকনগলায় উচ্চারিত হয়।

فَاصِبُرُ، تُصَرِّعُ، بِمُسِيْطِرُ، الْحَمِيرُ، ضَيْرُ، قَدِيرُ، الْطَّيْرُ

ঘ. নীরব-**(র سَاكِن)** এর পূর্ববর্তী বর্ণেও যদি নীরবতা(**سُكُون**) থাকে তবে-

অ. তারও পূর্ববর্তী বর্ণ ই-স্বর(**كَسْرَة**) যুক্ত হলে তবে **ر** সাধারণতঃ চিকনগলায় উচ্চারিত হয়। **السِّحْرُ**

আ. তারও পূর্ববর্তী বর্ণ আ-স্বর(**فَتْحَة**) বা উ-স্বর(**ضَمَّة**) যুক্ত হলে তবে **ر** সাধারণতঃ মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। **وَالْفَجْرُ، الْأُعْسَرُ، وَالْعَصْرُ**

ব্যতিক্রম :

১. নীরব-**(র سَاكِن)** হলে নিম্নের শব্দসমূহে ‘র’ চিকন গলায় উচ্চারণ করা শ্রেয়ঃ **نُدُرُ، يَسْرُ، أَسْرُ، الْقِطْرُ، فِرْقٌ**

২. শব্দে বিরতি দেয়ার জন্য নীরব-**(র سَاكِن)** শব্দের শেষে হলে নিম্নের শব্দে ‘র’ বর্ণটি মোটাগলায় উচ্চারণ করা শ্রেয়ঃ- **مَصْرُ**

১৪০০. চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সারসংক্ষেপ-খালাচে

১. মৌলিক দীর্ঘায়ন (মাদ অস্লী) এর ব্যাপ্তি স্বর (হরকত) এর দ্বিগুণ।

২. অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন (মাদ রাইদ) এর ব্যাপ্তি স্বর (হরকত) এর ৪, ৫ অথবা ৬ গুণ। অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন (মাদ) বোঝানোর জন্য দীর্ঘায়ন (মাদ) বর্ণের উপর ‘~’ চিহ্ন দেয়া হয়। অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন (মাদ) এর প্রকার নিম্নে বর্ণনা করা হল-

ক. দীর্ঘায়ন (মাদ) এর পরে চালনা (হেম্জে) থাকলে তবে দীর্ঘায়ন (মাদ) এর ব্যাপ্তি স্বর (হরকত) এর ৪ অথবা ৫ গুণ হয় যথা- বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন (মাদ মন্ত্রচল) এবং সংযুক্ত দীর্ঘায়ন (মাদ মুট্টচল)।

খ. দীর্ঘায়ন (মাদ) এর পরে নীরবতা (স্কুন) বা দ্বিরঞ্জিত (শেডে) থাকলে দীর্ঘায়ন (মাদ) এর ব্যাপ্তি স্বর (হরকত) এর ৬ গুণ হয় যথা- আবশ্যিক দীর্ঘায়ন (মাদ লাজম)।

গ. যে সকল সুরা (সুরা) বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে সেক্ষেত্রে অল্ফ বর্ণটি স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয় এতে কোন দীর্ঘায়ন (মাদ) হয় না; র, হ ও য এ ৫টি বর্ণে সাধারণ দীর্ঘায়ন (মাদ অস্লী) হয়; উ বর্ণে দীর্ঘায়ন (মাদ) এর ব্যাপ্তি স্বর (হরকত) এর চার অথবা ছয় গুণ এবং অন্যান্য বর্ণে স্বর (হরকত) এর ৬ গুণ দীর্ঘায়ন (মাদ) হয়।

ঘ. দীর্ঘায়ন (মাদ) এর পরে একটিমাত্র স্বর (হরকত) যুক্ত বর্ণ থাকলে এবং এরপ শব্দে বিরতি দিলে তবে এ দীর্ঘায়ন (মাদ)কে স্বর (হরকত) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ করা যায় যথা- পার্শ্ব দীর্ঘায়ন (মাদ উপর্যুক্ত)।

ঙ. দীর্ঘায়ন (মাদ) ব্যতীত নীরবতা (স্কুন) ও য যুক্ত বর্ণের পরে একটি মাত্র স্বর (হরকত) যুক্ত বর্ণ থাকলে এবং উ ও য বর্ণের পূর্বে আ-স্বর (ফত্তহ) যুক্ত বর্ণ থাকলে তবে এরপ শব্দে বিরতি দিলে উ ও য বর্ণকে স্বর (হরকত) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ দীর্ঘায়িত করা যায় যথা- সহজ দীর্ঘায়ন (মাদ লিন)।

৩. সংগৃষ্টি(أَخْفَاءُ) এর ক্ষেত্রে ন এবং ম বর্ণের উচ্চারণ চেপে যায়, উচ্চারণে জিহ্বা ব্যবহৃত হয় না কেবল নাসিকা থেকে গুণগুণ(غُنَّةً) হয়। নীরব-ন(سَكِّين)-ন বা ন-ত্ব(تْسِين) এর পরে ত, ত, জ, জ, দ, দ, স, স, শ, শ এ ক্ষেত্রে সংগৃষ্টি(أَخْفَاءُ অর্থাৎ স্কুন(سُكُون) এর চিহ্ন থাকলে এ ১৫টি এবং নীরব-ন(স্কুন) এর পরে বুকলে এ ১৬টি ক্ষেত্রে সংগৃষ্টি(أَخْفَاءُ অর্থাৎ স্কুন) এর চিহ্ন থাকে না অথবা ন-ত্ব(تْসِين) থাকলে তা পৃথক পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয়।

৪. সন্ধি(دْعَام) এর ক্ষেত্রে একটি বর্ণের উচ্চারণের সাথে অন্য বর্ণের উচ্চারণের সংমিশ্রণ ঘটে। এটি দু' প্রকার-

ক. পূর্ণাঙ্গ সন্ধি(كَامِل) এর ক্ষেত্রে পূর্বের নীরব বর্ণ(حَرْفٌ سَكِّين) তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং পরবর্তী বর্ণের সাথে মিশিয়ে যায়। যে সকল জোড়া বর্ণের ক্ষেত্রে তা ঘটে তা হচ্ছে-
পূর্ববর্তী-পরবর্তী বর্ণ একই হলে, \rightarrow تْسِين, م \rightarrow تْসِين, ن \rightarrow تْসِين, ل, ل \rightarrow ن, م \rightarrow ن, ر \rightarrow ل, ر \rightarrow ن, د \rightarrow ت, د \rightarrow ث, ط \rightarrow ت, د \rightarrow ت, ر \rightarrow ن, ك \rightarrow ق, ظ \rightarrow ذ, ت \rightarrow د, د \rightarrow ذ, ت, د \rightarrow ت, ر \rightarrow ن এবং সৌর নির্দিষ্টতা(الشَّمِسِيَّة) পূর্ণাঙ্গ সন্ধি(কামিল) বোঝানোর জন্য পূর্ববর্তী বর্ণে নীরবতা(স্কুন) এর চিহ্ন থাকে না, ন-ত্ব(تْসِين) থাকলে তা পৃথক পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয় এবং পরবর্তী বর্ণে দ্বিরূপিতা(شَدَّة) থাকে।

খ. আংশিক সন্ধি(أَدْعَامٌ نَاقِصٌ) এর ক্ষেত্রে পূর্বের বর্ণের স্বকীয়তা কিছুটা বজায় থেকে পরবর্তী বর্ণের সাথে উচ্চারণের সংমিশ্রণ ঘটে। যে সকল জোড়া বর্ণের জন্য তা ঘটে তা হচ্ছে, و \rightarrow تْسِين, و \rightarrow تْসِين, ط \rightarrow ت, ط \rightarrow ت, ن \rightarrow ن, و \rightarrow ن, ي \rightarrow تْসِين। আংশিক সন্ধি(অধুম নাকচ) বোঝানোর জন্য পূর্ববর্তী বর্ণে নীরবতা(স্কুন) এর চিহ্ন থাকে না, ন-ত্ব(تْসِين) থাকলে পৃথক পৃথকভাবে (‘, ”,) লিখা হয় এবং পরবর্তী বর্ণে দ্বিরূপিতা(শদ্দেহ) থাকে না।

৫. নীরব-ন(تْسِين)-ন বা ন-ত্ব(تْসِين) এর পরের বর্ণ (ن سَكِّين)-ন বা ন-ত্ব(تْসِين)-ন এর পরের বর্ণ ব (ب) হলে তবে নীরব-ন(سَكِّين)-ন বা ন-ত্ব(تْসِين) এর পরের বর্ণ ম (م) এ রূপান্তরিত হয় যাকে উল্টন(أَقْلَاب) বলা হয়। এটি বোঝানোর জন্য ন বা ন-ত্ব(تْসِين) এর উপর ‘’ চিহ্ন দেয়া হয়।

৬. গুণগুণ(عَنْهُ) হচ্ছে বিশেষ ধরনের নাসিকা ধ্বনি যা ঘট্টার অবিশিষ্ট গুণগুণ ধ্বনির মতো। ম ও ন বর্ণে দ্বিরুক্তি(شَدَّة) থাকলে অথবা এর ক্ষেত্রে সংগৃহীত(أَحْفَاء), সন্ধি(سِنْدِي) বা উল্টন(أَقْلَاب) হলে তবে গুণগুণ(عَنْهُ) হয়। ব্যতিক্রম- ন ও ন-ত্ব(تَنْوِين) এর পরে র এবং ল বর্ণ থাকলে কেবল পূর্ণসংস্কৃতি(كَامِل) হয়, গুণগুণ(عَنْهُ) হয় না।

৭. পরিস্ফুটন(أَظْهَار) হচ্ছে বর্ণকে তার স্বর(حَرَكَة) অনুযায়ী গুণগুণ(عَنْهُ), সংগৃহীত(أَحْفَاء), সন্ধি(أَدْغَام) বা উল্টন(أَقْلَاب) ছাড়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা।

৮. একটি বিষয় লক্ষণীয়, নীরব-ন-ত্ব(تَنْوِين) বা ন-ত্ব(سَاكِن) এর পরে গলা বর্ণ (ح, خ, غ, ع) ও হেম্মেজে(هَمْزَة) থাকলে অধিক দূরবর্তী উৎপত্তিস্থলের জন্য পরিস্ফুটন(أَظْهَار) হয়, তুলনামূলক কাছাকাছি উৎপত্তিস্থল থেকে উৎপন্ন হওয়ায় ১৫টি জিহ্বা বর্ণ (ك, ق, ف, ط, ض, ص, ش, س, ز, ذ, ج, ث, ت) থাকলে সংগৃহীত(أَحْفَاء) হয়, অতীব নিকটবর্তী বা একই উৎপত্তিস্থলের জন্য ৬টি বর্ণ (জিহ্বা বর্ণ ন, ل, ر, ي, م, ও) এবং ওষ্ঠ বর্ণ (ب) থাকলে সন্ধি(أَدْغَام) হয় এবং ওষ্ঠ বর্ণ ব ব এর জন্য উল্টন(أَقْلَاب) হয়। একইভাবে নীরব-ম(م-সাকِن) এর পরে ম বর্ণ থাকলে একই উৎপত্তিস্থলের জন্য সন্ধি(أَدْغَام) হয়, ব বর্ণ থাকলে প্রায় একই উৎপত্তিস্থলের হওয়ায় সংগৃহীত(أَحْفَاء) হয়। অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রে যখন বর্ণ দু'টি একই বা প্রায় একই উৎপত্তিস্থলের হয় তখন সন্ধি(أَدْغَام) হয়।

৯. মোটাকরণ(تَفْخِيم) হচ্ছে মোটাগলায় বর্ণ উচ্চারণ করা। এবং ত এ গ ঘ ঘ প্রতি এ ষটি বর্ণ মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। এ সবকটি উর্ধ্ববর্ণ(أَسْتَعْلَاء)।

১০. চিকনকরণ(تَرْقِيق) হচ্ছে চিকনগলায় বর্ণ উচ্চারণ করা। অবশিষ্ট ২৪টি বর্ণ যথা- ب, ت, ك, ف, ل, م, ن, ه, و, د, ز, ش, س, ر, ذ ই ও, أَلِف এবং দীর্ঘায়ন(مَد) এর হেম্মেজে(هَمْزَة) এবং দীর্ঘায়ন(مَد) এর তৃতীয় বর্ণ যথা- ل, ر, م, د, ق, ح, ج, خ, غ এবং চিকনগলায় উচ্চারিত হয়। এ সবকটি অধঃবর্ণ(أَسْتِفَال)।

১১. চারটি ক্ষেত্রে যথা- র ও ল বর্ণ, আ-দীর্ঘায়ন(مَد بِالْأَلْف) এবং গুণগুণ(عَنْهُ) এর ক্ষেত্রে মোটাকরণ(تَفْخِيم) এবং চিকনকরণ(تَرْقِيق) প্রয়োগে ব্যতিক্রম রয়েছে-

ক. আ-দীর্ঘায়ন(مَد بِالْأَلْف) যে বর্ণের দীর্ঘায়ন(مَد) হয় সে অনুযায়ী তা মোটাগলা বা চিকনগলায় উচ্চারিত হয়।

খ. **اللَّهُمَّ بِمَا** শব্দটি এককভাবে উচ্চারিত হলে বা তারপূর্ব বর্ণে যদি আ-স্বর(فَتْحَة) বা উ-স্বর(ضَمَّ) থাকে তবে আল্লাহ ও **اللَّهُمَّ** শব্দটি মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবনটি চিকন গলায় উচ্চারিত হয়।

গ. **غَنْوْنَ**(عَنْ) সাধারণতঃ চিকনগলায় উচ্চারিত হয়। তবে সংগৃষ্টি(أَخْفَاء) এর ক্ষেত্রে পরবর্তী বর্ণ মোটাগলার হলে সে গুনগুন(عَنْ) মোটাগলায় উচ্চারিত হয়।

ঘ. **ر** বর্ণে ই-স্বর(كَسْرَة) আরোপিত হলে তা চিকনগলায় এবং আ-স্বর(فَتْحَة) বা উ-স্বর(ضَمَّ) আরোপিত হলে তা মোটাগলায় উচ্চারিত হয়। **ر** বর্ণে নীরবতা(سُكُون) থাকলে তবে- অ.তারও পূর্ববর্তী বর্ণে আ-স্বর(فَتْحَة) বা উ-স্বর(ضَمَّ) থাকলে বা পূর্ববর্তী বর্ণটি **وَأَوْ** বা **أَلْف** বা সংযোগ চালনা (হম্মেة وَصْل) হলে তবে 'র' সাধারণতঃ মোটাগলার হয়; আ.শব্দের মধ্যবর্তী 'র' এর পূর্ববর্তী বর্ণে ই-স্বর(কَسْرَة) থাকলে তবে পরবর্তী বর্ণ মোটাগলার হলে 'র' মোটাগলার এবং চিকনগলার বর্ণ হলে 'র' চিকনগলার হয়; ই.শব্দের শেষে হলে তবে 'র' এর পূর্বের বর্ণে ই-স্বর(কَسْرَة) থাকলে বা পূর্বের বর্ণটি ই হলে 'র' চিকনগলার হয়। নীরব-সাক্ষী(র سَاكِن) এর পূর্ববর্তী বর্ণেও নীরবতা(سُكُون) থাকলে তবে সাধারণতঃ তারও পূর্ববর্তী বর্ণে আ-স্বর(فَتْحَة) বা উ-স্বর(ضَمَّ) থাকলে 'র' মোটাগলার এবং ই-স্বর(কَسْرَة) থাকলে 'র' চিকনগলার হয়।

১২. একটি বিষয় লক্ষণীয়, কোন বর্ণে স্বর(রَّ) বা নীরবতা(سُكُون) এর কোন চিহ্ন না থাকলে তবে বর্ণটি নীরব বর্ণ(أَدْغَام) যে কোন একটি আরোপিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দীর্ঘায়ন(مَد) বা সংগৃষ্টি(أَخْفَاء) বা সন্ধি(أَدْغَام) যে কোন একটি আরোপিত হবে। এরূপ বর্ণ বর্ণ ই বা **أَلْف** বা বর্ণ হলে এবং পূর্বের সংযুক্ত বর্ণে যথাক্রম আ-স্বর(فَتْحَة), উ-স্বর(ضَمَّ) বা ই-স্বর(কَسْرَة) থাকলে তবে তা দীর্ঘায়ন(مَد) হবে। দীর্ঘায়ন(مَد) ব্যতীত স্বর(রَّ) বা নীরবতা(সُكُون) এর চিহ্ন বিহীন বর্ণ অথবা পৃথক-পৃথক ন-ত্ব (‘, ”,) থাকলে তবে সংগৃষ্টি(أَخْفَاء) অথবা সন্ধি(أَدْغَام) হবে। নীরব-ন-ত্ব(ن-তْ) এর পরে (ن سَاكِن) অথবা ন-ত্ব(ن-তْ) এর পরে (ن سَاكِن) এর পরে বা এ ১৫টি বর্ণ অথবা নীরব-ম(م) এর পরে বা এ ১৬টি ক্ষেত্রে সংগৃষ্টি(أَخْفَاء) হয়। এ ১৬টি ক্ষেত্র ব্যতীত অবশিষ্টগুলো সন্ধি(أَدْغَام) হবে। দু' প্রকার সন্ধি(أَدْغَام) যথা- পূর্ণসঙ্গ সন্ধি(أَدْغَام كَامِل) এবং আংশিক সন্ধি(أَدْغَام نَاقِص) কে আলাদা করে চেনার উপায় হচ্ছে যে, পূর্ণসঙ্গ সন্ধি(أَدْغَام كَامِل)’র পরবর্তী বর্ণে দ্বিরুক্তি(شَدَّة) থাকে, আংশিক সন্ধি(أَدْغَام نَاقِص) এ দ্বিরুক্তি(شَدَّة) থাকে না, শুধু স্বর(রَّ) থাকে।

২৫০০. পঞ্চম পরিচেছদ

অনুশীলন-৩ : ৩ - تَمْرِين-

নিম্নে শব্দের উচ্চারণ শ্রবণ করে দীর্ঘায়ন (মাদ) অনুশীলন করুন। অনুশীলনের সময় দীর্ঘায়ন (মাদ) এর ব্যাপ্তির দিকে খেয়াল রাখুন।

মৌলিক দীর্ঘায়ন

وَاسْتَعِنُوا	فِيهَا	كُونِي	أُوتُوا	كَانُوا	مُوتُوا	مَادًا	কানা	2501a
---------------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	------	-------

সংযুক্ত দীর্ঘায়ন

السَّرَّائِرُ	مَاءٌ	وَجْهٌ	هَؤُلَاءِ	وَالسَّمَاءِ	الشَّتَاءُ	يُرَآءُونَ	জাই	2502b
---------------	-------	--------	-----------	--------------	------------	------------	-----	-------

বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন

وَثَاقَهُ أَحَدٌ	لَا أُقْسِمُ	مَا أَكْفَرُهُ	مَا أَعْبُدُ	لَا أَعْبُدُ	মাগন্তি	যিদাবি	2503b
------------------	--------------	----------------	--------------	--------------	---------	--------	-------

আবশ্যিক দীর্ঘায়ন

ص	ق	ন	ءَالْعَنَ	صَوَافٌ	الْطَّامَةُ	الصَّاحَةُ	2504c
---	---	---	-----------	---------	-------------	------------	-------

المر	الْمَص	الـم	حـم	طـه	কـহـيـعـصـ	عـسـقـ	2505c
------	--------	------	-----	-----	------------	--------	-------

পার্শ্ব দীর্ঘায়ন

সাফিল	ত্বৰিম	الْمُسْتَقِيم	নস্তাউন	الْدِين	الْعَلَمِين	الْرَّহِيم	2506d
-------	--------	---------------	---------	---------	-------------	------------	-------

সহজ দীর্ঘায়ন

النَّجْدَيْن	وَشَفَتَيْن	عَيْنَيْن	قُرَيْش	وَالصَّيْف	الْبَيْت	خَوْف	2507e
--------------	-------------	-----------	---------	------------	----------	-------	-------

অনুশীলন-৮ : ৪ : ত্মরিন

নিম্নে শব্দের উচ্চারণ শ্রবণ করে পার্শ্ব উচ্চারণসমূহ অনুশীলন করুন।

গুণগুণ-গুণ

মِنَ الْجِنَّةِ	إِلَهُ النَّاسِ	إِنَّهَا	إِنَّا	إِنْ	إِنَّهُ	মَنْ	2508f
وَأَمِّهِ	وَرْمَان	لَمَّا	عَمَّ	مِمَّ	ثُمَّ	آمَّا	2509f

গুণগুণ(পূর্ণাঙ্গ সঞ্চি সহ) (গুণ-গুণ)

شَيْءٌ نُكَرٌ	عَهْدًا تَبَذَّهُ	صَابِرًا نِعْمَ	مِنْ نِعْمَةٍ	أَنْ تُبَدِّلَ	إِنْ تَفَعَّتِ	مِنْ نُطْفَةٍ	2510g
خَيْرٌ مِّنْ	صُورَةٍ مَا	نَفْسٌ مَا	مِنْ مَقَامٍ	مِنْ مِثْلِهِ	مِنْ مَسَدٍ	مِنْ مَاءٍ	2511g
أَمْ مَنْ	لَهُمْ مِنْ	عَلَّمْتُمْ مِنْ	لَكُمْ مِنْ	عَلَيْهِمْ مِنْ	فَمِنْهُمْ مَنْ	مَعَكُمْ مِنْ	2512g

গুণগুণ(আংশিক সঞ্চি সহ) (গুণ-গুণ)

بَرْدًا وَلَا	وَوَالدِرِّ وَمَا	ذَلَّةٌ وَقَدْ	لَعْوًا وَلَا	مِنْ وَرَاءِ	مِنْ وَرَقِ	مِنْ وَلَىٰ	2513h
يَوْمَئِذٍ يَوْدُ	نَفْسٌ يَا	خَيْرًا يَرَهُ	مِنْ يَوْمٍ	مِنْ يَشَاءُ	أَنْ يَجْعَلَ	وَمَنْ يَتَوَلَّ	2514h

সংগৃহি-অ্যাখ্যান(গুণগুণসহ) (গুণ-গুণ)

أَنْشَرَهُ	تَنْسَىٰ	أَنْزَلَ	وَأَنْذِرْ	عِنْدَ	أَنْجَانَا	وَالْأَنْشَىٰ	أَنْتَ	2515i
لَهُمْ بِهِ	عَنْكَ	أَنْقَضَ	يُنْفِقُ	يَنْظُرُ	فَأَنْطَلَقَ	مِنْ ضُرِّ	فَانْصَبَ	2516i

আংখ্যান-অ্যাখ্যান(গুণগুণসহ) (গুণ-গুণ)

ذَهَابٌ بِهِ	بَصِيرٌ بِمَا	أَبْدًا بِمَا	مِنْ بَعْدِ	مِنْ بَيْنِ	أَنْبَائَكَ	ذَنْبِهِ	2517j
--------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------

পূর্ণাঙ্গ সঞ্চি-অ্যাখ্যান কাম্পেল (গুণ-গুণ)

نَفْسٌ لَنْ	فَعَالٌ لَمَا	يَوْمًا لَا	يَكُنْ لَهُ	لَئِنْ لَمْ	أَنْ لَمْ	أَنْ لَنْ	2518k
شَيْءٌ رِزْقًا	نُوحٌ رَبٌ	أَبْدًا رَضِيَ	مِنْ رِزْقٍ	مِنْ رَبِّهِ	أَنْ رَءَاهُ	عَنْ رِبِّهِمْ	2519k

كَائِتَ تَعْبُدُ	زَالَتْ تِلْكَ	أَذْهَبْ بِكَتَابِي	أَضْرِبْ بَعْصَائِ	يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ	2520k
تَسْطِعْ عَلَيْهِ	تَسْطِعْ عَلَيْهِ	وَأَذْكُرْ رَبَّكَ	إِذْ ذَهَبَ	وَقَدْ دَخَلُوا	2521k
أَوْ وَزْنُهُمْ	وَأَجْعَلْ لِي	تَجْعَلْ لَهُ	فُلْ لُوْ	يُسْرِفْ فِي	2522k
قَالَتْ طَائِفَةٌ	وَدَّتْ طَائِفَةٌ	أُحْسِيَتْ دَعْوَتُكُمَا	أَثْقَلَتْ دَعْوَا	أَرْكَبْ مَعَنَا	2523k
إِذْ ظَلَمُوا	مَا وَعَدْنَا	قَدْ تَبَيَّنَ	لَقَدْ تَابَ	يَلْهَثْ ذَلِكَ	2524k
فَقُلْ رَبُّكُمْ	وَقُلْ رَبِّ	بَلْ رَفَعَهُ	نَحْلُقُكُمْ	إِذْ ظَلَمْتُمْ	2525k

-آংশিক সংক্ষি

	أَحَاطَتْ	مَا فَرَّطْتُمْ	بَسَطَتْ	فَرَّطْتُ	2526m
--	-----------	-----------------	----------	-----------	-------

-তেফখিম-মোটাকরণ

নিম্ন শব্দের উচ্চারণ শ্রবণ করে মোটাকরণ(তেফখিম) অনুশীলন করুন।

مُخْضَرَةً	خَضِرًا	خَوْضٍ	خَاضُوا	خُضْرٌ	خَاصَّةً	خَرَّ	2527n
صَدَقَ	الصَّخْرَ	صِرَاطٍ	خَالِصًا	قَصَصًا	قُصُورًا	قَصَّ	2528n
يَعْضُوا	فَبْضَةً	قَاضٍ	قَرْضًا	قَضَى	أَضْطَرَ	ضَرَّا	2529n
غَيْظَ	غُرُورًا	غَرَّ	قَالَا	قَصَّ	قَنْطَارًا	قَطْرًا	2530n
ظَلَمَ	ظَهَرَ	غَاسِقٍ	وَأَغْلَظَ	الْعَرَقُ	طَعَى	صَغَارُ	2531n

-الْتَّفْخِيمُ وَالْتَّرْقِيقُ-মোটাকরণ এবং চিকনকরণ

এবং গুনে এর মোটাকরণ এবং চিকনকরণ অনুশীলন করুন।

قُلِ اللَّهُمَّ	لَهُ	قُلِ اللَّهُ	اللَّهُمَّ	هُوَ اللَّهُ	إِنَّ اللَّهَ	اللَّهُ	2532p
عَنْكَ	كُنْتُمْ	مِنْ قَبْلُ	مَنْ ظَلَمَ	مَنْطِقَ	وَمَنْ ضَلَّ	أَنْصَارَ	2533q
غُرُورًا	يَغْرِرُكَ	كَرَةً	خَيْرًا يَرِهُ	إِسْرَارًا	أَقْرَرَنَا	رَضِيَ	2534r
وَحْرَمَ	بِالشَّرِّ	ذُرَيْةً	فَرِيقٌ	غَيْرِ	يُشْرِكُونَ	رِزْقًا	2535r

অনুশীলন-৫ : ৫ - ত্মরিন

নিম্নের বাক্যসমূহ শ্রবণ করে অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন ও পার্শ্ব উচ্চারণসমূহ অনুশীলন করুন।

সংযুক্ত দীর্ঘায়ন(মাধ্যমিক) এবং বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(মাধ্যমিক)

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ	2538b	إِذَا جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَأَفْتَحْ	2537b
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ	2540b	وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا	2539b
فَجَعَلَهُمْ غُثَاءً أَخْوَى	2542b	وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ	2541b
وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ	2544b	يَوْمَ تُبَلَّى السَّرَّايرُ	2543b
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ	2546b	وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ	2545b
أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ الْفَجَرَةُ	2548b	وَحَدَّائِقُ الْغُلْبَا	2547b
حَدَائِقُ وَأَعْنَابًا	2550b	أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا	2549b
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ	2552b	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ	2551b
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةُ	2554b	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ	2553b
لَا يَصْلَحُهَا إِلَّا لِأَلْأَشْقَى	2556b	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقُدرِ	2555b
وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَفْظِيَنَ	2558b	وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِحِينُ	2557b
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ	2560b	وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَكُونُ	2559b

আবশ্যিক দীর্ঘায়ন-মাধ্যমিক

فِإِذَا جَاءَتِ الْطَّامِةُ الْكُبْرَى	2562c	فِإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ	2561c
فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ	2564c	وَإِذْ يَنْعَاجُونَ فِي الْنَّارِ	2563c
وَلَا الضَّالِّينَ	2566c	وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدَى	2565c
وَالصَّافَّاتِ صَفَا	2568c	وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ	2567c
الْحَاقَةُ	2570c	وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ	2569c
مُدْهَاهَمَاتَانِ	2572c	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ	2571c

عَالَئِنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ نَ ۝ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطُرُونَ طَه ۝ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى يَسَ ۝ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ الْمَر ۝ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ صَ ۝ وَالْقُرْءَانِ ذِي الْذِكْرِ	2574c 2576c 2578c 2680c 2582c 2584c	عَالَئِنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ قَ ۝ وَالْقُرْءَانُ الْمَاجِيدُ كَهِيَعَصَ طَسْمَ ۝ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ الْمَصَنَ حَمَ ۝ عَسَقَ	2573c 2575c 2577c 2579c 2581c 2583c
---	--	--	--

پاڭىز دىرىۋىان-مەد عارض

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ	2586d 2588d 2590d 2592d	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَايِيلَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	2585d 2587d 2589d 2591d
---	----------------------------------	---	----------------------------------

سەھىز دىرىۋىان-مەد لىن

إِلَفِهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيفِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ	2594e 2596e 2598e	لِإِلَيْلِفِ قُرِيشٍ فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَلَذا الْبَيْتَ أَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ	2593e 2595e 2597e
--	-------------------------	--	-------------------------

غۇنۇن-غۇن

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ إِنْ شَانِكَ هُوَ الْأَبْرُ وَإِنْهُ وَعَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ	2602f 2604f 2606f 2608f 2610f 2612f	مَلِكُ النَّاسِ ۝ إِلَهُ النَّاسِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبَثُوتِ وَإِنَّهُ وَلِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْرُّجْعَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا ثَحَلَىٰ	2601f 2603f 2605f 2607f 2609f 2611f
--	--	---	--

وَ أَمْرَأَتُهُ وَ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ	2614f	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ	2613f
وَ أَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثَ	2616f	وَ أَمَّا الْسَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ	2615f
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ	2618f	ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ	2617f
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ	2620f	ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْنَّعِيمِ	2619f
وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَ رَآءَ ظَهِيرَهِ	2622f	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَ يَبْيَمِيهِ	2621f
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ	2624f	ثُمَّ الْسَّبِيلَ يَسِّرْهُ	2623f
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ	2626f	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ	2625f

(গুণগুণ-গুণে)(পূর্ণাঙ্গ সঞ্জি সহ)

مِنْ نُطْفَةٍ خَلْقَهُ فَقَدَرَهُ	2632g	فَذُوقُوا فَلَنْ تَرِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا	2631g
مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا ثُمِنَىٰ	2634g	فَذَكِّرْ إِنْ تَفَعَّتْ الْذِكْرَىٰ	2633g
وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا	2636g	بَلَىٰ قَلَدِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَائِهِ	2635g
إِنَّا كُنَّا عَظَامًا تَخْرَةَ	2638g	عَامِلَةُ تَاصِبَةٍ	2637g
وَعَذَبَنَا هَا عَذَابًا ثُكْرًا	2640g	وَ كَانَ رَسُولًا تَبِيَّاً	2639g
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تُبَعِّدُهُ	2642g	أَذْلَكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الْزَّقْوَمِ	2641g
يَوْمَ يَدْعُ الْلَّاعِنَ إِلَىٰ شَيْءٍ ثُكْرٍ	2644g	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعْثَانًا فِي كُلِّ قَرِيَّةٍ تَنْذِيرًا	2643g
فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ	2646g	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ	2645g
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ	2648g	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ	2647g
فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ	2650g	بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ	2649g
وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ	2652g	فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ	2651g
مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ	2654g	فِي صُحْفٍ مُكَرَّمَةٍ	2653g
وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُودَا	2656g	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ	2655g
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ	2658g	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ	2657g
كِتَابٌ مَرْقُومٌ	2660g	رَسُولٌ مِنْ أَلْلَهِ يَتْلُوَا صُحْفًا مُطَهَّرَةً	2659g

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِينِينَ	2662g	ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشَرَةٌ	2661g
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ	2664g	وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ	2663g
أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَهْمُمْ مَبْعُوثُونَ	2666g	إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ	2665g
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ	2668g	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ	2667g

(গুণগুণ-গুণ(আংশিক সঞ্চি সহ)-গুণগুণ(মুগ্ধ নাফস)

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا	2672h	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ	2671h
وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا	2674h	وَعِنَّبًا وَقَضْبًا	2673h
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا	2676h	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوًا وَلَا كَذَابًا	2675h
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًَا	2678h	لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا	2677h
وَوَالدِّرِّ وَمَا وَلَدَ	2680h	وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا	2679h
وَبِرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى	2682h	سَيِّدَكُّرُ مَنْ يَخْشَىٰ	2681h
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَلِيلَةٌ	2684h	يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ	2683h
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجْفَةٌ	2686h	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا	2685h
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ	2688h	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ	2687h

(গুণ-সংগৃতি-গুণগুণসহ-অ্যান্টিফেয়ে)

إِلَّا مَنْ تَوَلَّ إِنَّهَا	2694i	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ	2693i
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ	2696i	وَمَا خَلَقَ الْذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ	2695i
لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ	2698i	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ الْسَّفِينَةِ	2697i
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا	2700i	وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدُهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجزَىٰ	2699i
فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا	2702i	فَأَنْذِرْنَاهُمْ نَارًا تَلْظِي	2701i
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا	2704i	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ	2703i
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَلْفَخَارٍ	2706i	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ	2705i
فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ	2708i	إِذَا الْسَّمَاءُ أُنْشَقَتْ	2707i

أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ	2710i	فَإِذَا فَرَغْتَ فَإِنْصَبْ	2709i
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ	2712i	وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ	2711i
أَنْطَلَقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثٍ شَعْبِ	2714i	هَلَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَقُونَ	2713i
قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَّمَ فَسَوْفَ تُعَذَّبُ	2716i	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَيَّلِ كَيْفَ خَلَقْتُ	2715i
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ	2718i	فَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا	2717i
فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ	2720i	الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ	2719i
فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ	2722i	فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ	2721i
الَّمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى	2724i	تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سَجِيلٍ	2723i
خُلُقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ	2726i	وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا	2725i
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ	2728i	إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا	2727i
وَكُلَّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرَّنَا تَتَبَيِّرَا	2730i	فَيَذْرُهَا قَاعًا صَفَصَفَا	2729i
وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ	2732i	وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّا	2731i

(গুণগুণসহ)-উচ্চন-أَفْلَاب (مع غنة)

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْصُّلْبِ وَالْتَّرَائِبِ	2734j	وَأَمَّا مِنْ بَخِلٍ وَأَسْتَعْنَى	2733j
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ	2736j	إِذْ أَنْبَعْتَ أَشْقَانَهَا	2735j
وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا	2738j	فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبَّا	2737j
السَّمَاءُ مُفَطَّرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا	2740j	وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ	2739j
أَوْلَقَى الْذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا	2742j	فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ	2741j
حِكْمَةٌ بِلْغَةٌ فَمَا ثُغِنَ أَنْذُرُ	2744j	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ	2743j
يَنْبَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ	2746j	أَئِذَا مَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ	2745j
عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ	2748j	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ	2747j

সঞ্চালক-পূর্ণাঙ্গ সঞ্চালক

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ	2752k	أَنْ رَّءَاهُ أَسْتَعْنِي	2751k
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ	2754k	تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ	2753k
نُرُّلَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ	2756k	وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ	2755k
وَيَلٌ لِكُلِّ هُمَزةٍ لَمَزَةٍ	2758k	فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ	2757k
أَيْحُسْبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ وَأَحَدٌ	2760k	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ	2759k
إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ	2762k	أَيْحُسْبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ	2761k
وَتَأْكُلُونَ الْتِرَاثَ أَكَلَّا لَمَّا	2764k	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَأَلْبَدَأَ	2763k
وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى	2766k	مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا تَعْمَلُوكُمْ	2765k
أَنْ أَضْرِبَ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ	2768k	وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا	2767k
وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ	2770k	فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ	2769k
وَذَا الْئُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا	2772k	وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ	2771k
وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا	2774k	وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا	2773k
ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا	2776k	سَأُنْبِئُكَ بِتَأْوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا	2775k
أَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ	2778k	فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنْصُورًا	2777k
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ	2780k	فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَيَّ أَنْ تَزَكَّى	2779k
قَالَ قَدْ أُجِيَّتْ دَعْوَتُكُمَا	2782k	يَا بْنَى آرَكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ	2781k
فَعَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ	2784k	فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا	2783k
أَوْ تَرْكُهُ يَاهْتَذِيْلَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا	2786k	وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ	2785k
وَمَهَدَتْ لَهُ وَتَمَهِيدًا	2788k	وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَا ءَايَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ	2787k
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ	2790k	وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ	2789k
وَقُلْ رَبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ	2792k	أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ	2791k
وَقُلْ رَبِّ أَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا	2794k	فُلْ رَبِّ إِمَّا ثُرِبَنِي مَا يُوَعَدُونَ	2793k

আংশিক সংক্ষিপ্ত আংশিক নাচস

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتَلِنِي	2796m	فَقَالَ أَحْاطْتُ بِمَا لَمْ تُحْطِ بِهِ	2795m
أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ "يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ	2798m	وَمِنْ قَبْلٍ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوْسُفَ	2797m

মোটাকরণ-তেফখিম

মোটাগলার বর্ণ এর উচ্চারণ পর্যবেক্ষণ করে অনুশীলন করুন।

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ	2802n	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْخَنَّارِ	2801n
وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ	2804n	يَوْمَ يُنَفَّخُ فِي الْصُّورِ فَتَثُوَّنَ أَفْوَاجًا	2803n
وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيلٌ إِذَا سَجَىٰ	2806n	وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	2805n
وَالسَّمَاءٌ وَالظَّارِقُ	2808n	لِلْطَّاغِينَ مَهْبَباً	2807n
وَمَا ظَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ	2810n	فَأَنذِرْنِي كُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ	2809n
الَّذِينَ طَعَوا فِي الْبِلْدِ	2812n	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَمُ	2811n
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّاً	2814n	قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ	2813n

তেফখিম-মোটাকরণ এবং চিকনকরণ

বর্ণের মোটাকরণ এবং চিকনকরণ

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ	2816p	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	2815p
رَسُولًا يَتَلَوَّ عَلَيْكُمْ إِعْلَيْتِ الْلَّهِ	2818p	لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ	2817p
قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	2820p	قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ	2819p
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ	2822p	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ	2821p
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتَلَوَّ صُحُفًا مُطَهَّرَةً	2824p	نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ	2823p
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمَيْنَ	2826p	أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى	2825p
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ	2828p	قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا	2827p

গুণগুণ (عَنْهُ) এর মোটাকরণ এবং চিকনকরণ

أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ	2830q	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ	2829q
كَاتِهِ جَمَلَةٌ صُفْرٌ	2832q	وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا	2831q
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ	2834q	وَطَلْحٌ مَنْضُودٌ	2833q
وَكُلًا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ	2836q	تُلْكَ إِذَا قِسْمَةً ضِيزَى	2835q
هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَقُونَ	2838q	لَتَرْكَبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ	2837q
أَلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا	2840q	أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ	2839q
فَلَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ	2842q	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	2841q
أَلَّذِى أَنْفَضَ ظَهِيرَكَ	2844q	فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ	2843q
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ	2846q	فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ	2845q

র বর্ণের মোটাকরণ এবং চিকনকরণ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	2848r	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ	2847r
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ	2850r	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	2849r
يَوْمَ تَرْجُفُ الْرَّاجِفَةُ ۝ تَبَعُهَا الْرَّادِفَةُ	2852r	عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ	2851r
أَلَّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ	2854r	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	2853r
لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ	2856r	وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى	2855r
حَتَّىٰ زِرْئِمُ الْمَقَابِرَ	2858r	فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعاً	2857r
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ	2860r	وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا	2859r
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدَهَانَ	2862r	أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً	2861r
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مَرْصَادًا	2864r	إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ	2863r
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ	2866r	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ	2865r
فَرْعَوْنَ وَثَمُودَ	2868r	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ	2867r

كُلْ شِرْبٍ مُّحْتَضِرٍ	2870r	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	2869r
إِنَّهُ وَ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ	2872r	هَتَّى زُرْئِمُ الْمَقَابِرَ	2871r
فَمَا لَهُ وَ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ	2874q	يَوْمَ تُبَلَّى الْسَّرَّائِرُ	2873r
قُمْ فَانِدِرٌ	2876r	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ	2875r
وَرَبِّكَ فَكِبِيرٌ	2878r	وَثِيَابَكَ فَطَهَرَ	2877r
إِنْ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ	2880r	ذَلِكَ الْغَوْزُ الْكَبِيرُ	2879r
عَلَى الْكَافِرِينَ غَدُورٌ يَسِيرٌ	2882r	فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ	2881r
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ	2884r	وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ	2883r
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ	2886r	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ	2885r
وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ ۝ وَالْأَيَّلِ إِذَا يَسِيرٌ	2888r	وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ	2887r
إِنَّهُ وَ لَكِبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ	2890r	وَمَا أَكْرَهْنَا عَلَيْهِ مِنْ سِحْرٍ	2889r
وَلَقَدْ جَاءَءَالَّفَ شَهْرٍ	2892r	فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ	2891r
وَأَسْلَنَا لَهُ وَ عَيْنَ الْقِطْرِ	2894r	وَالْأَيَّلِ إِذَا يَسِيرٌ	2893r
فَالَّيَّا قَوْمٌ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ	2896r	فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ	2895r

الْفَصْلُ الْثَالِثُ

তৃতীয় অধ্যায়

৩১০০. প্রথম পরিচ্ছেদ

صفاتُ الْحُرُوفِ-বর্ণ বৈশিষ্ট্য

পূর্বের দু'টি অধ্যায়ে বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ এবং পার্শ্ব উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত উচ্চারণ এবং পার্শ্ব উচ্চারণ এ দু'টি দ্বারা মোটামুটিভাবে যথাযথ উচ্চারণ আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু নিখুঁত উচ্চারণের জন্য বর্ণসমূহের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন। আরবি ভাষায় বর্ণসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার সংখ্যা ২২ ধরা হয়। কোন বর্ণই একটি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নয়, প্রতিটি বর্ণে একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে। বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য সহজাত অর্থাৎ বর্ণের সাথে সবসময় থাকে। যেমন উর্ধ্বগমন, অধঃগমন ইত্যাদি যা এ পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। আবার কিছু বৈশিষ্ট্য পার্শ্ব বা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অবস্থাভেদে পরিবর্তিত হয়। যেমন-গুণগুণ, মোটাকরণ-চিকনকরণ যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সহজাত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বর্ণে নিম্ন ৫টি বৈশিষ্ট্য এবং উর্ধ্বে ৭টি পর্যন্ত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে। বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য এককধর্মী অর্থাৎ যার বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নেই। আবার কিছু বৈশিষ্ট্য বিপরীতধর্মী অর্থাৎ একটি আরেকটির বিপরীত। নিখুঁত উচ্চারণের জন্য বর্ণ বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। এ সকল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা দুর্লভ। সাধারণ পাঠকের জন্য অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৩১১০. -এককধর্মী বৈশিষ্ট্য : আরবি ভাষায় কিছু বর্ণের এককধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের কোন বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নেই। কোন বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র একটি বর্ণের বৈশিষ্ট্য যেমন-লম্বায়ন(স্টেটাল)। এটি কেবল ض বর্ণের বৈশিষ্ট্য। আবার কয়েকটি বর্ণের একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন-শিফ(চেফির)। এটি স ও z, ص ও s বর্ণের বৈশিষ্ট্য। এককধর্মী বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ-

৩১১১. -শিষ : সম্মুখ দন্ত ও প্রান্তজিহ্বা দিয়ে বের হওয়া অতিরিক্ত শিষজাতীয় শব্দ বিশেষ।
শিষ(চেফির) এর আওতায় তিনটি বর্ণ যথা(শক্তির ক্রামানুসারে)- ص-z, س-s, ر-r। এর শব্দ মৌমাছির শব্দের মত, س এর শব্দ ফরিডের মত এবং ص এর শব্দ রাজহাঁসের মত।

৩১১২.-আলোড়ন : এ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বর্ণ উচ্চারণে বিশেষ ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয় ফলে বর্ণ উচ্চারণে জোরালো নাড়া বা শ্বাসাঘাত শোনা যায়। আলোড়ন(قلقلة) এর আওতায় ৫টি বর্ণ যথা (শক্তির অভাবসারে) ط, ج, ب-د-ق এবং শক্তির অভাব(قلقلة) এর ৪টি স্তর রয়েছে- ক.প্রবলতম- দ্বিতীয়(شدة) হলে- حَلَاقْ (سُكُون) হলে- حَلَقْ, খ.প্রবলতর-শব্দ শেষে নীরবতা(فَتْحَة) হলে- حَلَقْ (سُكُون) হলে- حَلَقْ। এ তিনটি ক্ষেত্রে আলোড়ন(قلقلة) এর পূর্ণতা থাকে। ঘ.দুর্বল-স্বর(حَرَكَة) যুক্ত হলে- مُتَّقِين (حَرَكَة) এর কেবল গুণটি অবশিষ্ট থাকে। আলোড়ন(قلقلة) সাধারণতঃ আ-স্বর(فَتْحَة) এর অনুগামী থাকে। তবে পূর্ব বর্ণের স্বর(حَرَكَة) এর অনুগামী হিসেবেও উচ্চারিত হয়, যথা- পূর্ব বর্ণে আ-স্বর(فَتْحَة) হলে আ-স্বর(فَتْحَة) এর অনুগামী- যুক্ত বর্ণের পর নীরবতা(سُكُون) যুক্ত ও ই এর আওতাভুক্ত। যেমন- خَوْف, بَيْت (পরিচ্ছেদ ২১৩৫ দ্রষ্টব্য)।

৩১১৩.-সহজ : এতে জিহ্বায় কোন চাপ ছাড়া বর্ণকে সহজে উচ্চারণ করা যায়। আ-স্বর(فَتْحَة) যুক্ত বর্ণের পর নীরবতা(سُكُون) যুক্ত ও ই এর আওতাভুক্ত। যেমন- مَدْ لِين (مَدْ لِين দ্রষ্টব্য)।

৩১১৪.-বিচ্যুতি : বর্ণ উচ্চারণে নিজ উৎপত্তিস্থলের সাথে অন্য বর্ণের উৎপত্তিস্থল সংযুক্ত হওয়া। এর আওতায় দু'টি বর্ণ যথা- ر, এবং ل, l। l বর্ণটি জিহ্বা প্রান্ত বরাবর বিচ্যুত হয়। ر বর্ণটি জিহ্বাপৃষ্ঠ বরাবর বিচ্যুত হয় এবং l এর উৎপত্তিস্থল বরাবর ঝুঁকে পড়ে।

৩১১৫.-পুনরাবৃত্তি : ر বর্ণ উচ্চারণ করতে জিহ্বার অগ্রভাগ প্রকম্পিত হয় এবং বর্ণ উচ্চারণের পুনরাবৃত্তি হয়। দ্বিতীয়(شدة) থাকলে সবচেয়ে বেশি পুনরাবৃত্তি হয়। এ পুনরাবৃত্তি ر বর্ণের একক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু অতিরিক্ত কম্পন বা পুনরাবৃত্তি বর্জনীয়। এটি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জিহ্বাকে উপর তালুতে লাগাতে হয় যাতে জিহ্বাপ্রান্ত অতিরিক্ত প্রকম্পিত না হয়।

৩১১৬.-বিস্তার : ش বর্ণ উচ্চারণে উপর তালু ও জিহ্বার মধ্যবর্তী বায়ু বিস্তার।

৩১১৭.-লম্বায়ন : ض উচ্চারণে জিহ্বার একপার্শ থেকে অপর পার্শ পর্যন্ত শব্দের লম্বায়ন।

৩১১৮. **لُوكানো :** বর্ণ উচ্চারণে শব্দ গুণ্ঠ হওয়া। এর আওতায় ৪টি বর্ণ যথা- ৱ বর্ণটি এবং দীর্ঘায়ন(ম্দ) এর তিনি বর্ণ। ৱ ও ৵।

৩১১৯. **গুনগুন :** এটি ম এবং প বর্ণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হয়। এমতও রয়েছে যে, এ দুটি বর্ণের সাথে সবসময় গুনগুন(গুন্নে) হয়। কখনো বেশি আবার কখনো কম। যেমন- সঞ্চি(ডাঁড়াম) ও দ্বিরুক্তি(শেশ্র) এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল, সংগুণ্ডি(আঁখ্ফাই) এবং উল্টন(আঁকালাব) এর ক্ষেত্রে বেশি, নীরবতা(স্কুন) এর ক্ষেত্রে কম এবং স্বর(হৰ্ক) থাকলে সবচেয়ে কম গুনগুন(গুন্নে) হয়। গুনগুন(গুন্নে) বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে ([পরিচেছে ২১১০ দ্রষ্টব্য](#))।

৩১২০. **বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য :** আরবি ভাষায় কিছু বর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো পরস্পর বিপরীত। এক জোড়া বা গুচ্ছ বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সকল বর্ণ রয়েছে। অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু বর্ণ অন্তর্ভুক্ত হলে তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অবশিষ্ট বর্ণগুলো থাকে।

৩১২১. **উধৰ্বগমন :** এ সকল বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বার বড় একটি অংশ উপরতালু পর্যন্ত ওঠে। উধৰ্বগমন(স্টেইলার) এর আওতায় ৭টি বর্ণ যথা- খ, চ, প, ত, স, স, ম, ক, ফ, শ, ন, র, হ, ল, দ, জ, গ, থ, ত। এ ৪টি বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বার বৃহৎ অংশ, ক এর ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম অংশ এবং খ ও শ এর ক্ষেত্রে জিহ্বার ক্ষুদ্রতম অংশ উপরে ওঠে। এ ৭টি বর্ণ মোটাগলায় উচ্চারিত হয় ([পরিচেছে ২৩১০ দ্রষ্টব্য](#))।

৩১২২. **অধঃগমন :** এটি উধৰ্বগমন(স্টেইলার) এর বিপরীত। এ সকল বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বা মুখের তলদেশের দিকে নিম্নগামী হয়। অধঃগমন(স্টিফাল) এর আওতায় অবশিষ্ট ২৪টি বর্ণ যথা- ব, ম, ক, প, শ, স, র, হ, ন, ল, ফ, ত, দ, জ, গ, থ, ত। এ সকল বর্ণ চিকনগলায় উচ্চারিত হয়। তন্মধ্যে আ-দীর্ঘায়ন(ম্দ), ও, র, ম, বাল্ফ(বাল্ফ), ও, র, এ ও ল বর্ণ এ তিনি ক্ষেত্রবিশেষে মোটাগলায় উচ্চারিত হয় ([পরিচেছে ২৩২০ ও ২৩৩০ দ্রষ্টব্য](#))।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া আরও ৯ ধরনের সহজাত বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য হওয়ায় তা অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা হল। বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য সমূহ ‘ও’ বর্ণ দ্বারা আলাদা করে দেখানো হয়েছে- ১. جَهْرٌ-সরব(উচ্চারণে সরবতা বা প্রাবাল্য) ও حَمْسٌ-অস্ফুট(উচ্চারণে অস্ফুটতা বা হিস্তিসানি), ২. طَبَاقٌ-সংযুক্তি(জিহ্বাকে উপরতালুতে সংযুক্তি করে শব্দ প্রবাহে বাধা) ও آنفَتَاحٍ-উন্মুক্ততা(উপরতালু থেকে জিহ্বা সরানো), ৩. صِمَاتٌ-নিরূতি(উচ্চারণে গুরুত্বাব এবং স্থিতিশীলতা) ও أَذْلَاقٌ-সাবলীল(উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিশীলতা) এবং ৪. شَدَّةٌ-জোর(স্পষ্ট উচ্চারণে শব্দ প্রবাহে ব্যৱাত) ও تَوَسْطٌ-মধ্যম(উচ্চারণে মধ্যপদ্ধতা) ও رَخَاوَةٌ-কোমল(শব্দ প্রবাহে উচ্চারণে অস্ফটতা)। ৫. شِدَّةٌ-জোর এর আওতায় বর্ণ ৮টি আ, ই, উ, ক, এ, কু, উ ও কু। এ সকল বর্ণ নীরবতা(سُكُون) যুক্ত হলে তার উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি সবচেয়ে কম। ৬. شِدَّةٌ-মধ্যম এর আওতায় বর্ণ ৫টি ই, উ, ম, ল, র ও ন এবং নীরবতা(سُكُون) যুক্ত হলে উচ্চারণ দৈর্ঘ্য বা ব্যাপ্তি মধ্যম পর্যায়ের। ৭. شِدَّةٌ-কোমল এর আওতায় বর্ণ সংখ্যা ১৮টি চ, শ, স, র, জ, হ, ত, ধ, খ, প, ফ, হ, গ, ফ, ঘ, পঞ্চ, পঞ্চাত্তম (পরিচ্ছেদ [১৪২০ দ্রষ্টব্য](#))।

৩২০০. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الْوَصْلُ وَ الْوَقْفُ -শব্দ সংযোগ ও বিরতি

বদান্য কোরআন এক নিঃশ্বাসে পাঠ করা যায় না, পাঠমধ্যবর্তী শব্দে বিরতি দিতে হয়। বিরতি দিলে সাধারণতঃ শব্দের শেষ বর্ণের উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়। আবার বিরতি না দিয়ে শব্দ ধারাবাহিক পড়তে থাকলে সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ আরোপিত স্বর(حَرْكَة) অনুযায়ী উচ্চারণ করা হয়। শব্দে থেমে গেলে তাকে বিরতি(وقف) এবং বিরতি না দিয়ে পড়াকে সংযোগ(وصل) বলে। পাঠের সময় বিরতি(وقف) এবং সংযোগ(وصل) এর জন্য উচ্চারণ ব্যতিক্রম হয়।

৩২১০. **الْوَقْفُ -বিরতি :** পড়ার সময় কোন শব্দে থেমে গেলে তাকে বিরতি(وقف) বলে। বিরতি(وقف) এ সাধারণতঃ শ্বাসগ্রহণ পরিমাণ সময় বিরতি দেয়া হয়। কোন শব্দে থামলে বা বিরতি দিলে তার শেষ বর্ণের উচ্চারণে ব্যতিক্রম হয়। কোন শব্দে থামলে শেষ বর্ণে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে উচ্চারণ ব্যতিক্রম হয়-

১. آ-ن-ত্ব(نُونِينِ بِالْفَتْحَةِ) থাকলে তা রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সাধারণ آ-দীর্ঘায়ন(مَدْ بِالْأَلْفِ) (মَدْ بِالْأَلْفِ) হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমন- صَغِيرًا شব্দে বিৱতি দিলে এর উচ্চারণ হবে (صَغِيرًا) (পরিচ্ছেদ ২১২৩ ও ৮৫৫০ দ্রষ্টব্য) كِرَامًا، حِسَابًا، وَجِيهًا।
২. যে প্রকারের দীর্ঘায়ন(مَدْ) থাকুক না কেন তা সাধারণ দীর্ঘায়ন(مَدْ أَصْلِي) এর ব্যাপ্তির ২ গুণ) হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমন- وَجَاؤْ وَأَبَاهُمْ শব্দে থামলে তবে অংশের দীর্ঘায়ন(مَدْ) অতিরিক্ত না হয়ে স্বাভাবিক দীর্ঘায়ন(مَدْ أَصْلِي) হিসেবে উচ্চারিত হবে এবং শব্দটির উচ্চারণ হবে ওَجَاؤْ।
৩. বর্জিত বর্ণ হলে তা সাধারণতঃ উচ্চারিত হয় না এবং পূর্ববর্তী মূল বর্ণে নীরবতা(سُكُون) আরোপিত হয়। এর ইন্হে কান শব্দে থামলে তবে উ-দীর্ঘায়ন(مَدْ بِالْوَاءِ) বর্জিত হবে এবং তা পড়তে হবে। ব্যতিক্রম- شব্দে বর্জিত ই উচ্চারণ করা যেতে পারে (পরিচ্ছেদ ৩৩২০, ৩৩৩০ ও ৮৫৪০ দ্রষ্টব্য)।
৪. د্বিরঞ্জিত(شَدَّة) থাকলে তবে তা অনুভূত হয়। قَوْيٰ حَسِّي، قَوْيٰ حَسِّي
৫. د্বিরঞ্জিত(شَدَّة) যুক্ত আলোড়ন (قلقلة) বর্ণ থাকলে জোরালো নাড়া বা আলোড়ন (قلقلة) অনুভূত হয়।
৬. د্বিরঞ্জিত(شَدَّة) যুক্ত ন বা ম বর্ণ থাকলে গুনগুন(غُنَّة) অনুভূত হয়। مَنْ عَمَّ
৭. بদ্ধ-ত(الْتَاءُ الْمَرْبُوطَةُ) থাকলে তা 'ه' হিসেবে উচ্চারিত হয় (পরিচ্ছেদ ১৪৮০ এবং ৮৫৫০ দ্রষ্টব্য)। যেমন- كِسْوَةِ শব্দে বিৱতি দিলে তা উচ্চারিত হবে।
৮. آن্য কোন স্বর(حَرَكَة) থাকলে নীরবতা(سُكُون) আরোপিত হয়। যেমন- غَرَابِ এবং كِتابِ এবং بَرَرْ এ তিনটি শব্দে বিৱতি দিলে উচ্চারণ হবে যথাক্রমে।
৯. دُوْটি শব্দের মধ্যবর্তী যদি অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন(مَدْ زَائِد)، গুনগুন(غُنَّة)، সঞ্চি(اُدْغَام)، সংগৃহণ(اُخْفَاء)، উল্টন(اُفْلَاب)، পরিস্কৃতন(تَفْخِيم)، মোটাকরণ(اُظْهَار) বা চিকনকরণ(تَرْقِيق) থাকে তবে বিৱতি দেয়ার জন্য তা বর্জিত হয়। যেমন- منْ بَعْدِ منْ এর শব্দে বিৱতি দিলে তবে তা উচ্চারিত হবে।

১০. বিরতি দেয়ার পর পরবর্তী শব্দের শুরুতে যদি দ্বিরুক্তি(شَدَّة) থাকে তবে সে দ্বিরুক্তি(شَدَّة) বর্জিত হয় এবং কেবল স্বর(حَرْكَة) টি উচ্চারিত হয়। مَاءٌ من مَاءٍ এর শব্দে বিরতি দিলে পরবর্তী শব্দ مَاءٌ উচ্চারিত হবে।

৩২২০. شَدَّةٌ-الْوَصْلُ-শব্দ সংযোগ : শব্দ ধারাবাহিক পড়তে থাকলে এবং মধ্যবর্তী বিরতি না দিলে তথা দুটি শব্দের মধ্যে না থামলে তাকে সংযোগ(وَصْل) বলে। শব্দ সংযোগ হলে আরোপিত স্বর(حَرْكَة) এর উচ্চারণ হয়। সংযোগ বা সংযোগকৃত দুটি শব্দের মধ্যে সংযোগ চালনা(هَمْزَةُ وَصْل)، অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন(مَد) (zَائِدَ)، গুণগুণ(غُنَّة)، সঞ্চি(أَدْغَام)، সংগৃষ্ণি(أَخْفَاء)، উল্টন(أَقْلَاب)، পরিস্ফুটন(أَظْهَار)، মোটাকরণ(تَفْخِيم) বা চিকনকরণ(تَرْقِيق) এর শর্তাদি পূরণ হলে তা আরোপিত হয়।

৩৩০০. تَّقْدِيرُ الْمَحْدُوفَةِ : الْحُرُوفُ الْমَحْدُوفَةُ - বর্জিত বর্ণাদি

বদান্য কোরআনে কিছু বর্ণ রয়েছে যে গুলো উচ্চারিত হলেও লিখার সময় বাদ পড়েছে। এ সকল বর্ণ ছোট আকারে সংযোজন করা হয়েছে। কিছু বর্ণ রয়েছে যে গুলো শব্দ সংযোগে বা বিরতিতে উচ্চারিত হয় না। এ বর্ণ কখনো উচ্চারিত হয় আবার কখনো উচ্চারিত হয় না। আবার কিছু বর্ণ রয়েছে যেগুলো লিখা থাকলেও উচ্চারিত হয় না। এ সকল বর্ণ বিশেষ উপায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে তার বর্ণনা দেয়া হল-

৩৩১০. حُوَّا-أَلْأَلْفُ الْقَصِيرُ-আ : এ বর্ণটি শব্দে দীর্ঘায়ন(مَد) হিসেবে থাকে এবং তা ছোট আলিফ '، চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। চিরায়ত আরবি ভাষায় শব্দের মধ্যবর্তী আ-দীর্ঘায়ন(أ-دীর্ঘায়ন) থাকলে তা সাধারণতঃ লিখা হতো না। এ থেকে এটির উৎপত্তি। এ দীর্ঘায়ন(مَد) বর্ণ সবসময় আ-দীর্ঘায়ন(أ-دীর্ঘায়ন) হিসেবে উচ্চারিত হয়, বিরতিতে এর পরিবর্তন হয় না।

لَكِنْ، ذَلِكَ، مَلِكٌ، عَلَىٰ، إِلَىٰ

৩৩২০. حَذْفُ مَدْ وَأَوْ يَاءٍ-بَرْجِيْتُ উ এবং ই দীর্ঘায়ন : বর্জিত উ এবং ই দীর্ঘায়ন র বর্ণের দীর্ঘায়ন(ম)। এ দুটি দীর্ঘায়ন(ম) যথাক্রমে , এবং ـ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় । এ দুটি বর্জিত দীর্ঘায়ন(ম) বর্ণ শব্দের শেষে বা শব্দের মধ্যে থাকতে পারে । শব্দের মধ্যবর্তী এ দুটি দীর্ঘায়ন(ম) সবসময় উচ্চারিত হয় । কিন্তু শব্দের শেষে থাকলে তবে শব্দে বিরতি দিলে তা উচ্চারিত হয় না এবং পূর্ব বর্ণে বিরতি দিতে হয় (পরিচ্ছেদ [৩২১০](#) ও [৪৫৪০](#) দ্রষ্টব্য) **يَلُونَ، إِلَّفِهِمْ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، إِنَّهُ كَانَ**

৩৩৩০. حَذْفُ أَلْيَاءٍ-بَرْجِيْত ই যা ‘ـ’ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় । এ বর্জিত ই শব্দের শেষে থাকে । শব্দে বিরতি না দিলে তা সাধারণ ই হিসেবে উচ্চারিত হয় । কিন্তু শব্দে বিরতি দিলে তা দু’ ভাবে উচ্চারিত হতে পারে, যথা ই বর্জিত হয় তখা উচ্চারিত হয় না এবং পূর্বের বর্ণে নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয় অথবা সাধারণ ই হিসেবে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ই বর্ণে নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয় যথা-**إِنَّ** এ শব্দে বিরতি দিলে তা **إِنِّي** বা **إِنِّي** উভয়ভাবে উচ্চারিত হতে পারে (পরিচ্ছেদ [৪৫৪০](#) দ্রষ্টব্য) ।

৩৩৪০. حَذْفُ الْنُّونِ-بَرْজِيْত ন : এটি লিখার সময় বাদ পড়া ন । এক্ষেত্রে উ স্বাভাবিক ভাবে নীরবতা(সুকুন) যুক্ত হিসেবে উচ্চারিত হয় । **نِجِي**

৩৩৫০. حَرْفُ زَائِدٍ-অতিরিক্ত বর্ণ : বদান্য কোরআনে কিছু বর্ণ রয়েছে যেগুলো অতিরিক্ত । এ সকল বর্ণ কেবল লিখা থাকে কিন্তু উচ্চারিত হয় না । বর্ণটি যে অতিরিক্ত তা বোঝানোর জন্য বর্ণের উপর একটি বৃত্ত ‘ ’ চিহ্ন দেয়া হয় । যেমন-**جَعَلُوا، فَعَلُوا، أُولَئِكَ، قَوَارِيرًا** । মানে শব্দের উচ্চারণ ‘ ’ চিহ্ন দেয়া হয় ।

৩৩৬০. حَذْفُ مَدْ بِالْأَلْفِ-بَرْজিত আ-দীর্ঘায়ন : সংযোগে বর্জিত আ-দীর্ঘায়ন(ম) কিছু শব্দ শেষে এমন আ-দীর্ঘায়ন(ম) রয়েছে যা শব্দে বিরতি না দিয়ে পরবর্তী শব্দ সহযোগে পড়া হলে তথা সংযোগ(وصل) করা হলে আ-দীর্ঘায়ন(ম) বর্জিত হয় এবং শেষ বর্ণটি কেবল আ-স্বর(فتحة) যুক্ত বর্ণ হিসেবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু সংযোগ(وصل) না করে শব্দে বিরতি না দিলে তা আ-দীর্ঘায়ন(ম) হিসেবে উচ্চারিত হয় । এটি বোঝানোর জন্য অল্ফ বর্ণের উপর একটি উপবৃত্ত ‘ ’ চিহ্ন দেয়া হয় । যেমন-**لَكِنْ هُوَ لَكَنْ** এর লকন্তা শব্দে বিরতি দিলে তবে উচ্চারণ হবে লকন্তা কিন্তু বিরতি না দিলে উচ্চারণ হবে লকন্তা হু

أَنَا أُبَيْكُمْ، بِاللَّهِ أَظْنَوْنَا، وَأَطْعَنَا أَرْسُولًا، فَأَضَلُّوْنَا أَسْبِيلًا

3800. চতুর্থ পরিচ্ছেদ**النُّطْقُ الْمُتَخَصِّصَةُ-বিশেষায়িত উচ্চারণ**

বদান্য কোরআনে কিছু শব্দ বা নিয়ম রয়েছে যেগুলোর উচ্চারণ সাধারণ নিয়মের আওতায় পড়ে না। কোনটি আবার বিভিন্ন কোরআন পাঠকারীর বর্ণনা অনুযায়ী চলে এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সকল উচ্চারণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, কোনটি আবার অপ্রচলিত।

3810. سَهْجٌ-الْهَمْزَةُ الْمُسَهَّلَةُ : দু'টি চালনা : (হেম্জে) বা চালনা(হেম্জে) এবং **أَلْفٌ** বর্ণ একত্রিত হলে তবে চালনা(হেম্জে)কে আ-স্বর(فَتحَة) এর ক্ষেত্রে ৰ ও ।, উ-স্বর(ضَمَّة) এর ক্ষেত্রে ৰ ও ৰ এবং ই-স্বর(كَسْرَة) এর ক্ষেত্রে ৰ ও ৰ বর্ণের মাঝামাঝি উচ্চারণ করা হয়। (أَعْجَمِيٌّ، أَءِنَّكَ، أُئْنِزِلَ

3820. هَلَّوَانُوا-আ : এতে **أَلْأَلْفُ الْمُمَالَةُ** এবং বর্ণটি বর্ণে ঝুঁকে পড়ে এবং তা ‘এ’ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। বদান্য কোরআনে একটি মাত্র উদাহরণ রয়েছে- **مَجْرِبَهَا**

3830. الصَّادُ الْسِّينِيَّةُ-কৃত : এতে চ বর্ণে ছোট আকারের চিহ্ন ‘^۳’ দেয়া হয়। এর দু'টি নিয়ম রয়েছে। ‘^۳’ চিহ্নটি চ বর্ণের উপর আরোপিত হলে তবে সে চকে হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। আবার ‘^۳’ চিহ্নটি চ বর্ণের নিচে আরোপিত হলে তবে সে চকে হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। ব্যতিক্রম-অধিক প্রচলিত **بَصَطَة، يَصْطُطُ : الْمُصَيْطِرُونَ، بِمُصَيْطِرِ**

3840. نِسْكَةٌ-স্কেট : বদান্য কোরআন পাঠের সময় কিছু শব্দ উচ্চারণের পরে স্বর(হ্রকা) এর দ্বিগুণ পরিমাণ সময় নিশুল্প থাকতে হয়। একে **নিস্কৃতা**(سَكْتَة) বলে। একে চিহ্নিত করার জন্য শব্দ শেষে ‘^۳’ চিহ্ন দেয়া হয়। বদান্য কোরআনের নিম্নে বর্ণিত ৫টি আয়াত এবং আনফাল পালা(সুরা আল-আনফাল) ও তওবা পালা(সুরা আল-তৌবা) এর মধ্যবর্তী মোট ৬টি স্থানে নিস্কৃতা(স্কেট) আরোপিত হয় (পরিচ্ছেদ [৪৩৩৪](#) দ্রষ্টব্য)।

١. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ (الْمُطَفِّفِينَ-١٤)
٢. وَقَلَّ مَنْ رَاقِرٌ (الْقَيَامَةَ-٢٧)
٣. مَا أَعْنَى عَنِي مَالِيَهُ (٢٨) هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيهُ (٢٩) (الْحَاقَةَ-٢٩)
٤. قَالُوا يُوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذِهِ مَا وَعَدَ الْرَّحْمَنُ (يَسِ-٥٢)
٥. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وِعَاجًا (الْكَهْفَ-١)

পরিচ্ছেদ-৩৪৩০ এবং পরিচ্ছেদ-৩৪৪০ নিষ্ঠার স্বরের চিহ্ন হচ্ছে ‘‘’। দুটির পার্থক্য হচ্ছে এর ক্ষেত্রে কেবল শব্দের মধ্যবর্তী চ বর্ণের উপরে বা নিচে ‘‘’ চিহ্ন থাকে। নিষ্ঠার এর ক্ষেত্রে কেবল শব্দ শেষে ‘‘’ চিহ্ন থাকে।

৩৪৫০. رَوْم-الْرَّوْم : পরিভাষা মতে বর্ণকে হালকাভাবে উচ্চারণ করা যাতে কেবল কাছের লোক শুনতে পায়। আবার কেউ কেউ স্বর(حر) এর তিনভাগের একভাগ উচ্চারণ করাকে বুবিয়েছেন যাতে কেবল নিকটজন শুনতে পায়। শেষ বর্ণে উ-স্বর(ضمة) অথবা ই-স্বর(كسرة) থাকলে তবে সে শব্দে বিরতি দিলে শ্রোতাকে এ স্বর(حر) বোঝানোর জন্য রোক(رَوْم) আরোপ করা যায় (পরিচ্ছেদ [৪৫২০](#) দ্রষ্টব্য)। শব্দের মধ্যবর্তী কেবল একটি স্থানে রোক(رَوْম) আছে যথা- تَأْمَنَّا- (রোম-يুসুফ) [১১](#)। মূল শব্দটি হচ্ছে تَأْمَنَّا। এ ক্ষেত্রে প্রথম ‘ন’টি উ-স্বর(ضمة) সহকারে তিন ভাগের একভাগ উচ্চারিত হয়ে দ্বিতীয় ন এর সাথে সংযোগ(آدغام) হয়।

৩৪৬০. فُوك-أَشْمَام : পরিভাষা মতে বর্ণে নীরবতা(سُكُون) আরোপ করে সাথে সাথে ঠোঁট দুটিকে উ-স্বর(ضمة) উচ্চারণের মত বৃত্তাকার করা। এ বৃত্তাকারকৃত ঠোঁটের মধ্যবর্তী একটু ফাঁকা জায়গা থাকে। ফুক এর ফলে কোন শব্দ বের হয় না কেবল ঠোঁটের ভঙ্গি দেখা যায়। শেষ বর্ণে কেবলমাত্র উ-স্বর(ضمة) থাকলে তবে শব্দে বিরতি দিলে শ্রোতাকে এ উ-স্বর(ضمة) বোঝানোর জন্য ফুক(أَشْمَام) আরোপ করা যায় (পরিচ্ছেদ [৪৫৩০](#) দ্রষ্টব্য)। শব্দের মধ্যবর্তী কেবল একটি স্থানে ফুক(أَشْمَام) রয়েছে- تَأْمَنَّا-। শব্দটি ফুক(أَشْمَام) হিসেবেও পড়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথম ন এ নীরবতা(سُكُون) আরোপ করে সাথে সাথে ঠোঁট দুটিকে বৃত্তাকার আকৃতি দিয়ে দ্বিতীয় ন উচ্চারণ করা হয়।

৩৪৭০. **سُكُون**-একত্রিত নীরবতা : বদান্য কোরআনে অনেক সময় দু'টি নীরবতা(**سُكُون**) একত্রিত হয়ে যায়। শব্দের শেষে দু'টি নীরবতা(**সুকুন**) একত্রিত হলে তবে নীরবতা(**সুকুন**) দু'টিই উচ্চারিত হয়। সাধারণতঃ শব্দে বিরতি দিলে এমন হয়। যেমন- **الْقَدْرُ, حُسْرٌ, بِالصَّبْرِ**, ইত্যাদি। কিন্তু একই শব্দ বা দু'টি শব্দের মধ্যবর্তী দু'টি নীরবতা(**সুকুন**) একত্রিত হলে তবে উচ্চারণের বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হয়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো-

৩৪৭১. একই শব্দের মধ্যে : দীর্ঘায়ন(মর্দ) বর্ণে নীরবতা(**সুকুন**) থাকে (তবে নীরবতা-**সুকুন**-এর চিহ্ন সাধারণতঃ দেয়া হয় না)। একই শব্দে নীরবতা(**সুকুন**) যুক্ত দীর্ঘায়ন(মর্দ) এর পরে নীরবতা(**সুকুন**) যুক্ত বর্ণ থাকলে তবে সেক্ষেত্রে দীর্ঘায়ন(মর্দ)কে স্বর(হর্কা) এর ৬ গুণ দীর্ঘায়িত করা হয়, যেমন- **أَلْحَاقَةُ, لَازِمٌ** (পরিচ্ছেদ ২১৩৩- দ্রষ্টব্য)। নীরবতা(**সুকুন**) যুক্ত সহজ বর্ণ যথা- **هَرْفُ لِينٍ** এবং এর পূর্বের বর্ণ আ-স্বর(ফত্তে) যুক্ত হলে অথবা সাধারণ দীর্ঘায়ন(মর্দ) এ দু'টির পরে একটিমাত্র স্বর(হর্কা) যুক্ত বর্ণ থাকলে এবং এরপে শব্দে বিরতি দিলে বিরতির জন্য শেষ বর্ণে নীরবতা(**সুকুন**) আরোপিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে সহজ বর্ণ বা দীর্ঘায়ন(মর্দ)কে স্বর(হর্কা) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ পরিমাণ অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করা যায়(পরিচ্ছেদ ২১৩৪- এবং **مَدْ لِينٍ**- দ্রষ্টব্য)।

৩৪৭২. দু'টি শব্দের মধ্যবর্তী : আরবি ভাষায় নীরবতা(**সুকুন**) দিয়ে কোন শব্দ শুরু হয় না। কোন শব্দের প্রথমে নীরব বর্ণ (**هَرْفُ سَاكِنٍ**) থাকলে তবে সে শব্দের পূর্বে সংযোগ চালনা(**হেম্জَةُ وَصْلٌ**) বসে। ফলে দু'টি শব্দের মধ্যবর্তী দু'টি নীরবতা(**সুকুন**) একত্রিত হলে স্বভাবতঃ দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে সংযোগ চালনা(**হেম্জَةُ وَصْلٌ**) থাকে। এরপক্ষে নিম্নে বর্ণিত উচ্চারণ ব্যতিক্রম হয়-

১. প্রথম শব্দের শেষে দীর্ঘায়ন(মর্দ) থাকলে তবে দীর্ঘায়ন(মর্দ) এবং সংযোগ চালনা(**হেম্জَةُ وَصْلٌ**) উভয়ের উচ্চারণ বিলুপ্তি ঘটে। এ ক্ষেত্রে প্রথম শব্দের শেষ বর্ণটি দীর্ঘায়ন(মর্দ) ব্যতীত কেবল স্বর(হর্কা) যুক্ত হিসেবে উচ্চারিত হয়ে দ্বিতীয় শব্দের নীরবতা(**সুকুন**) যুক্ত বর্ণের সাথে উচ্চারণ সংযোগ ঘটে (পরিচ্ছেদ ১৪৬২- **হেম্জَةُ وَصْلٌ**- দ্রষ্টব্য)। যেমন- **إِذْسَمَاءُ إِذْسَمَاءُ** এবং **إِذْسَقَ إِذْسَقَ** এবং উচ্চারণ যথাক্রমে

২. প্রথম শব্দের শেষে ন-ত্ব(ন্তুইন) থাকলে তবে ন-এর এর উপর ই-স্বর(ক্সর) আরোপিত হয়। এবং **عَلَقَنْقِرًا** এবং **يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ** আরোপিত হয়। (ক্সর) এবং **يَوْمَئِذِ الْحَقُّ**।

৩. প্রথম শব্দের শেষে অন্য কোন বর্ণে নীরবতা(সুকুন) থাকলে তবে সে নীরবতা(সুকুন) পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং স্বর(ক্সর) আরোপিত হয়। ফলে বদান্য কোরআনে সংযোগ চালনা এর পূর্বে দীর্ঘায়ন(মদ) এবং ন-ত্ব(ন্তুইন) ব্যতীত নীরবতা(সুকুন) এবং **هَمْزَةُ وَصْلٍ** যুক্ত অন্য কোন বর্ণ নেই। যেমন- **بَلْ** অব্যয়ের শেষে সর্বদা নীরবতা(সুকুন) থাকে। **كَسْرَةُ الْدِينِ** কিন্তু শব্দের পূর্বে বসার জন্য **ل** বর্ণের নীরবতা(সুকুন) টি ই-স্বর(ক্সর) এ রূপান্তরিত হয়। একইভাবে এবং **هُمْ** মিলে **أَلَّذِينَ** এবং **مِنْ** **أَلَّذِينَ**- একইভাবে এবং **أَلَّذِينَ** মিলে **أَلَّذِينَ** ইত্যাদি (পরিচ্ছেদ [১৪৬২ দ্রষ্টব্য](#))।

৩৫০০. পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সারসংক্ষেপ-খালাচَة

১. বর্ণ বৈশিষ্ট্য- আরবি ভাষায় বর্ণ সমূহের ২২ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিছু বৈশিষ্ট্য এককধর্মী আবার কিছু বৈশিষ্ট্য বিপরীতধর্মী। কিছু আছে সহজাত যা সব সময় বর্ণের সাথে থাকে, আবার কিছু আছে অস্থায়ী যা অবস্থা ভেদে পরিবর্তিত হয়।

এককধর্মী বৈশিষ্ট্য									বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য					হ্রফ			
স্ফীর	قلْقَلَة	لِين	أَنْجِراف	تَكْرِير	تَفْشِي	أُسْتَطَالَة	خِفَاء	غُنَّة	شَدَّة	تَوْسُّط	أَصْمَات	أَنْفَاتِح	جَهْر	هَمْس	أَسْتَعْلَاء		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شَدَّة	تَوْسُّط	أَصْمَات	أَنْفَاتِح	جَهْر	هَمْس	أَسْتَفَال	أ	
-	قلْقَلَة	-	-	-	-	-	-	-	شَدَّة	شَدَّة	أَذْلَاق	أَنْفَاتِح	جَهْر	هَمْس	أَسْتَفَال	ب	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شَدَّة	شَدَّة	أَصْمَات	أَنْفَاتِح	هَمْس	أَسْتَفَال	ت		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَة	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَنْفَاتِح	هَمْس	أَسْتَفَال	ث		
-	قلْقَلَة	-	-	-	-	-	-	-	شَدَّة	شَدَّة	أَصْمَات	أَنْفَاتِح	جَهْر	هَمْس	أَسْتَفَال	ج	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَة	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَنْفَاتِح	هَمْس	أَسْتَفَال	ح		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَة	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَنْفَاتِح	هَمْس	أَسْتَعْلَاء	خ		
-	قلْقَلَة	-	-	-	-	-	-	-	شَدَّة	شَدَّة	أَصْمَات	أَنْفَاتِح	جَهْر	هَمْس	أَسْتَفَال	د	

এককধর্মী বৈশিষ্ট্য									বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য					হ্ৰফ
চৰিৰ	قلقّة	لِين	أَنْحرَافٌ	تَكْرِيرٌ	تَفْشِيٌّ	أُسْتَطَالَةٌ	خَفَاءٌ	غُنَّةٌ	شَدَّةٌ تَوْسُّطٌ رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ أَذْلَاقٌ	أَنْفَاتَاحٌ أَطْبَاقٌ	جَهْرٌ هَمْسٌ	أَسْتَعْلَاءٌ أَسْتِفَالٌ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ	أَنْفَاتَاحٌ	جَهْرٌ	أَسْتِفَالٌ	ذ
-	-	-	أَنْحرَافٌ	تَكْرِيرٌ	-	-	-	-	تَوْسُّطٌ	أَذْلَاقٌ	أَنْفَاتَاحٌ	جَهْرٌ	أَسْتِفَالٌ	ر
চৰিৰ	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ	أَنْفَاتَاحٌ	جَهْرٌ	أَسْتِفَالٌ	ز
চৰিৰ	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ	أَنْفَاتَاحٌ	هَمْسٌ	أَسْتِفَالٌ	س
-	-	-	-	-	تَفْشِيٌّ	-	-	-	رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ	أَنْفَاتَاحٌ	هَمْسٌ	أَسْتِفَالٌ	ش
চৰিৰ	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ	أَطْبَاقٌ	هَمْسٌ	أَسْتَعْلَاءٌ	ص
-	-	-	-	-	-	أُسْتَطَالَةٌ	-	-	رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ	أَطْبَاقٌ	جَهْرٌ	أَسْتَعْلَاءٌ	ض
-	قلقّة	-	-	-	-	-	-	-	شَدَّةٌ	أَصْمَاتٌ	أَطْبَاقٌ	جَهْرٌ	أَسْتَعْلَاءٌ	ط
-	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ	أَطْبَاقٌ	جَهْرٌ	أَسْتَعْلَاءٌ	ظ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تَوْسُّطٌ	أَصْمَاتٌ	أَنْفَاتَاحٌ	جَهْرٌ	أَسْتِفَالٌ	ع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَةٌ	أَصْمَاتٌ	أَنْفَاتَاحٌ	جَهْرٌ	أَسْتَعْلَاءٌ	غ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	أَذْلَاقٌ	أَنْفَاتَاحٌ	هَمْسٌ	أَسْتِفَالٌ	ف	ف
-	قلقّة	-	-	-	-	-	-	-	شَدَّةٌ	أَصْمَاتٌ	أَنْفَاتَاحٌ	جَهْرٌ	أَسْتَعْلَاءٌ	ق

এককধর্মী বৈশিষ্ট্য									বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য					র'ف		
صَفِير	قَلْقَة	لِين	أَنْجِراف	تَكْرِير	نَفْسِي	أُسْطَطَالَة	خَفَاء	غُنَّة	شَدَّة تَوْسُّط رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	أَطْبَاق	جَهْر	هَمْس	أَسْتَعْلَاء أَسْتَفَال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شَدَّة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	هَمْس	أَسْتَفَال	ك	
-	-	-	أَنْجِراف	-	-	-	-	-	تَوْسُّط	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	ل		
-	-	-	-	-	-	-	-	غُنَّة	تَوْسُّط	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	م		
-	-	-	-	-	-	-	-	غُنَّة	تَوْسُّط	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	ن		
-	-	-	-	-	-	-	خَفَاء	-	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	هَمْس	أَسْتَفَال	ه	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	و	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	ى	
-	-	-	-	-	-	-	خَفَاء	-	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	مدا	
-	-	-	-	-	-	-	خَفَاء	-	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	مدو	
-	-	-	-	-	-	-	خَفَاء	-	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	مدى	
-	-	لِين	-	-	-	-	-	-	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	ولين	
-	-	لِين	-	-	-	-	خَفَاء	-	رَخَاوَة	أَصْمَات	أَذْلَاق	أَنْفَاتَاح	جَهْر	أَسْتَفَال	ي لين	

২. ب, ج, د, ص, س, ز, ق, ط ও উচ্চারণে শ্বাসাঘাট বা জোড়ালো নাড়াকে আলোড়ন(قلقلة); বিশেষ অবস্থায় নীরব(سـاـكـن) ও এ উচ্চারণে সহজে উচ্চারণ করাকে সহজ(لـيـن); র ও ل উচ্চারণে নিজ উৎপত্তিস্থল অন্য বর্ণের উৎপত্তিস্থলের দিকে ঝুঁকে পড়াকে বিচুতি(تـكـرـير); ر বর্ণ উচ্চারণে অতিরিক্ত কম্পনকে পুনরাবৃত্তি(تـكـرـير); ش বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বা ও তালুর মধ্যবর্তী বায়ু বিস্তৃতিকে বিস্তার(فـسـهـيـ); ض বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বার একপাশ থেকে অন্য পাশে বায়ু বিস্তারকে লম্বায়ন(سـطـالـة) এবং ه ও তিন দীর্ঘায়ন(مـد) বর্ণ উচ্চারণে শব্দ গুণ্ঠ হওয়াকে লুকানো(خـفـاء) বলে।

৩. পাঠমধ্যবর্তী কোন শব্দে থামলে তাকে বিরতি(وقف) বলে। এটি সাধারণতঃ শ্বাসগ্রহণ পরিমাণ দীর্ঘ হয়।

শব্দে বিরতি দিলে তবে শব্দের শেষ বর্ণে-

ক. آ-ن-بـ (نـوـيـنـ بـالـفـتـحـةـ) থাকলে তা آ-দীর্ঘায়ন(مـدـ بـالـأـلـفـ) এ রূপান্তরিত হয়।

খ. دـيـرـحـাযـنـ (مـدـ) সমূহ সাধারণ দীর্ঘায়ন(مـدـ) হিসেবে উচ্চারিত হয়।

গ. دـিـرـحـ (شـدـهـ) এবং دـিـرـحـ (شـدـهـ) যুক্ত আলোড়ন(قلـلـة) বা গুনগুন(غـنـةـ) থাকলে তা অনুভূত হয়।

ঘ. অন্যান্য ক্ষেত্রে নীরবতা(سـكـونـ) আরোপিত হয়।

ঙ. দু'টি শব্দের মধ্যবর্তী অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন(مـدـ زـائـدـ), গুনগুন(غـنـةـ), সঞ্চি(أـدـغـامـ), সংগৃহণ(أـخـفـاءـ), উল্টন(قـلـابـ), পরিস্কৃতন(ظـهـارـ), মোটাকরণ(فـخـيمـ) বা চিকনকরণ(تـرـقـيقـ) থাকলে তা বর্জিত হয়।

চ. শব্দের শেষে বর্জিত বর্ণ থাকলে সাধারণতঃ তা বর্জিত হয় এবং বর্জিত বর্ণের পূর্বের বর্ণে নীরবতা(سـكـونـ) আরোপিত হয়।

৪. দু'টি শব্দের মধ্যে না থেমে পাঠ অব্যাহত রাখাকে সংযোগ(وصل) বলে। শব্দ সংযোগের ক্ষেত্রে সংযোগ চালনা(هـمـزـةـ)، অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন(مـدـ زـائـدـ)، গুনগুন(غـنـةـ)، সঞ্চি(أـدـغـامـ)، সংগৃহণ(أـخـفـاءـ), উল্টন(قـلـابـ), পরিস্কৃতন(ظـهـارـ), মোটাকরণ(فـخـيمـ) বা চিকনকরণ(تـرـقـيقـ) এর শর্তাদি পূরণ হলে তা আরোপিত হয়।

৫. দু'টি চালনা(هـمـزـةـ) বা চালনা(هـمـزـةـ) ও أـلـفـ বর্ণ একত্রিত হলে তবে আরোপিত স্বর(حرـكـةـ) অনুযায়ী চালনা(هـمـزـةـ مـسـهـلـةـ) বলে।

৬. বদান্য কোরআনের **مَدْ بِالْأَلْفِ** (‘এ-কার’ ধ্বনিতে উচ্চারণ করাকে হেলানো-আ(ألف مُمَالَة) বলে।

৭. শব্দের মধ্যবর্তী চ বর্ণের উপর ‘^و’ চিহ্ন থাকলে তবে চ বর্ণকে স হিসেবে এবং নিচে ‘^و’ চিহ্ন থাকলে সাধারণতঃ চ হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। একে স্কৃত (সাদী সিনিয়েট) চ বলে।

৮. শব্দের শেষে শব্দের উপর ‘^و’ চিহ্ন থাকলে তবে শব্দ শেষে স্বর(হ্রক) এর ব্যাপ্তির দ্বিতীয় পরিমাণ সময় নিশ্চুপ থাকতে হয় যাকে নিষ্ঠুরতা(স্কেট) বলে।

৯. শব্দের শেষে শব্দের উপর ‘^و’ চিহ্ন থাকলে তবে শব্দ শেষে স্বর(হ্রক) এর ব্যাপ্তির দ্বিতীয় পরিমাণ সময় নিশ্চুপ থাকতে হয় যাকে নিষ্ঠুরতা(স্কেট) বলে।

১০. **أَلْرَوْم**-বোঁক : উ-স্বর(ضَمَّة) অথবা ই-স্বর(سَرْة) যুক্ত বর্ণে বিরতি দিলে নিকটবর্তী শ্রোতাকে বর্ণের এ স্বর(হ্রক) বোঁানোর জন্য তিনভাগের একভাগ উচ্চারণ করা।

১১. দুঁটি নীরবতা(স্কুন) একত্রিত হলে তবে একই শব্দের শেষে সাধারণ বর্ণে হলে দুঁটি নীরবতা(স্কুন) ই উচ্চারিত হয়। একই শব্দের মধ্যে নীরবতা(স্কুন) যুক্ত দীর্ঘায়ন(মড) এর পরে নীরবতা(স্কুন) যুক্ত সাধারণ বর্ণ থাকলে তবে সে দীর্ঘায়ন(মড)কে স্বর(হ্রক) এর ৬ গুণ দীর্ঘায়িত করা যায়-আবশ্যিক দীর্ঘায়ন(মড)। বিরতি আরোপের জন্য দীর্ঘায়ন(মড) এর পরবর্তী বর্ণে নীরবতা(স্কুন) আরোপিত হলে তবে সে দীর্ঘায়ন(মড)কে স্বর(হ্রক) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ দীর্ঘায়িত করা যায়- পার্শ্ব দীর্ঘায়ন(স্কুন)। নীরবতা(স্কুন) যুক্ত বর্ণের পূর্বে আ-স্বর(فَتْحَة) যুক্ত বর্ণ থাকলে এবং পরে একটিমাত্র স্বর(হ্রক) যুক্ত বর্ণ থাকলে তবে এক্ষেপ শব্দে বিরতি দিলে ও বা যুক্ত বর্ণকে স্বর(হ্রক) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ দীর্ঘায়িত করা যায়- সহজ দীর্ঘায়ন(মড লিন)।

১২. কোন শব্দের প্রথম বর্ণ নীরবতা(স্কুন) যুক্ত হলে তার পূর্বে সংযোগ চালনা(হেম্জে ও চেল) বসে। এক্ষেপে দুঁটি শব্দের মধ্যবর্তী দুঁটি নীরবতা(স্কুন) একত্রিত হলে তবে প্রথম শব্দের শেষে দীর্ঘায়ন(মড) থাকলে এর বিলুপ্তি ঘটে, ন-ত্ব (ন্তুইন) থাকলে এর ন-এর উপর ই-স্বর(স্রে) আরোপিত হয় এবং নীরবতা(স্কুন) যুক্ত অন্য কোন বর্ণ থাকলে নীরবতা(স্কুন)টি স্বর(হ্রক) এ রূপান্তরিত হয়ে দুঁটি শব্দের উচ্চারণ সংযোগ হয়।

৩৬০০. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনুশীলন-৬ : ৬- তমুরিন-

নিম্নের বর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করে পুনরাবৃত্তি করুন।

শিষ্য-الصَّفِير

أَشْمَارَتْ	وَالْعُزَّى	الْزُّبْرِ	الْعَزَّةُ	نَزَاعَةٌ	وَاسْتَغْرِزْ	فَعَزَّزْنَا	نَزَّلْنَا	يَزَّكَّى	3601a
يَمْسَلَّ	أَحَسَّ	الْسُّدُسُ	قِسِّيْسِينَ	أَسَّسَ	يَسَّرَهُ	تَمْسَسَهُ	دَسَّاهَا	فَسَيِّسِرَهُ	3602a
قَصَصَا	قَصَصَنَا	سَيِّصَلَى	وَصَّىٰ	الْصَّمَدُ	الْصَّيْفِ	وَحُصِّلَ	بِالصَّبَرِ	الْصَّخْرَ	3603a

আলোড়ন-الْقَلْقَلَة

أَبَابِيلَ	أَعْبُدُ	صُبْحًا	عَبْدًا	وَاقْتَرَبْ	فَارْغَبْ	لِرَبِّكَ	رَبَّ	وَتَبَّ	3604b
بِحَمْدِ	مُمَدَّدَةٌ	أَدْبَرَ	أَدْرَاكَ	لَقَدْ	يُولَدْ	أَشَدُ	تَصَدَّىٰ	تَرَدَّىٰ	3605b
ثَجَّاجًا	جَاءَ	أَجْرُ	يَجْعَلُ	تَخْرُجٌ	وَيُخْرُجٌ	فَيْجٌ	رَحَّا	لَجُوا	3606b
ثُطُعَةٍ	طَعَامٍ	بَطْشَ	فَوَسَطْنَ	تُحْطِطُ	تُشَطِّطُ	يَطْوَافَ	حَطَّةٌ	يَتَمَطِّي	3607b
قُرِيشٍ	وَقَبَ	تَقْوِيمٍ	أَقْرَأُ	عَلْقُ	حَلَقُ	الْحَقُّ	الْحَاقَةُ	وَحُقُّتُ	3608b

পুনরাবৃত্তি-الْتَّكْرِير

بَرَّة	تُحرِّكٌ	كَرَّة	مُكَرَّمَةٌ	غَرَّكَ	مَرُوا	تَفَرَّقَ	دَرَّةٌ	شَرَّ	3609c
--------	----------	--------	-------------	---------	--------	-----------	---------	-------	-------

বিস্তার-الْتَّفَسِّي

خُشَّعًا	الشَّجَرُ	وَبَشِّرَ	مَشَّاءٌ	مُنَشَّرَةٌ	الشَّمَسُ	تَشْرَحَ	أَشْتَاتَانَا	قُرِيشٍ	3610d
----------	-----------	-----------	----------	-------------	-----------	----------	---------------	---------	-------

লম্বায়ন-الْإِسْتَطَالَة

رَاضِيَةٌ	فَتَرْضَىٰ	ضَالَّاً	أَنْقَضَ	وَرَضُوا	ضَبَّحَا	نَاضِرَةٌ	تَحَاضُونَ	يَحُضُّ	3611e
-----------	------------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------	---------	-------

الْخَفَاء-লুকানো

يُهُودِيًّا	ثَهُوِيٌّ	وَيَهُبُّ	هَاوِيَةٌ	هَادٍ	وَهُنُواً	سَاهُونٌ	يَهِنُّ	شَهِيقٌ	3612f
-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	----------	---------	---------	-------

الْنُّطُقُ الْمُتَخَصِّصَة-বিশেষায়িত উচ্চারণ

الْهَمَزَةُ الْمُسَهَّلَةُ-সহজ চালনা

أَئِمَّةٌ	أَنْتُكُمْ	أَعْنَاكَ	أَعْبَئُكُمْ	أَعْلَقِيَ	أَعْنِزِلَ	أَنْجَحِذُ	أَمْتُضُ	أَعْجَمِيٌّ	3613g
-----------	------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	----------	-------------	-------

অনুশীলন-৭ ৪ ৮ ৭

الصَّفِير-শিষ্য

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَكَىٰ	3622a	إِذَا زُلْزِلتُ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا	3621a
وَاسْتَفْرِزْ مَنِ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ	3624a	فَعَزَّزَنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ	3623a
وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْ نَارٌ	3626a	فَسُنِيَسِرْهُ لِلْيُسْرَىٰ	3625a
ثُمَّ الْسَّبِيلَ يَسِّرْهُ	3628a	أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَاهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ	3627a
وَحُصِّلَ مَا فِي الْصُّدُورِ	3630a	وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ	3629a
فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ	3632a	وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ	3631a

الْقَلْقَلَة-আলোড়ন

مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ	3634b	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	3633b
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ	3636b	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	3635b
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ	3638b	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	3637b
سَيَصْلُى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ	3640b	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ	3639b
فِي جِيدِهَا حَبَّلٌ مِنْ مَسَرِّ	3642b	وَأَمْرَأُهُ وَحَمَالَةَ الْحَاطِبِ	3641b

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَارٍ	3644b	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ	3643b
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ	3646b	وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي حَجِّيمٍ	3645b
شَاقِطٌ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِّيًّا	3648b	وَلَا شُسْطِطٌ وَأَهْدَنَا إِلَى سَوَاءِ الْصِّرَاطِ	3647b
لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ	3650b	فَإِذَا جَاءَتِ الْطَّامِةُ الْكَبِيرَى	3649b
وَالَّذِينَ أَجْتَبَوْا الْطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا	3652b	وَالظُّور٥ وَكِتَابٌ مَسْطُورٌ	3651b

পুনরাবৃত্তি-الْتَّكْرِير

لَمْ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا	3654c	إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ	3653c
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّيَّةِ	3656c	فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	3655c
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرِبِّكَ الْكَرِيمِ	3658c	عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ	3657c
قَالُوا تُلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ	3660c	يَوْمَ يَغْرِي الْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ	3659c

বিস্তার-الْتَّفَسِّي

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ	3662d	إِنْ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ	3661d
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ	3664d	وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ	3663d
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُسْرَتْ	3666d	وَمَا شَاعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ	3665d
لَمْ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ	3668d	لَمْ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّاً	3667d
وَالنَّاشرِاتِ نَشَرًا	3670d	وَالنَّشَطَاتِ نَشْطًا	3669d
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ	3672d	وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرِ	3671d
إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَّتْ	3674d	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ	3673d
فَعَشَّاهَا مَا عَشَّى	3676d	وَاصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ	3675d
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا	3678d	فَبَشَّرْنَاكَ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ	3677d

-الإِسْتَطَالَةِ-লম্বায়ন

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا	3682e	وَالضُّحَىٰ	3681e
وَلَا يَحْضُرُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ	3684e	وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ	3683e
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا	3686e	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلٍ	3685e
وَوَجَدَكَ ضَالًاٰ فِيهَا	3688e	وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرَكَ	3687e
أَرْجَعَنَا إِلَيْ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً	3690e	وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ	3689e
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ	3692e	وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ	3691e

-اللُّخْفَاءِ-লুকানো

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ	3694f	وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ	3693f
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا	3696f	فَكَائِنٌ مِنْ قَرِيبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ	3695f
إِذَا أَقْلَوْا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ	3698f	وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ	3697f

-الْهَمْزَةُ الْمُسَهَّلَةُ-সহজ চালনা

عَانِتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ الْسَّمَاءَ بَنَاهَا	3702g	أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ	3701g
عَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ ءَالَّهَةَ	3704g	عَانِتُمْ تَزَرَّعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْزَّارِعُونَ	3703g
أَعْنَزِلَ عَلَيْهِ الْذِكْرُ مِنْ بَيْنَنَا	3706g	أَوْلُقِيَ الْذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَنَا	3705g
أَعِذَا مِنْتَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعَظَامًا أَعِنَا لَمَدِينُونَ	3708g	أَعْنِبِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ	3707g
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَيْ الْأَنَارِ	3710g	يَقُولُ أَعِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ	3709g
أَعِذَا مِنْتَا وَكُنَّا ثُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ يَعِيدُ	3712g	أَعِذَا كُنَّا عَظَامًا تَخْرَهَ	3711g

-আ-الْأَلْفُ الْمُمَالَةِ-হেলানো-

وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ	3713h
---	-------

ص-তৎসন-الصاد السينية

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَصْطُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ	3716i	وَرَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَطَةً	3715i
أَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ	3718i	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ	3717i

-নিষ্কর্তা-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ	3721j	وَقَيْلَ مَنْ رَاقَ	3722j
مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ۝ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ	3723j	قَالُوا يَوْمَ لَنَا مَنْ بَعَثَنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ	3724j
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وَعِجَاجًا ۝ قِيمًا لِّيُنْذِرَ بِأَسَأَ شَدِيدًا مِّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا	3725j		
قَالُوا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ وَلَاصِحُونَ	3726k		

-রোক-

قَالُوا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ وَلَاصِحُونَ	3726k
--	-------

الفَصْلُ الْرَّابِعُ

চতুর্থ অধ্যায়

৮১০০. প্রথম পরিচ্ছেদ

-বদান্য কোরআন **الْقُরْءَانُ الْكَرِيمُ**

বদান্য কোরআন মহান আল্লাহ'র বাণী যা ঐশীসঞ্চার(وَحِيٌّ) এর মাধ্যমে আল্লাহ'র দৃত(رَسُولٌ) মুহম্মদ-
মুহাম্মদ(সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল (১-১৯২) **বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
প্রতিপালক কর্তৃক এটি অবতীর্ণ**। এ মহামান্তি গ্রন্থকে অবতীর্ণ করানো হয়েছে সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য-
(১-৯২) **২-আলানাম** এ সেই গ্রন্থ যা অবতীর্ণ করেছি-
মহামান্তি তৎপূর্ববর্তী সত্য প্রতিষ্ঠাকারী। এ মহাগ্রন্থ নির্ভুল-নিঃসংশয়, মানব জাতির সংপথ প্রদর্শক, ইসলামী
বিধি-বিধানের ভিত্তি। এখন কোন সংশয় নেই- সুব্রতদের দিশারি। এ রকম নির্ভুল-নিঃসংশয় গ্রন্থ কেবলমাত্র বিশ্বজগতের পরমেশ্বর তৈরি করতে পারেন।
(৮-৮২) **আলিন্সাই** অফালা যিদেবুরুন কুরুোন ও লু কান মিন উন্দ গিরি অল্লে লো গডুও ফিহ অখ্তলাফা কিবিরা,
কুল লেন অজ্ঞমুত আলেন্স, এটি একটি অলৌকিক গ্রন্থ। অনুরূপ গ্রন্থ সৃষ্টিজগৎ রচনা করতে পারে নি।
(১-২) **আলিস্রাই** ও অল্জিন উলি আন যান্তুও বিমিল হেলা কুরুোন লায়ন্তুন বিমিল ও লু কান বুপুহুম লেবুপু ঘেবিরা
(৮-৮)-

বলে দাও এ কোরআনের মতো কিছু আনয়ন করতে মানুষ এবং জিন একত্রিত হলেও তারা এর মতো কোন কিছু
আনয়ন করতে পারবে না যদিও তারা পরম্পরাকে সম্মুখ সাহায্য করে। এ মহান গ্রন্থ দীর্ঘ ২৩ বছর সময় নিয়ে
ধাপে-ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে। অবতীর্ণের সাথে সাথে তা সংরক্ষণ করা হয়। যে অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল সে
অবস্থায় আজও অবিকৃত রয়েছে, এর শব্দমালার কোন সংশোধন-সংযোজন-বিয়োজন হয় নি; এর কোন দোষ-
ক্রটি, ভুল-ভাস্তি নেই। এ মহাগ্রন্থের রক্ষার ব্যবস্থা আল্লাহই করেন। **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**।
(১-৯) **আলহুজ্জা** আমরাই বন্দনা অবতীর্ণ করেছি এবং আমরা এটিকে রক্ষা করছি।

বদান্য কোরআন ঈশীসঞ্চার(وَحْيٌ) এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। ফেরেশতা(مَلَائِكَةً) হযরত জিবাঁসিল-জব্রিল(আঃ) কোরআনের বাণী নিয়ে আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) এর নিকট আসতেন। তাঁর নিকট থেকে আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) ঈশীসঞ্চার(وَحْيٌ) এর মাধ্যমে বদান্য কোরআন গ্রহণ করে আত্মস্তুত করতেন। তিনি আত্মস্তুত কোরআন তাঁর সাথীদের(صَحَابَة) শুনাতেন। তাঁরা বদান্য কোরআন মুখস্ত ও সংরক্ষণ করতেন। বদান্য কোরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য কিছু লেখক নিয়োজিত ছিলেন যাঁদের ঈশীবাণী(ওহী-ওহী-ওহী) লেখক বলা হতো। বদান্য কোরআনের কোন অংশ অবতীর্ণ হলে ঈশীবাণী(ওহী-ওহী) লেখকগণ তা সে সময়ের প্রচলিত মুদ্রণ সামগ্ৰীতে লিখে আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ)কে পড়ে শুনাতেন। কোন ভুল হলে আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) সংশোধন করে দিতেন। বদান্য কোরআন এর অংশ সমূহ বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে, কখনো একটি সম্পূর্ণ পালা(সুরা-তা'বা) এক-সাথে এক-খণ্ডে, কখনো বা একটি পালার কিয়দংশ শোক(আয়াত-তা'বা) আকারে বিক্ষিপ্তভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন শোক(তা'বা) কোন পালা(সুরা) এর অংশ এবং কোন পালা(সুরা) বা শোক(তা'বা) এর পরে কোন্টি বসবে সে বিষয়ে আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) ওহী(ওহী) লেখকদে বুঝিয়ে দিতেন এবং তাঁরা সে অনুযায়ী লিখতেন। সে সময়ে লেখা-পড়া জানা লোক হাতে-গোনা কয়েকজন ছিলেন মাত্র। অপরদিকে লিখনসামগ্ৰী ছিল দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রতুল। ফলে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম ছিল প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞান বা শিক্ষা একজন আত্মস্তুত করে অপরকে শিক্ষা দিতেন। তা ছাড়া আরবগণ তাদের স্মৃতিশক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল, স্মৃতিশক্তির বিষয়ে তারা গর্ব করতো। বদান্য কোরআন শিক্ষার বেলায়ও এটি প্রযোজ্য হয়। সম্পূর্ণ কোরআন আত্মস্তুকারী অনেক শৃঙ্খিধর(হাফেজ-ঘাফেজ) তৈরি হয়। বিভিন্ন গোত্রে কোরআন শিক্ষা প্রদানের জন্য তাঁদের পাঠানো হতো। তা ছাড়া মদীনায়(মদীনায়) কোরআন শিক্ষা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কোরআন শিক্ষা প্রদানের জন্য চার জনকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করা হয়েছিল। আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) প্রতি বছর রমজান(রমাচান) মাসে ফেরেশতা জিবাঁসিল(আঃ) এর সাথে বদান্য কোরআন পাঠ ও অনুশীলন করতেন। তাঁর ইন্তিকালের বছর তা দু' বার করা হয়। আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) এর সময় বস্তুতঃ এভাবে বদান্য কোরআন শিক্ষার বিস্তার ঘটে। আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) এর জীবদ্ধশায় সম্পূর্ণ কোরআন লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু বদান্য কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ধারা অব্যাহত থাকায় তা গ্রহ আকারে সন্নিবেশিত করা যায় নি এবং তা একীভূতও করা হয় নি। বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন অংশ সংরক্ষিত ছিল।

আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) এর ইন্তিকালের পর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক(রাঃ) এর সময় ইয়ামামা(মায়মান) যুদ্ধে অনেক কোরআন আত্মস্তুকারীর মৃত্যু হলে বদান্য কোরআন গ্রহ আকারে একীভূত করে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক(রাঃ) বদান্য কোরআনের বিভিন্ন

অংশ সংগ্রহ করে তা একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ একত্রিকরণের কাজে নেতৃত্ব দেন ঐশ্বীবাণী(وَحِيٰ)।

লেখক হযরত যাইদ বিন ছাবিত(রাঃ)। এ একীভূত কোরআন খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক(রাঃ) এর নিকটি সংরক্ষিত থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর(রাঃ) এর নিকট হস্তান্তরিত হয়। হযরত উমর(রাঃ) এর মৃত্যুর পর এটি তাঁর মেয়ে এবং আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) এঁর স্ত্রী হযরত হাফসা(রাঃ) এর হস্তগত হয়। এ একীভূত কোরআন ব্যতীত বদান্য কোরআনের আরও কিছু ব্যক্তিগত অনুলিপি ছিল, তা ছাড়া খণ্ড আকারে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জনের নিকট সংরক্ষিত রয়েছিল।

আরবি ভাষায় বিভিন্ন ভাষারীতি প্রচলিত ছিল। বদান্য কোরআন সহজ করার জন্য তা ৭টি প্রচলিত ভাষারীতিতে ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। বদান্য কোরআন প্রথমে ঐশ্বীসঞ্চার(وَحِيٰ) এর মাধ্যমে আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ হতো। তাঁর নিকট থেকে মৌখিকভাবে তাঁর সাথী(بَحَّارَصَ)গণ তা গ্রহণ করতেন।

এ গ্রহণ লিখিত না হওয়ায় বদান্য কোরআন প্রচলিত ভাষারীতি মতে লিখা হতো। প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম অন্ন এলাকায় বিস্তৃত থাকায় এবং প্রচলিত ভাষারীতি সম্পর্কে লোকজন অবগত থাকায় এ পার্থক্যে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামের অনেক প্রসার ঘটে। একেক এলাকায় একেক ভাষারীতির প্রচলন ঘটে। ভাষারীতি সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এবং স্থানীয় উচ্চারণ বিষয়ে অবগত না হওয়ায় একেক এলাকার লোকজন তাদের অনুসৃত ভাষারীতি যথাযথ বলে দাবি করতে থাকেন। বদান্য কোরআনের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত লিখিত অনুলিপি প্রচলিত না থাকায় মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে। এ অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান(রাঃ) হযরত হাফসা(রাঃ) এর নিকটি রক্ষিত একীভূত বদান্য কোরআনের অনুলিপি দিয়ে এক ভাষারীতির বদান্য কোরআনের অনুলিপি তৈরি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ কাজেও নেতৃত্ব দেন হযরত যাইদ বিন ছাবিত(রাঃ)। হযরত হাফসা (রাঃ)'র বদান্য কোরআনের মূল কপি ফেরত দেয়া হয় এবং তৈরিকৃত একভাষারীতির একীভূত কোরআনের অনুলিপি গ্রহণকারে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রেরণ করা হয়। বদান্য কোরআনের অন্যান্য ভাষারীতিতে লিখিত অনুলিপি ও খণ্ডগুলো হযরত উচ্মান(রাঃ) বিনষ্ট করেন এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয়ভাবে সরবরাহকৃত বদান্য কোরআনের একীভূত ভাষারীতির অনুলিপি প্রচার ও পুনঃ অনুলিপি করার নির্দেশনা দেন। এ জন্য হযরত উচ্মান(রাঃ)কে কোরআন একীভূতকারী(جَامِعُ الْقُرْءَانَ) বলা হয়। সে সময় আরবি ভাষায় বর্ণের বিন্দু এবং স্বরচিহ্ন(রূপ) এর প্রচলন ছিল না। ফলে এ বদান্য কোরআনে কোন স্বর(রূপ), শোক(যীঁ) সংখ্যা ও যতি চিহ্ন ছিল না এবং বর্ণে কোন বিন্দুও ছিল না। ফলে একই আকৃতির বর্ণ যেমন- ب, ت, و, ش দেখতে একইরকম ছিল। কালক্রমে ইসলামের আরও প্রসার হতে

থাকলে স্বর(কুরুক্ষেত্র), যতি চিহ্ন এবং বিন্দু ছাড়া বদান্য কোরআন পাঠ নন-আরবদের জন্য দুর্ভ হয়ে দাঁড়ায়। এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কয়েক ধাপে তা আরোপ করা হয়। প্রথমে স্বর(কুরুক্ষেত্র), যতি চিহ্ন এবং বিন্দু বোঝানোর জন্য রঙিন চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে মুদ্রণ শিল্প চালু হলে তাতে রঙ আরোপ করা কঠিন হওয়ায় কালো রঙের চিহ্নের প্রচলন হয়।

বদান্য কোরআন ১১৪টি পালা বা পর্বে বিভক্ত যাকে সুরা (سُورَة-বেট্টনী) বলে। একেকটি পালা(সুরা) আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরণ বা শ্লোকে বিভক্ত যাকে আয়াত (آيَة-নিদর্শন) বলে। বদান্য কোরআনকে আকারের দিক থেকে ৩০টি খণ্ড(জুরু) এ বিভক্ত করা হয়। প্রতি খণ্ড আবার দু'টি পক্ষ(হ্রাস পক্ষ) এ বিভক্ত। প্রতিটি পক্ষ(হ্রাস পক্ষ) আবার চার ভাগে বিভক্ত যাকে চতুর্থাংশ(বৃত্তি) বলে। আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) অবতারত্ব(নবুওয়ত-পুরোহিত) পর ২৩ বছর জীবন কাটিয়েছিলেন। প্রথম ১৩ বছর তিনি মক্কা(মক্কা) শহরে ছিলেন। এ সময় যে সকল পালা(সুরা) (বা শ্লোক-আয়া) অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের মাক্কী পালা(সুরা মক্কী) বলে। পরে তিনি মক্কা পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট ১০ বছর মদীনা(মদিনা) শহরে বসবাস করেছিলেন। এ ১০ বছর যে সকল পালা(সুরা) (বা শ্লোক-আয়া) অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের মদানী পালা(সুরা মদিনী) বলে। মাক্কী পালার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সাধারণতঃ পালা(সুরা) এবং শ্লোক(আয়া) সমূহ আকারে ছোট, 'হে মানুষ' বলে মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে, একত্ববাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস, বেহেস্ত, দোজখ, পুনরুত্থান, মৃতি পূজার বিরোধিতা, পরজগৎ, আল্লাহ'র নির্দর্শন সম্পর্কে বর্ণনা ইত্যাদি বেশি আলোচিত হয়েছে। মদানী পালার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সাধারণতঃ পালা(সুরা) বা শ্লোক(আয়া) সমূহ দীর্ঘাকৃতির, 'হে বিশ্বাসীগণ' বলে বেশি সম্বোধন করা হয়েছে, কপটচারী, ইহুদি-খ্রিস্টান, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশি আলোচনা করা হয়েছে।

বদান্য কোরআন ৭টি বর্ণ বা ভাষারীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন আরব গোত্রের স্থানীয় ভাষারীতিতে পড়ার সুবিধার জন্য তথা বদান্য কোরআনকে সহজ করার জন্য তা করা হয়েছে। 'فِإِنَّمَا يَسِّرُنَا بِلِسَانِكَ لِعَلَّهُمْ' (যার অন্তরে ৫৮-৫৮) আমরা তা আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা তা পর্যালোচনা করতে পারে'। বদান্য কোরআন ৭টি বর্ণ বা ভাষারীতিতে অবতীর্ণ হলেও তা ১০টি উপায়ে পাঠ করার পদ্ধতি রয়েছে।

বদান্য কোরআন ইসলামী বিধি বিধানের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক মুসলামনের বদান্য কোরআন শিক্ষা প্রয়োজন। 'إِنَّ أَلَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْءَانِ كَلِبِيتِ الْحَرِبِ' (যার অন্তরে ৫৮-৫৮) আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) বলেছেন, কিছু নেই সে যেন একটি ধৰ্মস প্রাপ্তি বাড়ি(তিরমিজি')। বদান্য কোরআন শিক্ষা শ্রেষ্ঠতম কাজ হিসেবে গণ্য। আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) বলেছেন, 'خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْءَانَ وَعَلِمَهُ'। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম

যিনি কোরআন শিখেন এবং শিখান (বুখারি)’। প্রয়োজন অনুসারে বদান্য কোরআন শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রতিপাল্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বদান্য কোরআন শিক্ষা পরিপূরক প্রতিপাল্য(فِرْضٌ كَفَايَةٌ) এবং মুখ্য করা পরিপূরক কর্তব্য (وَاحِدٌ كَفَايَةٌ)।

৪১১০. فَضْلُ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ-বদান্য কোরআন পাঠের গুরুত্ব

বদান্য কোরআন ইসলামি বিধি-বিধান(শরীয়ত-شর্যৈ) এর ভিত্তি। আল্লাহ’র অনুগ্রহ লাভ এবং বদান্য কোরআনের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তা পাঠ করা জরুরি। মহান আল্লাহ নির্দেশনা দিয়েছেন-
 (سَادِيْعَ الْمُزَمِّلِ) ২০-فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ،
 (الْبَقْرَةِ) ১২১-أَلَّذِينَ عَاهَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوَّنُهُ وَ حَقٌّ تِلَاقُهُ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ،
 তা যথাযোগ্যভাবে আবৃত্তি করে, এরাই এর উপর বিশ্বাস করে’। বদান্য কোরআন পাঠ অন্যতম পুণ্য কাজ।
 আল্লাহ’র রাসূল(সা:) এ বিষয়ে বলেছেন-

يُقالُ لصَاحِبِ الْقُرْءَانِ أَقْرَأً وَأَرْقِ وَرَتِلْ كَمَا كُنْتَ تُرِتِلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنْ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ إِحْرَارِ عَيَّةٍ تَقْرَأُهَا
 কোরআনের সাথীকে বলা হবে, পাঠ করে উন্নীত হউন, আবৃত্তি (تُرِتِيل) করুন যেভাবে পৃথিবীতে আবৃত্তি করতেন।

আপনার অবস্থান শেষ শোক(আয়াট) পাঠ পর্যন্ত (তিরমিজি)’। তিনি আরও বলেছেন-
 ’মَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْءَانَ مِثْلَ الْأُثْرُجَةِ- رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا حُلوٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ
 الْقُرْءَانَ مِثْلَ الْتَّمَرَةِ-لَا رِيحٌ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْءَانَ مِثْلَ الْرِّيحَانَ- رِيحُهَا
 طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْءَانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ-لَا رِيحٌ لَهَا وَطَعْمُهَا مُرُّ-
 -যে বিশ্বাসী কোরআন পাঠ করে সে যেন ‘অন্তর্জাগা’-কমলার মত ফল বিশেষ’ এর মতো, তার সুগন্ধ রয়েছে,

স্বাদও মিষ্টি; যে বিশ্বাসী কোরআন পাঠ করে না সে যেন খেজুরের মতো, তার কোন গন্ধ নেই কিন্তু মিষ্টি স্বাদের; আর যে কপটচারী(মনাফি) কোরআন পাঠ করে সে যেন তুলসীর মতো, তার সুগন্ধ আছে কিন্তু স্বাদ তিতা; আর যে কপটচারী কোরআন পাঠ করে না সে যেন ‘-حَنْظَلَة’-এক ধরনের মরফল যার তিতা স্বাদ নিয়ে সাহিত্য-

কবিতায় দৃষ্টান্ত দেয়া হয়’ এর মতো, তার কোন গন্ধ নেই কিন্তু স্বাদ তিতা(বুখারি)’। শেষ বিচারের দিন বদান্য কোরআন তার সাথীদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানাবে। আল্লাহ’র রাসূল(সা:) বলেছেন-
 (فِإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ)-তোমরা কোরআন পাঠ কর কেন না এটি পুনরুৎসাহের দিন তার সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আসবে(মুসলিম)’। বদান্য কোরআন পাঠ অন্যতম

পুণ্য কাজ। পাঠের জন্য নেকি পাওয়া যায়। আল্লাহ'র রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْمَ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

-যে আল্লাহ'র পুস্তক থেকে একটি বর্ণ পাঠ করবে তার জন্য একটি নেকি। প্রতি নেকির জন্য অনুরূপ দশটি নেকি রয়েছে। আমি বলছিনা না যে 'الم' একটি বর্ণ। কিন্তু '।' একটি বর্ণ, 'ل' আর একটি বর্ণ এবং 'م' আর একটি বর্ণ(তিরমিজি)।

৪১২০. বদান্য কোরআন পাঠের শিষ্টাচার : বদান্য কোরআন পাঠের সময় নিম্নবর্ণিত শিষ্টাচারাদি পালন করতে হয়-

১. বদান্য কোরআন স্পর্শ করতে হলে অবশ্যই পবিত্রতা ও ওজু(وضوء)সহ হতে হবে।

২. পবিত্র থাকা।

৩. যথাসন্তুষ্ট ক্রিবলা(غُلْق)মুখি হওয়া।

৪. মিসওয়াক করা।

৫. পরিষ্কার শরীর এবং কাপড় পরিধান করা।

৬. বিনয় ও নতজানু হওয়া।

৭. পর্যালোচনা ও অনুধাবন করে পাঠ করা।

৮. সম্মানের সাথে পাঠ করা। পাঠের সময় অন্য কাজ না করা বা অন্য দিকে মনোযোগ না দেয়া।

৯. পাঠের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং অতরের মন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

১০. পাঠের সাথে ক্রন্দন করা উত্তম বিশেষ করে শাস্তির শোক(غَيْرَ أَعْلَم) হলে।

১১. সুন্দর করে পাঠ করা।

৪২০০. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

آلْتَجْوِيد - উত্তমায়ন

آلْتَجْوِيد - উত্তমায়ন অর্থ সুন্দর ও দক্ষতা। পরিভাষা মতে বদান্য কোরআন পাঠের সময় বর্ণগুলো যথাযথভাবে

উচ্চারণ করা এবং বর্ণের বৈশিষ্ট্যসমূহ যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা। এক-কথায় উত্তম পন্থায় ও দক্ষতার সাথে বদান্য কোরআন পাঠ। যথাযথ উচ্চারণে বদান্য কোরআন পাঠ প্রতি মুসলমানের কর্তব্য (وَاحِبُّ عَيْنِ)। উত্তম পন্থায় বদান্য কোরআন পাঠের জন্য আল্লাহ নির্দেশনা দিয়েছেন, (۸-الْمُزَمِّلُ وَرَتَّلَ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا، آবৃত্তি -الْبَقَرَةِ) الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقًّا تَلَاوَتْهُ -

১২১) যাদের গ্রন্থটি দিয়েছি তারা তা যথাযোগ্যভাবে আবৃত্তি করে'। এ বিষয়ে আল্লাহ'র রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'الْمَاهِرُ بِالْقُرْءَانِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْءَانَ وَيَتَعَثَّعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرٌ' -কোরআনে দক্ষ ব্যক্তি মহৎ, পৃত-পুণ্যবানদের সাথে, আর যিনি তোতলিয়ে তোতলিয়ে কষ্ট করে কোরআন পাঠ করেন তার জন্য দু'টি পারিশ্রমিক (বুখারি)'। উত্তমায়ন(تَجْوِيد) এর দু'টি ভাগ রয়েছে, ১. ব্যবহারিক এবং ২. তাত্ত্বিক। তাত্ত্বিক উত্তমায়ন(تَجْوِيد نَظَرِي) সম্পর্কে বই-পত্র পড়ে জানা যেতে পারে। কিন্তু উত্তমায়ন(تَجْوِيد) এ দক্ষ হতে হলে অবশ্যই ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। উত্তমায়ন(تَجْوِيد) আয়ত্ত করার জন্য যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন। একজন দক্ষ উত্তমায়ন(تَجْوِيد) শিক্ষকের মাধ্যমে তা হতে পারে যিনি বদান্য কোরআন পাঠ শুনিয়ে ও শ্রবণ করে ভুল শোধরিয়ে দিবেন। আশে-পাশে উত্তমায়ন(تَجْوِيد) শিক্ষক পাওয়া না গেলে তবে বদান্য কোরআনের একজন ভাল পাঠকারী(فَارِئ) এর পাঠ(تَلَاوَة) শ্রবণ করে ও উত্তমায়ন(تَجْوِيد) এর নিয়মাবলি পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজের পাঠ তুলনা করে উচ্চারণ অনেকাংশে সংশোধন করা যায়।

বদান্য কোরআন উত্তমায়ন(تَجْوِيد) সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে। ফেরেশতা হ্যরত জিব্রাইল(আঃ) যখন ঐশ্বর্যগরের মাধ্যমে বদান্য কোরআন নিয়ে অবতীর্ণ হতেন তখন তিনি নির্দিষ্ট পাঠ পদ্ধতিতে তথা উত্তমায়ন(تَجْوِيد) এর সাথে আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ)কে শুনাতেন এবং কিভাবে তা পাঠ করা যায় তা আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ)কে বুঝিয়ে দিতেন। আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) তা আত্মস্তুত করে হ্যরত জিব্রাইল(আঃ)কে শুনাতেন এবং পুনরাবৃত্তি করতেন। আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) বলেছেন,

أَقْرَأَنِي جِبْرِيلٌ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزِلْ أَسْتَرِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ،

কোরআন একটি বর্ণ(ভাষাবীতি)এ পাঠ করে শুনাতেন, আমি তা পুনরাবৃত্তি করতাম এবং পরবর্তীতে অন্য

বর্ণ(ভাষারীতি)এ তা পড়ে শুনাতাম, এভাবে বাড়াতে থাকলাম তিনিও বাড়াতে থাকলেন অবশ্যে সাত
বর্ণ(ভাষারীতি)এ তা সমাপ্ত হল (বুখারি)। আল্লাহ'র রাসূল(সাঃ) অবতীর্ণ বদান্য কোরআনকে উত্তমায়ন(تَحْوِيْد)

এর সাথে তাঁর সাথীদের শুনাতেন। তাঁরা সেভাবে তা প্রচার করতো। এভাবে উত্তমায়ন(تَحْوِيْد) এর প্রসার হয়।
ইসলাম ধর্মের প্রসারের ফলে নন-আরব জনগণ ইসলামে দীক্ষা নিতে থাকলে উত্তমায়ন(تَحْوِيْد) এর নিয়মাবলি
সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। হিজরি(الْهِجْرَة) ৩য় এবং ৪র্থ শতাব্দীতে এ নিয়মাবলি সংকলিত হয়।

৪২১০. مَرَاتِبُ الْتَّحْوِيْد - উত্তমায়নের স্তর : উত্তমায়ন(تَحْوِيْد)কে সাধারণতঃ তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়
যথা-

৪২১১. آبْرَقْتِيل - আব্রত্তি : মর্মার্থ অনুধাবন করে ধীরে ও শান্তির সাথে এবং উত্তমায়ন(تَحْوِيْد) এর
নিয়ম-কানুন যথাযথ পালনপূর্বক বদান্য কোরআন পাঠ। এটি বদান্য কোরআন পাঠের সর্বোত্তম পদ্ধা।

৪২১২. تَدْوِير - চক্রায়ন : উত্তমায়ন(تَحْوِيْد) এর নিয়ম-কানুন পালনপূর্বক মধ্যম গতিতে বদান্য
কোরআন পাঠ।

৪২১৩. حَدَر - দ্রুতচন্দ : উত্তমায়ন(تَحْوِيْد) এর নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে দ্রুততার সাথে বদান্য
কোরআন পাঠ।

কেউ কেউ ৪র্থ স্তর হিসেবে উত্তমায়ন(تَحْوِيْد) বা প্রত্যায়ন(تَحْقِيق) স্তরকে সংযোজন করেছেন যা
আব্রত্তি(آبْرَقْتِيل) থেকে অধিক ধীর এবং এটি সাধারণতঃ শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। উত্তমায়ন(تَحْوِيْد)
করতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাহ্ল্য না হয় বা স্বর(حَرْكَة) ও দীর্ঘায়ন(مَد) অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয় বা
অতিরিক্ত বর্ণের অনুপ্রবেশ না ঘটে। উত্তমায়ন(تَحْوِيْد) এর মূল বিষয় হচ্ছে, বর্ণগুলো যথা স্থান থেকে উচ্চারণ
করা, বর্ণগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটিয়ে তোলা, স্বর(حَرْكَة) ও দীর্ঘায়ন(মَد) এর ব্যাপ্তি যথাযথভাবে প্রদান করা
এবং যথাস্থানে বিরতি দেয়া।

৪২২০. لَحْن - উচ্চারণ বিভাট : অর্থ ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি। যথাযথ উচ্চারণ থেকে যে ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি
হয় তাকে উচ্চারণ বিভাট(لَحْن) বলে। এটি দু' প্রকার ১.স্পষ্ট বিভাট(لَحْن جَلِي) এবং ২.সুপ্ত বিভাট(لَحْن)
(খ্রি)

৪২২১. **الْحَمْدُ لِلّٰهِ-স্পষ্ট বিভাট :** এ উচ্চারণ ত্রুটির ফলে শব্দের ব্যৃৎপত্রিগত পরিবর্তন ঘটে, তাতে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হতে পারে বা নাও হতে পারে। একে স্পষ্ট বিভাট বলা হয় কারণ সাধারণ শ্রোতাও এ ত্রুটি বুঝতে করতে পারেন। ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলায় এ ত্রুটি করা নিষিদ্ধ(হ্রাম)। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল-

১. একটি বর্ণের পরিবর্তে অন্য বর্ণ উচ্চারণ, **الْحَمْدُ** → **الْهَمْدُ**

২. অতিরিক্ত বর্ণ যুক্ত করা, **إِنَّ الْأَذِينَ** → **إِنَّ الْلَّذِينَ**

৩. উচ্চারণ থেকে কোন বর্ণ বাদ পড়া, **وَلَمْ يُولَدْ** → **وَلَمْ يُلَدْ**

৪. স্বর(হ্রকা) পরিবর্তন করা, **أَنْعَمْتُ** → **أَنْعَمْتَ**

৪২২২. **الْحَمْدُ لِلّٰهِ-সুষ্ঠ বিভাট :** এ উচ্চারণ ত্রুটির ফলে কেবল পাঠ নিয়মাবলির ব্যত্যয় ঘটে, তাতে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয় না। একে সুষ্ঠ বিভাট বলা হয় কারণ সাধারণ শ্রোতা এ বিভাট ধরতে পারেন না, কেবল উত্তমায়ন(জুয়াইদ) এ বিশেষজ্ঞ এ ত্রুটি বুঝতে করতে পারেন। অধিকাংশের মত ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলায় এ ত্রুটি করা নিষিদ্ধ(হ্রাম), কারও মতে নিন্দনীয়(মক্রুও)। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল-

১. মোটাকরণ(ত্রুচ্ছিম) এবং চিকনকরণ(ত্রুচ্ছিম) না করা বা উল্টিয়ে ফেলা।

২. গুণগুণ(গুণ), সঞ্চি(দগ্ধাম), সংগৃষ্ণি(হ্বফাম), উল্টন(আলাব) বা পরিস্ফুটন(আলেহার) না করা।

৩. যথাযথ দীর্ঘায়ন(মুর্ম) না করা।

৪. বর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ যথাযথভাবে ফুটিয়ে না তোলা।

৮৩০০. তৃতীয় পরিচ্ছেদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -পাঠ সূচনা

বদান্য কোরআন পাঠ সূচনা করার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। প্রথমে শয়তান থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তার পর আল্লাহ'র নাম লওয়া, তার পর বদান্য কোরআন পাঠ শুরু করা। এ পরিচ্ছেদে কিভাবে পাঠ সূচনা করা যায় তা আলোচনা করা হবে।

৮৩১০. নিষ্কৃতি কামনা : أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (শিয়েতান) থেকে নিষ্কৃতি বা আশ্রয় কামনা করা। পরিভাষা মতে আল্লাহ'র কাছে শয়তান(شَيْطَان) থেকে নিষ্কৃতি বা আশ্রয় কামনা করা। বদান্য কোরআনে বলা হয়েছে (৯৮-آلَّهُ جِلَّ جِلَالُهُ) فِإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّرَجِيمِ, যখন কোরআন পাঠ করবে তখন আল্লাহ'র কাছে শয়তান থেকে নিষ্কৃতি কামনা করো”। মূলতঃ বদান্য কোরআন পাঠ শুরুর সময় ‘أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّرَجِيمِ’ বাক্য পাঠ করাকে নিষ্কৃতি(أَسْتَعِذَة) বলে। এটি ‘أَعُوذُ بِاللّٰهِ إِلَّا سَمِيعُ الْعَالِمِ’ হিসেবেও পড়া হয়। এ বাক্যটি বদান্য কোরআনের অংশ নয়।

একটি অত অনুসারে বদান্য কোরআন পাঠ শুরুর সময় নিষ্কৃতি(أَسْتَعِذَة) পাঠ করা বিধেয়(مندوبة) তথা পাঠ করা উভয় কিন্ত এটি বাদ দিলে কোন দায় নেই। অন্যমত মতে এটি পাঠ করা কর্তব্য(واجب) এর মধ্যে পড়ে তথা কেউ বাদ দিলে দায়ী থাকবেন। নিষ্কৃতি(أَسْتَعِذَة) পাঠের দুটি নিয়ম আছে যথা- ১. সরব এবং ২. নীরব।

১. সরব পাঠ : নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় সরব গলায় নিষ্কৃতি(أَسْتَعِذَة) পাঠ করা উভয়-

ক. যদি সরবে বদান্য কোরআন পাঠ করা হয় এবং পাঠ শোনার জন্য শ্রোতা থাকেন।

খ. বদান্য কোরআন পাঠকারী দলের মধ্যে থাকলে এবং পাঠকারী দ্বারা যদি পাঠ সূচনা হয়।

২. নীরব পাঠ : নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় নীরবে নিষ্কৃতি(أَسْتَعِذَة) পাঠ করা উভয়-

ক. যদি নীরবে বদান্য কোরআন পাঠ করা হয়।

খ. যদি সরবে বদান্য কোরআন পাঠ করা হয় কিন্তু শোনার জন্য কেউ না থাকেন ।

গ. নামাজে পাঠ করা হলে ।

ঘ. বদান্য কোরআন পাঠকারী দলের মধ্যে থাকলে কিন্তু পাঠকারী দ্বারা যদি পাঠ সূচনা না হয় ।

- বি. দ্রঃ ১. হাঁচি-কাঁশি ইত্যাদি জরুরি প্রয়োজনে বা বদান্য কোরআন পাঠ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য পাঠে বিরতি হলে তবে পুনঃ পাঠ শুরু করতে নিষ্কৃতি(স্টিউডে) পাঠের প্রয়োজন নেই ।
২. বদান্য কোরআন পাঠ সমাপ্ত করলে বা পাঠের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোন কাজে ব্যস্ত হলে বা সালামের উত্তর দিলে তবে পুনরায় নিষ্কৃতি(স্টিউডে) পড়তে হয় ।
৩. সরবে নিষ্কৃতি(স্টিউডে) পড়ার কারণ হচ্ছে যাতে শ্রোতা মহামান্বিত কোরআন পাঠ শুরু হচ্ছে এটা বুঝতে পারেন এবং শুরু থেকে পাঠের প্রতি মনোযোগ দেন ।
৪. কোনটি বদান্য কোরানের অংশ (সরবে পাঠ) এবং কোনটি অংশ নয় ‘নিষ্কৃতি(স্টিউডে)’ বোঝানোর জন্য নিষ্কৃতি(স্টিউডে) নীরবে পাঠ করা হয় ।

৪৩২০. -নামজপ : بَسْمَلَةٌ-বিস্মিল্লাহ এর অর্থ আল্লাহ'র নাম দিয়ে শুরু করা । বদান্য কোরআন পাঠ শুরুর সময় ‘بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ’ পাঠ করাই হচ্ছে নামজপ(বস্মেলা) । এ বাক্যটি বদান্য কোরানের আল-নামল পালা(পিপীলিকা পালা) এর মধ্যে রয়েছে । এ ছাড়া এ বাক্যটি প্রতি পালা(সুরা আলতুবা) এর প্রথমে রয়েছে (তওবা পালা-ব্যতীত) । নামজপ(বস্মেলা) বদান্য কোরানের প্রথম পালা আল-ফাতহা(উদ্বোধক-আলফাতহা) এর প্রথম শোক(আয়া) এ। তবে তা অন্যান্য পালা(সুরা আয়া) এর প্রথম শোক(আয়া) কিনা তাতে ধর্মজ্ঞদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে । প্রতিটি পালা(সুরা আয়া) পাঠ শুরু করার সময় নামজপ(বস্মেলা) পড়ার বিধান রয়েছে ।

৪৩৩০. -আল্লাহ-বিভিন্ন পাঠসূচনা : বদান্য কোরআনের পাঠসূচনা(আব্দাই) বিভিন্ন ভাবে করা যায়। পালা(সুরা) এর প্রথম থেকে অথবা মাঝ থেকে পাঠসূচনা(আব্দাই) করা যায়। বিভিন্ন অবস্থায় পাঠসূচনা(আব্দাই) এর জন্য পৃথক নিয়মাবলি রয়েছে।

৪৩৩১. -বিভায় পালার প্রথম : পালা(সুরা) এর প্রথম থেকে বদান্য কোরআন পাঠ শুরু করলে প্রথমে নিষ্ক্রিয় তারপর নামজপ(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) পাঠ করার পর পালা(সুরা) পাঠ শুরু করা হয়। নিষ্ক্রিয়(অস্টুعাদা), নামজপ(বিস্মিল্লাহ) এবং পালা(সুরা) এর শুরু এ তিনটি পৃথক-পৃথকভাবে তথা একটি পাঠ করার পর বিরতি দিয়ে পরবর্তীটি পাঠ করা যায় আবার তিনটির মধ্যে কোন বিরতি না দিয়ে সংযোগ(وَصْل) করে পাঠ করা যায়। পালা(সুরা) এর প্রথম থেকে পাঠসূচনা(আব্দাই) এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলি অনুসরণীয়-

১. নিষ্ক্রিয়(অস্টুعাদা), পাঠসূচনা(আব্দাই) এবং পালা(সুরা) এর প্রথম এ তিনটি পৃথক-পৃথকভাবে তথা বিরতি দিয়ে পাঠ করা। এটি সর্বোত্তম পছ্টা।

২. নিষ্ক্রিয়(অস্টুعাদা) পৃথকভাবে পড়া। নামজপ(বিস্মিল্লাহ) এর সাথে পালা(সুরা) এর প্রথম সংযোগ(وَصْل) করা। এটি পরবর্তী উত্তম পছ্টা।

৩. নিষ্ক্রিয়(অস্টুعাদা) এবং নামজপ(বিস্মিল্লাহ) সংযোগ(وَصْل) করা। পালা(সুরা) এর প্রথম পৃথকভাবে পড়া। এটি দ্বিতীয় পছ্টার পরবর্তী উত্তম পছ্টা।

৪. নিষ্ক্রিয়(অস্টুعাদা), নামজপ(বিস্মিল্লাহ) এবং পালা(সুরা) এর প্রথম এ তিনটির মধ্যে কোন বিরতি না দিয়ে সংযোগ(وَصْل) করে পাঠ করা।

৪৩৩২. -পালার মধ্যবর্তী : পালা(সুরা) এর মধ্যবর্তী অংশ থেকে বদান্য কোরআন পাঠ শুরু করা যায়। এ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়(অস্টুعাদা) এর সাথে নামজপ(বিস্মিল্লাহ) পাঠ করা যেতে পারে, আবার নামজপ(বিস্মিল্লাহ)কে বাদ দেয়াও যেতে পারে। নামজপ(বিস্মিল্লাহ) সহ পাঠ করা হলে তবে উপরে বর্ণিত চার নিয়মাবলি অনুসরণীয়। পালা(সুরা) এর মধ্যবর্তী অংশ থেকে নামজপ(বিস্মিল্লাহ) ব্যতীত কেবল নিষ্ক্রিয়(অস্টুعাদা) দিয়ে পাঠসূচনা(আব্দাই) এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুসরণীয়-

১. নিষ্কৃতি(أَسْتَعَاذَةً) এর পর বিরতি দিয়ে তার পর পালা(سُورَة) এর মধ্য থেকে পাঠ শুরু করা ।

২. নিষ্কৃতি(أَسْتَعَاذَةً) এ বিরতি না দিয়ে পালা(سُورَة) এর মধ্য অংশের সাথে সংযোগ করা ।

৪৩৩৩. **দুই পালার মধ্যবর্তী :** এক পালা(سُورَة) সমাপ্ত করে পরবর্তী পালা(سُورَة) পাঠ শুরু করলে সেক্ষেত্রে দুই পালা(سُورَة) এর মধ্যবর্তী নিষ্কৃতি(أَسْتَعَاذَةً) পড়া হয় না, দুই পালা(سُورَة)’র মধ্যবর্তী কেবল নামজপ(بِسْمَلَة) পড়া হয় । এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুসরণীয়-

১. পালা(سُورَة) এর শেষ, নামজপ(بِسْمَلَة) এবং পরবর্তী পালা(سُورَة) এর প্রথম এ তিনটিতে বিরতি দিয়ে পৃথক-পৃথকভাবে পাঠ করা ।

২. প্রথম পালা(سُورَة) শেষ করে বিরতি দিয়ে তারপর নামজপ(بِسْمَلَة) ও পরবর্তী পালা(সূরَة) এর প্রথম সংযোগ করে পাঠ করা ।

৩. পালা(সূরَة) এর শেষ, নামজপ(بِسْমَلَة) এবং পরবর্তী পালা(সূরَة) এর প্রথম এ তিনটিতে কোন বিরতি না দিয়ে সংযোগ(وَصْل) করে পাঠ করা ।

বি.দ্রঃ পালা(سُورَة) এর শেষের সাথে নামজপ(بِسْমَلَة)কে সংযোগ(وَصْل) করে বিরতি দেয়া এবং তারপর পরবর্তী পালা(সূরَة) এর প্রথম পৃথকভাবে পাঠ করা নিয়মসিদ্ধ নয়, কারণ নামজপ(بِسْমَلَة) পালা(সূরَة) এর প্রথমের অংশ, শেষের নয় ।

৪৩৩৪. **তওবা পালা :** তওবা পালা(ক্ষমা পালা-সূরাُ التّوْبَة) একমাত্র পালা(সূরَةُ الْتَّوْبَة) যার প্রথমে নামজপ(بِسْمَلَة) বাক্যটি নেই । এ পালা(সূরَة) পাঠ প্রথম থেকে শুরু করলে তবে সেক্ষেত্রে প্রথমে কেবল নিষ্কৃতি(أَسْتَعَاذَةً) পাঠ করা হয় । তওবা পালা(সূরَةُ الْتَّوْبَة) এর মধ্যবর্তী অংশ থেকে পাঠ শুরু করলে অধিকাংশ ধর্মজ্ঞদের মতে নামজপ(بِسْমَلَة) পাঠ করা যায় না কেবল নিষ্কৃতি(أَسْتَعَاذَةً) পাঠ করতে হয় । তওবা পালা(সূরَةُ الْتَّوْبَة) এর প্রথম বা মধ্য থেকে পাঠ শুরু উভয় ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুসরণীয়-

১. নিষ্কৃতি(সুরা আল-তৌবা) এর পর বিরতি দিয়ে তারপর তওবা পালা(সুরা আল-তৌবা) পাঠ শুরু করা।

২. নিষ্কৃতি(সুরা আল-তৌবা) এ বিরতি না দিয়ে তওবা পালা(সুরা আল-তৌবা) এর সাথে সংযোগ(ওচ্চল) করা।

(সুরা আল-আন্ফাল-আল-তৌবা) এর পূর্ববর্তী আন্ফাল পালা(যুদ্ধে লোক সম্পদ পালা) এবং শেষ করে তওবা পালা(সুরা আল-তৌবা) পাঠ শুরু করলে তবে সেক্ষেত্রে নিষ্কৃতি(সুরা আল-আন্ফাল-আল-তৌবা) এর নামজপ(সম্মেলন) কোনটিই পড়া হয় না। আন্ফাল পালা(সুরা আল-আন্ফাল) এর শেষ আয়াতের পর সরাসরি তওবা পালা(সুরা আল-তৌবা) পাঠ শুরু করা হয়। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুসরণীয়-

১. আন্ফাল পালা(সুরা আল-আন্ফাল) এর শেষ আয়াতের পর শ্বাসগ্রহণ পরিমাণ সময় বিরতি দিয়ে তারপর তওবা পালা(সুরা আল-তৌবা) পাঠ শুরু করা।

২. আন্ফাল পালা(সুরা আল-আন্ফাল) এর শেষ আয়াতের পর শ্বাসগ্রহণ ব্যতীত স্বর(হারকা) এর দ্বিগুণ পরিমাণ সময় নিশ্চুপ থাকা তথা নিষ্ঠুরতা(স্কেক্টর্স) আরোপ করে তওবা পালা(সুরা আল-তৌবা) পাঠ শুরু করা (পরিচ্ছেদ ৩৪৪০ দ্রষ্টব্য)।

৩. আন্ফাল পালা(সুরা আল-আন্ফাল) এর শেষ আয়াতের পর কোন বিরতি না দিয়ে তওবা পালা(সুরা আল-তৌবা) এর সাথে সংযোগ(ওচ্চল) করে পাঠ করা।

৪৪০০. চতুর্থ পরিচ্ছেদ

الْوَقْفُ وَ الْإِسْتَأْنَافُ -পাঠ বিরতি এবং পুনরাউকরণ

বদান্য কোরআন এক নিঃশ্বাসে পাঠ করা যায় না। পাঠ মধ্যবর্তী বিরতি দিতে হয়। অন্তঃপাঠ বিরতি দিলে পুনরায় পাঠ শুরু বা চালু করতে হয়। আবার পাঠ শেষ হলে পাঠ সমাপ্ত করতে হয়। ইচ্ছামত অন্তঃপাঠ বিরতি, পাঠ পুনরাউকরণ এবং পাঠ সমাপ্তি করা যায় না। পাঠে বিরতি দেয়া, পাঠে বিরতি দিয়ে পুনরায় শুরু করা বা পাঠ সমাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলি রয়েছে।

৪৪১০.-الْوَقْفُ-পাঠ বিরতি : বদান্য কোরআন পাঠ শুরু করার পর পাঠ মধ্যবর্তী সাময়িক বিরতি দিতে, দম নিতে বা থামতে হয়। সাধারণতঃ শ্বাসগ্রহণ পরিমাণ সময় বিরতি দেয়া হয়। এ বিরতির উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠ সমাপ্তি নয়, বিশেষ প্রয়োজনে কেবল পাঠে বিরতি বা দাঁড়ি দিয়ে পুনরায় পাঠ শুরু করা। এ পাঠ বিরতি বদান্য কোরআনের পালা(সুরা) এর শোক(যাই) শেষে বা আয়াতের মধ্যবর্তী অংশে যে কোন শব্দের শেষে দেয়া যায়। শব্দের মধ্যবর্তী বিরতি দেয়া যায় না। যেমন- ১. (شَدَّتْ) এবং ২. (أَيْنَمَا) শব্দটি শব্দ দ্বারা গঠিত। এ ক্ষেত্রে সংযুক্ত শব্দের আইন্মা শব্দে বিরতি দেয়া যায় না। কোন শব্দে বিরতি দিলে বা না দিলে যদি অর্থের কোন তারতম্য না হয় অথবা বিরতি দিতে বা না দিতে যদি কোন বাধ্যতামূলক নিয়ম না থাকে তবে পাঠ বিরতি দেয়া অনুমোদিত (جائز)। বিরতি দিলে যদি অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে বিরতি দেয়া যায় না, সংযোগ(وصل) করতে হয়। আবার শব্দ সংযোগে যদি অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে বিরতি (وقف) দিতে হয়। শোক(যাই) শেষে বিরতি দেয়া শাস্ত্রীয়(সুন্নত-সন্নেত)। যে শব্দে পাঠ বিরতি হবে অবস্থাভেদে সে শব্দ থেকে অথবা তার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনঃ শুরু করা যায়। এ বিষয় পাঠ পুনরাস্ত পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হবে। পাঠ বিরতি প্রধানতঃ চার প্রকার। যথা- ১. أَخْتِبَارِي-পরীক্ষণ, ২. أَضْطِرَارِي-নিরূপায়, ৩. أَنْتِظَارِي-অপেক্ষমাণ এবং ৪. أَخْتِيَارِي-এক্ষিক।

৪৪১১.-الْوَقْفُ الْإِحْتِبَارِي-পরীক্ষণ বিরতি : বদান্য কোরআন পাঠের সময় কোন শব্দ সম্পর্কে জানা, পরীক্ষা বা মর্মার্থ বিশ্লেষণ করার জন্য এবং এ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা ও উত্তর গ্রহণের জন্য পাঠে বিরতি দিলে তাকে পরীক্ষণ বিরতি(وقف أَخْتِبَارِي) বলে। পরীক্ষণের জন্য যে কোন শব্দে বিরতি দেয়া যায়। পরীক্ষণ শেষে যে শব্দে বিরতি দেয়া হয়েছে যদি তা পুনরাস্তযোগ্য হয় তবে সে শব্দ থেকে নতুবা তার পূর্ববর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনঃশুরু করা যায়।

৪৪১২.-الْوَقْفُ الْإِضْطِرَارِي-নিরূপায় বিরতি : বদান্য কোরআন পাঠের সময় জরুরি প্রয়োজনে যেমন- হাঁচি, কঁশি, শ্বাসকষ্ট, কান্না বা পাঠ ভুলে যাওয়া ইত্যাদি কারণে পাঠ অব্যাহত রাখা সম্ভব না হলে এবং নিরূপায় হয়ে পাঠ বিরতি দিলে তাকে নিরূপায় বিরতি(وقف أَضْطِرَارِي) বলে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোন শব্দে বিরতি দেয়া যায়। জরুরি অবস্থা শেষ হলে যে শব্দে বিরতি দেয়া হয়েছে যদি তা পুনরাস্তযোগ্য হয় তবে সে শব্দ থেকে নতুবা তার পূর্ববর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনঃশুরু করা যায়।

8813.-الْوَقْفُ الْإِنْتَظَارِي. অপেক্ষমাণ বিরতি : বদান্য কোরআন পাঠের ১০টি পাঠপদ্ধতি রয়েছে।

এ পাঠপদ্ধতি সমূহ অনুশীলনের জন্য একটি শ্লোক(যাই) বা তার অংশ বিশেষ বা কোন শব্দে থেমে গিয়ে বারবার পড়তে হয়। একে অপেক্ষমাণ বিরতি(وقف انتظاري) বলে। সকল পাঠপদ্ধতিতে পাঠ শেষ করতে পাঠশিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক অপেক্ষা করতে থাকেন বলে এ নাম। পাঠ পদ্ধতি প্রকাশের সুবিধার জন্য যে কোন শব্দে অপেক্ষমাণ বিরতি(وقف انتظاري) দেয়া যায়। বিরতি শব্দটি পরবর্তী শব্দের সাথে অর্থ ও ভাবে সংযুক্ত হলে তবে সর্বশেষ পাঠ পদ্ধতিতে পাঠ করার পর বিরতি না দিয়ে পরবর্তী শব্দের সাথে পাঠ সংযোগ করা হয়। উল্লিখিত তিনটি বিরতি অনেচ্ছিক তথা পাঠক কোন না কোন কারণে বিরতি দিতে বাধ্য হন।

8814.-الْوَقْفُ الْإِخْتِيَارِي. ঐচ্ছিক বিরতি : এ বিরতি পাঠকের নিজস্ব ইচ্ছায় হয় অর্থাৎ বিরতি দেয়ার জন্য বাধ্যতামূলক কোন পরিস্থিতি বা পাঠ সংক্রান্ত কোন কারণ ব্যতীত পাঠক সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় বিরতি দেন। যদি অর্থের তারতম্য না হয় তবে ঐচ্ছিক বিরতি(وقف اختياري) দেয়া অনুমোদিত(جائز)। বিরতি দিলে যদি অর্থের তারতম্য হয় তবে বিরতি না দিয়ে শব্দ সংযোগ করতে হয়। আবার বিরতি দেয়ার পর পরবর্তী শব্দ পুনরাবৃত্তযোগ্য হলে তবে তা দিয়ে পাঠ পুনঃশুরু করা যায়, তা না হলে যথাযথ অর্থ প্রকাশের জন্য বিরতি শব্দ বা বিরতির পূর্ববর্তী শব্দ বা তারও পূর্ববর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনঃশুরু করতে হয়। এর প্রকারভেদ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। ঐচ্ছিক বিরতি(وقف) কে নিম্ন বর্ণিতভাবে ভাগ করা যায়- ১.আবশ্যিক, ২.পূর্ণাঙ্গ, ৩.অনুমোদিত, ৪.কাফ. ৫.প্রসন্ন, ৬.সু-বিরতি এবং ৭.কু-বিরতি।

১. الْوَقْفُ الْلَّازِمُ -আবশ্যিক বিরতি : لَازِمٌ অর্থ বাঞ্ছনীয় বা আবশ্যিক। বদান্য কোরআনের কোন বাক্য অর্থে এবং ভাব প্রকাশে পূর্ণাঙ্গ হলে এবং শব্দ বিরতি না দিলে যদি পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশে ব্যত্যয় ঘটে তখা বাক্য বা বাক্যাংশ বা শোক(যাই)কে অর্থবহ করার জন্য বিরতি দেয়া আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায় তবে এরপ বিরতিকে আবশ্যিক বিরতি(وقف لازم) বলে। এটি আসলে একধরনের পূর্ণাঙ্গ বিরতি(تام)। এ বিরতিকে ‘’ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এ বিরতি দেয়া আবশ্যিক, অন্যমত মতে এ বিরতি দেয়া কর্তব্য। এ বিরতি দেয়া যেমন আবশ্যিক ঠিক তেমনি বিরতির পরবর্তী শব্দ দিয়ে পাঠ পুনরাস্ত করাও আবশ্যিক। فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ (যাই-৭৬) এ শোক(যাই) এর শব্দে বিরতি দেয়া আবশ্যিক বিরতি(وقف لازم)। এর শব্দে বিরতি দিয়ে বিরতির পরবর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করতে হবে।

২. الْوَقْفُ التَّامُ -পূর্ণাঙ্গ বিরতি : تَام অর্থ পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ। এ ধরনের বিরতিতে বাক্য পূর্ণাঙ্গ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করে এবং পূর্ণ অর্থ বা ভাব প্রকাশের জন্য পরবর্তী বাক্যের সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে পরবর্তী বাক্যের সাথে সংযোগ হলে অর্থের তারতম্য হয় না। এ বিরতি দেয়া অনুমোদিত, সংযোগ দেয়াও অনুমোদিত। তবে সংযোগের চেয়ে বিরতি দেয়া উত্তম। বিরতি দিলে পরবর্তী শব্দ দিয়ে পাঠ পুনরাস্ত করতে হয়। এ বিরতিকে মুক্ত পূর্ণাঙ্গ বিরতি(وقف تام) কে ও বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ বিরতি(وقف تام) কে ও বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ বিরতি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন-

(২৯)-**الْفُرْقَان**(لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الْذِكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلنِّسَاءِ خَدُولًا

এ আয়াতে শব্দে বিরতি দেয়া পূর্ণাঙ্গ বিরতি(وقف تام)। বিরতি দিয়ে পরবর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করতে হবে।

৩. -الْوَقْفُ وَ الْجَائِزُ-অনুমোদিত বিরতি : এ বিরতিতে বাক্য পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করে, তবে সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশের জন্য পরবর্তী বাক্যের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এ বিরতি দেয়া এবং পরবর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করা উত্তম। তবে বিরতি দেয়া বা না দেয়া দু'টিই অনুমোদিত, দু'টিই সমান-সমান। অনুমোদিত বিরতি (কে ') ওقف جائز()' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বিরতি দিলে বিরতির পরবর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করা হয়।

৪. -يَعْلَمُ الْوَقْفُ-একত্রিত বিরতি : বদান্য কোরআনে কিছু স্থানে দু'টি অনুমোদিত বিরতি একত্রিত হয়েছে। দু'টি বিরতি অনুমোদিত হলেও শর্ত হচ্ছে একস্থানে বিরতি দিলে অপর স্থানে বিরতি দেয়া যায় না। একে দু'টি কাছাকাছি ' ' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(-২-الْبَقَرَة) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ بِهِ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

এ আয়াতের শব্দে অথবা ' ' শব্দে যে কোন একটিতে বিরতি দেয়া যাবে।

৫. -الْوَقْفُ وَ يَخْتَصُ كَافُ- বিরতি : কাফ অর্থ যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত। এ বিরতিতে বাক্য যথেষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তবে সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশের জন্য পরবর্তী বাক্যের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এ বিরতি দেয়া বা না দেয়া দু'টিই অনুমোদিত তবে বিরতির চেয়ে সংযোগ করা উত্তম। যথেষ্ট বিরতি (কে ') ওقف كاف()' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উল্লিখিত ৫ প্রকার বিরতির ক্ষেত্রে বিরতির পরবর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করা হয়।

৬. -الْوَقْفُ وَ سُو-বিরতি : অর্থ হাসন অর্থ উত্তম, ভাল। এ বিরতিতে বাক্যাংশ অর্থবহ বা বোধগম্য হয় কিন্তু অর্থটি পূর্ণাঙ্গ নয় কারণ পূর্ণাঙ্গ অর্থ ও ভাবপ্রকাশ করার জন্য তা অন্য অংশের উপর নির্ভরশীল। এটি আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যের ক্ষুদ্র অর্থবহ অংশ। এ বিরতি দেয়া যায় কিনা এবং বিরতির পরবর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করা যায় কি না এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। এ নিয়মাবলি জটিল হওয়ায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না। তবে প্রচলিত মত অনুসারে এ বিরতি কখনো করা যায় আবার কখনো করা যায় না- তা প্রকাশিত অর্থের উপর নির্ভরশীল। বিরতি দিলে তার পরবর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করা যায় না বলে

অধিকাংশ ধর্মজ্ঞদের মত । যে শব্দে বিরতি দেয়া হয়েছে সে শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করতে হয় । যেমন- **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**-আল্লাহ'র নাম দিয়ে শুরু করলাম' এ বিরতি দিলে তা অর্থবহ হয়, কিন্তু তা পরবর্তী অংশ এর **اَلْرَحْمَنِ اَلْرَحِيْمِ** সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় তা পূর্ণাঙ্গ ভাব প্রকাশ করে না ।

৭. -الْوَقْفُ الْقَبِيْحُ -কু-বিরতি : কীবিধ অর্থ কৃৎসিত । এ ধরনের বিরতি দিলে বাক্যটি অর্থবহ হয় না অথবা অসংলগ্ন অর্থ বহন করে অথবা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে । যেমন ‘**بِسْمِ اللّٰهِ اَلْرَحْمَنِ اَلْرَحِيْمِ**’ আয়াতে ‘নাম দিয়ে’ তা অর্থবহ হয় না । **إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِيْ**, **إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِيْ** (২৬)-الْبَقَرَةِ’ বাক্যে, ‘**لَمَّا**’ করেন না’ এ বিরতি দিলে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে । এ ধরনের বিরতি দেয়া অনুমোদিত নয় । ইচ্ছাকৃতভাবে তা করা অন্যায় । অনিচ্ছাকৃতভাবে বা জরুরি প্রয়োজনে এরূপ বিরতি দিলে বিরতির পূর্ববর্তী শব্দ থেকে বা যে শব্দ থেকে বাক্যাংশটি অর্থবহ হয় সে শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করতে হয় ।

সু-বিরতি এবং কু-বিরতি উভয়ই ^l চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় । এ চিহ্ন থাকলে তাতে কখনো বিরতি দেয়া যায় আবার কখনো বিরতি দেয়া যায় না তা প্রকাশিত অর্থের উপর নির্ভর করে । তবে বিরতি দিলে সে শব্দ বা তার পূর্ববর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করতে হয় । সহজীকরণের জন্য ^l চিহ্ন থাকলে বিরতি না দিয়ে পাঠ সংযোগ করা সুবিধাজনক ।

৪৪২০. -الْإِسْتَأْنَافُ -পাঠ পুনরাস্তকরণ : পাঠ বিরতি দিলে পাঠ পুনরাস্ত করতে হয় । বিরতি দেয়ার পর পাঠক যে কোন সুবিধাজনক শব্দ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করতে পারেন । এজন্য পাঠ পুনরাস্ত এচ্ছিক বলে গণ্য করা হয় । পাঠ পুনরাস্ত দু’ প্রকার ১. **أَسْتَأْنَافٌ** -সু-পুনরাস্ত এবং ২. **سُّنْسِنَةٌ** -কু-পুনরাস্ত ।

৪৪২১. -الْإِسْتَأْنَافُ الْحَسَنِ -সু-পুনরাস্ত : অর্থ তারতম্য সৃষ্টি করে না এরূপ অর্থবহ শব্দ বা বাক্যাংশ থেকে পাঠ পুনরাস্ত করাকে সু-পুনরাস্ত(হস্ন) বলে । এরূপ পুনরাস্ত অনুমোদিত ।

৪৪২২. -الْإِسْتَانَافُ الْقَبِيْح-কু-পুনরাস্ত : কোন শব্দ বা বাক্য থেকে পুনরাস্ত যদি অর্থবহ না হয় অথবা অর্থ তারতম্য ঘটায় অথবা বিপরীত অর্থ সৃষ্টি করে তবে তা থেকে পাঠ পুনঃ শুরু করা অনুমোদিত নয় ।
 যেমন-
 ১-**أَلْمَسَدِيَّ**-আবু লাহবের এবং ধ্বংস হল' অর্থবহ হয় না । আবার
 ২-**أَلْمَائِدَة**(**أَلْمَائِدَة**-৬৪)-আল্লাহ'র হাত আবদ্ধ' এটি বিপরীত অর্থ বহন করে । এ দু'টি কু-
 পুনরাস্ত(বাইরে) পাঠ পুনরাস্ত অনুমোদিত নয় ।

৪৪৩০. -الْقَطْعُ-পাঠ সমাপ্তি : অর্থ ছেদ, ক্ষাত্ত, ছিন্ন । বদান্য কোরআন পাঠ শেষ করে অন্য কাজে নিয়োজিত হওয়াকে পাঠ সমাপ্তি বা পাঠ ছেদ(ক্ষেত্রে) বলে । পাঠ সমাপ্তি কেবল পালা(**سُورَة**) শেষে অথবা শ্লোক(**যাই**) শেষে করা যায় । পাঠ সমাপ্ত করে আবার বদান্য কোরআন পাঠ করতে হলে তবে পাঠ সূচনা করার নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয় (পরিচ্ছেদ [৪৩৩০](#) দ্রষ্টব্য) ।

৪৫০০. পঞ্চম পরিচ্ছেদ

الْوَقْفُ عَلَىٰ أَوْاخِرِ الْكَلِم-শব্দ শেষে বিরতি

পাঠ মধ্যবর্তী শব্দে বিরতি দেয়ার প্রয়োজন হয় । শব্দে বিরতি দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে । বিভিন্ন পদ্ধতির বিরতির জন্য শব্দের শেষ বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য হয় । বিরতির জন্য উচ্চারণ পার্থক্য [৩২১০](#), [৩৩২০](#), [৩৩৩০](#) এবং [৩৩৬০](#) পরিচ্ছেদ আলোচনা করা হয়েছে । এ পরিচ্ছেদে কেবল বিরতির প্রকারভেদে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে । আরবি ভাষায় নীরবতা(**سُكُون**) দিয়ে কোন শব্দ শুরু হয় না, আবার কোন শব্দে বিরতি দিলে ঠিক উল্টো-নীরবতা(**سُكُون**) ব্যতীত কোন শব্দে বিরতি হয় না । শব্দে বিরতি ৫টি উপায়ে করা যায় যথা- ১. **الْسُكُونُ**-পরম নীরবতা, ২. **الْحَذْفُ**-রোঁক, ৩. **الْإِشْمَامُ**-ফুঁক, ৪. **الْمُحِضُ**-বর্জন এবং ৫. **الْإِبْدَالُ**-পরিবর্তন ।

৪৫১০. -الْسُكُونُ الْمُحِضُ-পরম নীরবতা : সাধারণতঃ শব্দের শেষ বর্ণে দীর্ঘায়ন(**مَد**) বা আ-ন-ত্ব(না থাকলে তবে সে শব্দে বিরতি দিলে শেষ বর্ণে নীরবতা(**سُكُون**) আরোপিত হয় । সম্পূর্ণ নীরবতা(**سُكُون مُحِض**) আরোপ করাকে পরম নীরবতা(**سُكُون**) বলে ।

৪৫২০. آلْرَوْمُ-রোঁক : শব্দের শেষ বর্ণে যদি উ-স্বর(ضَمَّة) অথবা ই-স্বর(كَسْرَة) থাকে তবে শ্রোতাকে এ স্বর(حَرْكَة) বোঝানোর জন্য শেষ বর্ণে রোঁক(রَوْم) আরোপ করে বিরতি দেয়া যায় (পরিচেদ [৩৪৫০](#) দ্রষ্টব্য)। এতে শেষ বর্ণের স্বর(حَرْكَة)কে খুব হালকাভাবে সাধারণতঃ তিনভাগের একভাগ পরিমাণ উচ্চারণ করা হয়। এ উচ্চারণ এত হালকা যে দূরবর্তীজন শুনতে পায় না, কেবল কাছের কানপাতা ব্যক্তি এমনকি অন্ধ ব্যক্তিও শুনতে পায়।

৪৫৩০. آلِإِلِشَّمَامِ-ফুঁক : শেষ বর্ণে কেবলমাত্র উ-স্বর(ضَمَّة) থাকলে তবে শ্রোতাকে এ উ-স্বর(ضَمَّة) বোঝানোর জন্য শেষ বর্ণে ফুঁক(أَشْمَام) আরোপ করে বিরতি দেয়া যায় (পরিচেদ [৩৪৬০](#) দ্রষ্টব্য)। এতে বর্ণে নীরবতা(سُكُون) দেয়ার সাথে সাথে ঠোঁট দুঁটিকে উ-স্বর(ضَمَّة) উচ্চারণের মতো বৃত্তাকার করা হয়। এতে কোন শব্দ বের হয় না কেবল ঠোঁটের ভঙ্গি দেখা যায়। কোন শব্দ বের না হওয়ায় অন্ধ ব্যক্তি তা বুঝতে পারে না।

নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালিত হলে শব্দ বিরতিতে রোঁক(রَوْম) অথবা ফুঁক(أَشْمَام) আরোপ করা যায়-

১. বদান্য কোরআন সরবে পঠিত হবে এবং পাঠ শোনার জন্য শ্রোতা থাকতে হবে।

২. শব্দের শেষ বর্ণে আ-স্বর(فَتْحَة), ন-ত্ব(نَوْيِن), দীর্ঘায়ন(مَد) বা বন্ধ-ত(تاء مَرْبُوطَة) থাকলে রোঁক(রَوْম) বা ফুঁক(أَشْمَام) করা যায় না। ব্যতিক্রম : ৪১-আল-أَعْرَاف (غَوَّاش) এবং ৪০) এ দুঁটি শব্দে রোঁক(রَوْম) করা যায়। কারণ মূল শব্দটি ই-স্বর(كَسْرَة) যুক্ত, বিশেষ কারণে তাতে ন-ত্ব(নَوْيِن) আরোপ করা হয়েছে।

৩. মূল শব্দ নীরবতা(সুকুন) যুক্ত হলে কিন্তু দুঁটি নীরবতা(সুকুন) একত্রিত হওয়ার কারণে স্বর(حَرْكَة) আরোপিত হলে তবে সেক্ষেত্রে রোঁক(রَوْম) বা ফুঁক(أَشْمَام) আরোপ করা যায় না। যেমন- এ বাক্যে প্রকৃত শব্দ দুঁটি হচ্ছে قُمْ এবং أَلْيَلْ দুঁটি নীরবতা(সুকুন) একত্রিত হওয়ায় قُمْ শব্দের শেষে নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয়েছে। এরপ ক্ষেত্রে রোঁক(রَوْম) বা ফুঁক(أَشْمَام) করা যায় না (পরিচেদ [৩৪৭২](#) দ্রষ্টব্য)।

৪৫৪০. حَذْفٌ-الْبَرْجَن : কিছু ক্ষেত্রে শব্দে বিরতি দিলে শেষ বর্ণ বা বর্ণের স্বর(হ্রকে) বর্জিত(হ্জফ) হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল-

১. উ-ন-ত্ব(تُّنُونِ بِالْكَسْرَةِ) এবং ই-ন-ত্ব(تُّنُونِ بِالضَّمَّةِ) এর ক্ষেত্রে ন-ত্ব(تُّنُونِ بِالْكَسْرَةِ) এর বিলুপ্তি হয় এবং শেষ বর্ণে নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয় (পরিচেদ [৩২১০](#) দ্রষ্টব্য)।
২. অতিরিক্ত দীর্ঘায়ন থাকলে তা বর্জিত হয় এবং কেবল মৌলিক দীর্ঘায়ন(মদ আচলি) আরোপিত হয় (পরিচেদ [৩২১০](#) দ্রষ্টব্য)।
৩. শব্দের শেষ বর্ণ বর্জিত উ-দীর্ঘায়ন(মদ بِالْأَلْوَاءِ) বা বর্জিত ই-দীর্ঘায়ন(মদ بِالْأَلْيَاءِ) থাকলে তা বিলুপ্ত হয় এবং শেষ বর্ণে নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয় (পরিচেদ [৩৩২০](#) দ্রষ্টব্য)।
৪. বর্জিত য বর্ণ থাকলে তা বর্জিত হয় (পরিচেদ [৩৩৩০](#) দ্রষ্টব্য)।

৪৫৫০. الْأَبْدَال-পরিবর্তন : কিছু ক্ষেত্রে শব্দে বিরতি দিলে শেষ বর্ণের স্বর(হ্রকে) এর পরিবর্তন(আব্দাল) ঘটে। নিম্নে তার বর্ণনা দেয়া হল-

১. আ-ন-ত্ব(تُّنُونِ بِالْفَتْحَةِ) থাকলে তবে তা আ-দীর্ঘায়ন(মদ بِالْأَلْفِ) এ রূপান্তরিত হয় (পরিচেদ [১১২৩](#) এবং [৩২১০](#) দ্রষ্টব্য)।
২. বন্ধ-ত(تَاءَ مَرْبُوطَة) বা া থাকলে তা এ ‘হ-হ’ এ রূপান্তরিত হয় এবং নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয় (পরিচেদ [৩২১০](#) দ্রষ্টব্য)।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আরবি ভাষায় নীরবতা(সুকুন) দিয়ে কোন শব্দ শুরু হয় না, আবার শেষ বর্ণে নীরবতা(সুকুন) ব্যতীত কোন শব্দে বিরতি হয় না। নীরবতা(সুকুন) দিয়ে কোন শব্দ শুরু হলে তার পূর্বে সংযোগ চালনা(হম্মেছ) বসে, শেষ বর্ণে নীরবতা(সুকুন) ব্যতীত কোন শব্দে বিরতি দিলে তার শেষ বর্ণের স্বর(হ্রকে) পরিবর্তিত হয়ে নীরবতা(সুকুন) আরোপিত হয়। দীর্ঘায়ন(মদ) বর্ণ নীরবতা(সুকুন) যুক্ত, তবে সাধারণতঃ নীরবতা(সুকুন) এর চিহ্ন দেয়া হয় না। ফলে সর্বশেষ বর্ণ দীর্ঘায়ন(মদ) থাকলে এবং এরপ শব্দে বিরতি দিলে শেষ বর্ণ দীর্ঘায়ন(মদ) নীরবতা(সুকুন) যুক্ত হওয়ায় এর পরিবর্তন হয় না।

৪৬০০. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

سَجْدَةُ الْتَّلَوَةِ-পাঠ প্রণিপাত

বদান্য কোরআনে ১৪টি মতান্তরে ১৫টি প্রণিপাত(سَجْدَة) এর শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) রয়েছে। এ সকল প্রণিপাত শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) পাঠ করলে পাঠকারী এবং শ্রোতা উভয়ের উপর প্রণিপাত(سَجْدَة) দেয়া কর্তব্য(وَاجِب) হয়ে যায়, কারও মতে শাস্ত্রীয়(সুন্নত-سُنَّة)। শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) এর মধ্যে প্রণিপাত(سَجْدَة) এর শব্দটি সাধারণতঃ একটি রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা হয় এবং শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) শেষে একটি বিশেষ চিহ্ন দেয়া থাকে। নামাজ(صَلَاة) রত অবস্থায় যেভাবে প্রণিপাত(سَجْدَة) দেয়া হয় ঠিক সেভাবে পাঠ-প্রণিপাত(سَجْدَةُ الْتَّلَوَة) দিতে হয়; অর্থাৎ পাক-পবিত্র এবং ওজু(وَضُوء) থাকা, ক্লেবলা(فِلْلَة)মুখি হওয়া, প্রণিপাত(سَجْدَة) দেয়ার পূর্বে এবং পরে আল্লাহ আকবার(الْلَّهُ أَكْبَر) বলা, প্রণিপাত(سَجْدَة) অবস্থায় প্রশংসা জপ বা তসবিহ(سُبْحَانَ رَبِّيِّ الْأَعْلَى) পড়া। নামাজরত অবস্থায় প্রণিপাত-শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) পড়া হলে তাৎক্ষণিক পাঠ-প্রণিপাত(سَجْدَةُ الْتَّلَوَة) দিতে হয়। প্রতিটি প্রণিপাত-শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) পাঠের জন্য একটি করে পাঠ-প্রণিপাত(سَجْدَةُ الْتَّلَوَة) দিতে হয়, তবে একটি প্রণিপাত-শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) একই স্থানে বার বার পড়া হলে তবে একবার পাঠ-প্রণিপাত(سَجْدَةُ الْتَّلَوَة)-الْتَّحْلُل, -الْرَّعْد, -الْأَعْرَاف, -নিম্নরূপ, (ءَايَةُ السَّجْدَة) নিম্নরূপ, ১৫টি পাঠ প্রণিপাত-শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) দিলে চলে। ১৫টি পাঠ প্রণিপাত-শোক(ءَايَةُ السَّجْدَة) নিম্নরূপ, ১৫-১৫, ২০৬-২০৬, ২৫-২৫, ২৬-২৬, ৬০-৬০, ৭৭-৭৭, ১৮-১৮, ৫৮-৫৮, ১০৭-১০৭, ৫০-৫০, ১৯-১৯, ২১-২১, ২০-২০, ৩৮-৩৮, ৬২-৬২, ৭৮-৭৮, ২৪-২৪, ১৯-১৯ এবং অন্যান্য প্রণিপাত পদ্ধতি একেকরকম।

৪৭০০. সপ্তম পরিচ্ছেদ

خَطُ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ-বদান্য কোরআনের লিখনশৈলী

বদান্য কোরআন লিখার জন্য বিভিন্ন ধরনের লিখনশৈলী(Font) ব্যবহৃত হয়। একেক ধরনের লিখনশৈলীতে বর্ণ(حِرْف) ও স্বর(مَدْهُون) এর আকৃতি এবং প্রয়োগ পদ্ধতি একেকরকম। লিখনশৈলী ভিন্ন হলেও উচ্চারণ একই। বাংলাদেশে প্রধানতঃ দু' ধরনের লিখনশৈলী প্রচলিত। একটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুদ্রিত বদান্য কোরআন যেটিতে অনুলিপি-শৈলী ব্যবহৃত হয়। মুদ্রণ শিল্প আবিক্ষারের পূর্বে অনুলিপিকারকগণ এ লিখন পদ্ধতিতে বদান্য কোরআন অনুলিপি(স্থানে স্থানে করতেন বলে এটির এ নাম। একে মদীনার কোরআন গ্রন্থ

(مُصْحَفُ الْمَدِينَة) ও বলা হয়। অপরটি ভারত উপমহাদেশে মুদ্রিত কোরআন, যেটিকে নন-আরব কোরআন গ্রন্থ (الْمُصْحَفُ الْعَجْمِي) বা পারস্য কোরআন গ্রন্থ বলা হয়। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে এটি বহুল ব্যবহৃত।

এজন্য একে উপমহাদেশীয় কোরআন গ্রন্থও বলা হয়। কিন্তু সুবিধার কথা বিবেচনা করে এ বইয়ে মদীনার কোরআন গ্রন্থ (مُصْحَفُ الْمَدِينَة) এর লিখনশৈলী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে এ দুটি লিখনশৈলীর উদাহরণ এবং উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে দেয়া হল-

বিষয়	মদীনার কোরআন- مُصْحَفُ الْمَدِينَة	উপমহাদেশীয় কোরআন- الْمُصْحَفُ الْعَجْمِي
লিখন	سُورَةُ الْمَسَد	سُورَةُ الْمَسَد
শৈলী	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (۱) مَا أَغْنَى عَنْهُ</p> <p>مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (۲) سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ</p> <p>لَهَبٍ (۳) وَأَمْرَأَهُ وَحَمَالَةُ الْحَاطِبِ (۴)</p> <p>فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ (۵)</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (۱) مَا أَغْنَى عَنْهُ</p> <p>مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (۲) سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ</p> <p>لَهَبٍ (۳) وَأَمْرَأَهُ حَمَالَةُ الْحَاطِبِ (۴)</p> <p>فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ (۵)</p>
ত্বুইন	<p>সাধারণ বোঝানোর জন্য, “ ও ” এবং “ আঁখাঁ ” ব্যবহৃত হয়। বিশেষ তথ্য ত্বুইন চিহ্ন দিয়ে রেখা করা হয়। এবং ক্ষেত্রে প্রথক এর পৃথক চিহ্ন দিয়ে রেখা করা হয়।</p>	<p>দুটি চিহ্ন দিয়ে রেখা করা হয়- “ ” ও “ ”। একই ধরনের চিহ্ন, আলাদা চিহ্ন নেই-</p> <p>كِتَابًا مُبَارَكًا، بَرْدٌ شَدِيدٌ</p>
স্কুন	<p>আঁকাবাঁকাও এর বর্ণ এবং আঁকাবাঁকাও এর ক্ষেত্রে প্রথক এর পৃথক চিহ্ন দিয়ে রেখা করা হয়।</p>	<p>আঁকাবাঁকাও এর বর্ণ এবং আঁকাবাঁকাও এর ক্ষেত্রে প্রথক এর পৃথক চিহ্ন দিয়ে রেখা করা হয়।</p>

বিষয়	মদীনার কোরআন-مُصَحَّفُ الْمَدِينَةِ	আলমুস্বত্ত উপমহাদেশীয় কোরআন-الْمُصَحَّفُ الْعَجْمِي
آدغাম	شَدَّةُ آدغَامٍ এর ক্ষেত্রে পরবর্তী বর্ণে আদগাম নাচ্চ থাকে না- وُجُوهٌ يَوْمَئِنْدِ، لَئِنْ بَسَطْتَ	شَدَّةُ آدغَامٍ এর ক্ষেত্রে পরবর্তী বর্ণে আদগাম নাচ্চ থাকে না- وُجُوهٌ يَوْمَئِنْدِ، لَئِنْ بَسَطْتَ
ألف এবং হম্রে	١. هَمْزَةُ ' এর সাথে যুক্ত হয়ে ' এর সাথে কোন অ্যালফ . ‘হَمْزَةُ قَطْعٌ-’ এবং ‘وَصْلٌ-’ হিসেবে থাকে। এর হ্রক্ত এ ‘হَمْزَةُ وَصْلٌ-’ এবং চিহ্ন থাকে না কিন্তু হ্রক্ত এ ‘হَمْزَةُ قَطْعٌ’ এবং চিহ্ন থাকে না দেয়া হয়। ২. مَدْ بِالْأَلْفِ ‘হَمْزَةُ قَطْعٌ’ এর পরে ছোট আলিফ বসানো হয়ে-‘হَمْزَة-ء’ এর পরে বর্ণ মাদ থাকলেও বর্ণে আমন-হয়ে-	١. هَمْزَةُ ' এর সাথে কোন অ্যালফ . ‘হَمْزَةُ قَطْعٌ-’ এবং ‘وَصْلٌ-’ এর চিহ্ন সবসময় আরোপিত হয় যেমন ١, ١ বা ! ٢. ‘হَمْزَةُ وَصْلٌ-’ এর উপর কোন চিহ্ন বা থাকে না। কিন্তু সংযোগ না হয়ে ‘হَمْزَةُ وَصْلٌ-’ উচ্চারিত হলে তবে তাতে হ্রক্ত এ ‘হَمْزَةُ قَطْعٌ’ এর মতো দেয়া হয়। ২. এরূপ ক্ষেত্রে অ্যালফ এর পরে ছোট আলিফ বসানো হয়ে-‘হَمْزَة-ء’
الله	مَدْ لِلَّهِ শব্দে দ্বিতীয় বর্ণে মাদ থাকলেও চিহ্ন লিখা হয় না- اللَّهُ	এক্ষেত্রে মাদ চিহ্ন লিখা হয়- اللَّه
বর্জিত বর্ণ	বর্জিত মাদ যাই এবং মাদ ও এর পরে যথাক্রমে ‘’ এবং ‘’ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়- يَلُونَ، إِلَفِهِمْ	বর্জিত মাদ যাই এবং মাদ ও এবং মাদ যাই এবং মাদ ও এবং বর্ণের নিচে ‘’ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়- يَلُونَ، إِلَفِهِمْ

বিষয়	مُصْحَفُ الْمَدِينَةِ-মদিনার কোরআন	الْمُصْحَفُ الْعَجْمِي-উপমহাদেশীয় কোরআন
বিভাজন	বদান্য কোরআন ৩০টি হাঁজে, প্রতি হাঁজে দুটি হাঁজে এবং প্রতি চারটি চতুর্থাংশ (রুব'ع) এ বিভক্ত। মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।	বদান্য কোরআন ৩০টি হাঁজে এ বিভক্ত। আবার ৭ দিনে পড়ার সুবিধার্থে ৭টি নীড়(মَنْزِل) এ বিভক্ত। প্রতি হাঁজে কয়েকটি রংকু (রُكُوع) এ বিভক্ত। মোট রংকু এর সংখ্যা ৫৫৪ ঘটাস্তরে ৫৪০টি। মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি।
الْوَقْفُ	সাত প্রকারের বিরতি রয়েছে যথা- ১. لَازِمٌ- আবাবি প্রকার এবং ২. مُطْلَقٌ- এটির প্রকারভেদ হল- ৩. لَازِمٌ- একই, ৪. مُتَعَالِقٌ- এটি এর মতো, ৫. جَائزٌ- একই, ৬. مُجَوَّزٌ- একই, ৭. كَافٌ- এটি এর মতো, ৮. حَسَنٌ- সু-বিরতি এবং ৯. قَيْحٌ- কু-বিরতি।	এটির প্রকারভেদ হল- ১. لَازِمٌ- একই, ২. مُطْلَقٌ- এটির প্রকারভেদ হল- ৩. لَازِمٌ- একই, ৪. مُتَعَالِقٌ- এটি এর মতো, ৫. جَائزٌ- একই, ৬. مُجَوَّزٌ- একই, ৭. كَافٌ- এটি এর মতো, ৮. حَسَنٌ- সু-বিরতি এবং ৯. قَيْحٌ- কু-বিরতি। এটির প্রকারভেদ হল- ১. لَازِمٌ- একই, ২. مُطْلَقٌ- এটির প্রকারভেদ হল- ৩. لَازِمٌ- একই, ৪. مُتَعَالِقٌ- এটি এর মতো, ৫. جَائزٌ- একই, ৬. مُجَوَّزٌ- একই, ৭. كَافٌ- এটি এর মতো, ৮. حَسَنٌ- সু-বিরতি এবং ৯. قَيْحٌ- কু-বিরতি। এটির প্রকারভেদ হল- ৩. لَازِمٌ- একই, ৪. مُتَعَالِقٌ- এটি এর মতো, ৫. جَائزٌ- একই, ৬. مُجَوَّزٌ- একই, ৭. كَافٌ- এটি এর মতো, ৮. حَسَنٌ- সু-বিরতি এবং ৯. قَيْحٌ- কু-বিরতি। এটির প্রকারভেদ হল- ৩. لَازِمٌ- একই, ৪. مُتَعَالِقٌ- এটি এর মতো, ৫. جَائزٌ- একই, ৬. مُجَوَّزٌ- একই, ৭. كَافٌ- এটি এর মতো, ৮. حَسَنٌ- সু-বিরতি এবং ৯. قَيْحٌ- কু-বিরতি। এটির প্রকারভেদ হল- ৩. لَازِمٌ- একই, ৪. مُتَعَالِقٌ- এটি এর মতো, ৫. جَائزٌ- একই, ৬. مُجَوَّزٌ- একই, ৭. كَافٌ- এটি এর মতো, ৮. حَسَنٌ- সু-বিরতি এবং ৯. قَيْحٌ- কু-বিরতি। এটির প্রকারভেদ হল- ৩. لَازِمٌ- একই, ৪. مُتَعَالِقٌ- এটি এর মতো, ৫. جَائزٌ- একই, ৬. مُجَوَّزٌ- একই, ৭. كَافٌ- এটি এর মতো, ৮. حَسَنٌ- সু-বিরতি এবং ৯. قَيْحٌ- কু-বিরতি।

৮৮০০. অষ্টম পরিচ্ছেদ

খালাসে-সারসংক্ষেপ

১. বদান্য কোরআন পরমেশ্বর মহান আল্লাহ'র বাণী এবং তাঁর কর্তৃক অবতীর্ণ। এ মহামান্তি গ্রন্থ সংশয় বিহীন, সত্যের দিশারি। ঐশ্বীসঞ্চারে ফেরেশতা জিব্রাইল(আঃ) এর মাধ্যেমে আল্লাহ'র রাসুল(সাঃ) এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছর সময় ব্যাপী তা ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

২. প্রয়োজন অনুযায়ী বদান্য কোরআন শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রতিপাল্য), প্রয়োজনের অতিরিক্ত বদান্য কোরআন শিক্ষা পরিপূরক প্রতিপাল্য) এবং মুখস্থ করা পরিপূরক কর্তব্য (وَاجِبٌ) (কِفَايَةٌ)। যথাযথ উচ্চারণে বদান্য কোরআন পাঠ প্রতি মুসলমানের কর্তব্য (وَاجِبٌ عَيْن)।

৩. উত্তমায়ন(تَجْوِيد) হচ্ছে উত্তমরূপে বদান্য কোরআন পাঠ যথা- বর্ণগুলো যথাস্থান থেকে উচ্চারণ করা, বর্ণগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটিয়ে তোলা, স্বর(حَرَكَة) ও দীর্ঘায়ন(مَد) এর ব্যাপ্তি যথাযথভাবে প্রদান করা এবং যথাস্থানে বিরতি দেয়া। উত্তমায়ন(تَجْوِيد) এর তিনটি স্তর রয়েছে- ক. تَدْوِير. খ. تَرْتِيل. খ. حَدَر. গ. تَدْوِير. খ. تَرْتِيل।

৪. হচ্ছে উচ্চারণ বিভাট। এটি দু' প্রকার,

ক. سُন্ত-স্পষ্ট বিভাট : এ উচ্চারণ ক্রটির ফলে শব্দের ব্যৃৎপত্তিগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন অতিরিক্ত বর্ণ যুক্ত করা, কোন বর্ণকে বাদ দেয়া, এক বর্ণ বা স্বর(حَرَكَة) এর পরিবর্তে অন্যটি উচ্চারণ করা। ইচ্ছাকৃতভাবে এ ক্রটি করা নিষিদ্ধ(حرَام)।

খ. سুন্ত খন্তি-সুন্ত খন্তি বিভাট : এ উচ্চারণ ক্রটির ফলে কেবল পাঠ নিয়মাবলির ব্যত্যয় ঘটে, শব্দের অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন- যথাযথ দীর্ঘায়ন(মَد) না করা, গুণগুণ(غُنَّة), সন্ধি(أَدْغَام), সংগৃহণ(أَحْفَاء), উল্টন(أَقْلَاب), পরিস্ফুটন(أَظْهَار), মোটাকরণ(تَفْخِيم) ও চিকনকরণ(تَرْقِيق) না করা, বর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ যথাযথভাবে ফুটিয়ে না তোলা। অধিকাংশের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে এ ক্রটি করা নিষিদ্ধ(حرَام), অন্যমত মতে নিন্দনীয়(مَكْرُوه), অন্যমত মতে নিন্দনীয়(حرَام)।

৫. পাঠ শুরুর সময় **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** এবং পড়াকে নিষ্ক্রিয়(أُسْتَعَاذَة) পড়াকে নামজপ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) বলে।

৬. পালা(سُورَةٌ) এর প্রথম থেকে পাঠ সূচনা করলে প্রথমে নিষ্ঠতি(أَسْتَعِادَةً) তারপর নামজপ(بِسْمِلَةً) পাঠ করার পর পালা(سُورَةٌ) পাঠ শুরু করা হয়। নিষ্ঠতি(أَسْتَعِادَةً), নামজপ(بِسْمِلَةً) এবং পালা(سُورَةٌ)’র প্রথম এ তিনটি পৃথক করে অথবা যেকোন দুটি সংযোগ করে ও অপরটি পৃথক করে অথবা কোন বিরতি না দিয়ে তিনটি সংযোগ করে পাঠ সূচনা করা যায়। পালা(سُورَةٌ)’র মধ্য থেকে পাঠ সূচনার ক্ষেত্রেও এ ভাবে পড়া যায়।

৭. পালা(سُورَةٌ)’র মধ্য থেকে পাঠ সূচনা করলে প্রথমে নিষ্ঠতি(أَسْتَعِادَةً) তারপর পালা(سُورَةٌ) পাঠ শুরু করা যায়। নিষ্ঠতি(أَسْتَعِادَةً) এবং পালা(سُورَةٌ)’র প্রথম এ দুটি পৃথক করে অথবা সংযোগ করে পালা(سُورَةٌ)’র মধ্য থেকে পাঠ সূচনা করা যায়।

৮. এক পালা(سُورَةٌ) শেষ করে পরবর্তী পালা(سُورَةٌ) পাঠের ক্ষেত্রে দুই পালা(سُورَةٌ) এর মাঝে নিষ্ঠতি(أَسْتَعِادَةً) না পড়ে কেবল নামজপ(بِسْمِلَةً) পড়া হয়। এক্ষেত্রে প্রথম পালা(সূরা)’র শেষ, নামজপ(بِسْমِلَةً) ও পরবর্তী পালা(সূরা)’র প্রথম এ তিনটিকে পৃথক করে অথবা তিনটিকে সংযোগ করে অথবা প্রথম পালা(সূরা)’র শেষে বিরতি দিয়ে তারপর নামজপ(بِسْমِلَةً) ও পরের পালা(সূরা)’র প্রথম সংযোগ করে পাঠ করা যায়। প্রথম পালা(সূরা)’র শেষ এবং নামজপ(بِسْমِلَةً) সংযোগ করে বিরতি দিয়ে তারপর পরবর্তী পালা(সূরা)’র প্রথম পৃথক করে পাঠ নিয়মসিদ্ধ নয়।

৯. তওবা পালা(سُورَةٌ)তে নামজপ(بِسْমِلَةً) (أَسْتَعِادَةً) নেই। সাধারণতঃ কেবল নিষ্ঠতি(أَسْتَعِادَةً) পড়ে তওবা পালা(سُورَةٌ) পাঠ শুরু করা হয়। নিষ্ঠতি(أَسْتَعِادَةً) ও তওবা পালা(سُورَةٌ) এ দুটির মধ্যবর্তী বিরতি দেয়া যায় আবার সংযোগ করেও পড়া যায়। আন্ফাল পালা(سُورَةٌ) পাঠ শেষ করে তওবা পালা(সূরা) পাঠ শুরু করলে নিষ্ঠতি(أَسْتَعِادَةً) বা নামজপ(بِسْমِلَةً) কোনটিই পড়া হয় না। আন্ফাল পালা(সূরা) এর পর বিরতি দিয়ে অথবা স্কেত্তা-নিষ্ঠুরতা দিয়ে অথবা তা না দিয়ে তওবা পালা(سُورَةٌ) (أَسْتَعِادَةً)’র সাথে সংযোগ করে পাঠ করা যায়।

১০. বদান্য কোরআন পাঠ মধ্যবর্তী বিরতি দেয়াকে وقف বলে। পাঠের সময় শব্দ বোঝা বা পরীক্ষণের জন্য বিরতিকে পরীক্ষণ(أَخْتَبَارِي), শারীরিক জরুরি কারণে বিরতিকে নিরূপায়(أَضْطَرَارِي) এবং পাঠপদ্ধতি অনুশীলন করতে পাঠ পুনরাবৃত্তির জন্য বিরতিকে অপেক্ষমাণ(أَنْتَظَارِي) বিরতি বলে। এ তিন বিরতি অনৈচ্ছিক। যে শব্দে বিরতি হবে তা পুনরাভ্যোগ্য হলে সে শব্দ থেকে নতুবা তার পূর্ববর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনারাবৃত্ত করা যায়।

১১. **وَقْفٌ أَخْتِيَارٍ**-এটিক তথা পাঠকের ইচ্ছায় বিরতি। এ বিরতি ৭ প্রকারের হতে পারে-**لَا زِمْ-আবশ্যিক**, **‘’-পূর্ণাঙ্গ ‘’-সংযোগের চেয়ে বিরতি উত্তম, **جَائز-অনুমোদিত**, **‘’-সংযোগ-বিরতি সমান সমান, একত্রিত বিরতি-অনুমোদিত তবে কেবল একস্থানে বিরতি দেয়া যায়, **كَاف-যথেষ্ট**, **‘’-বিরতির চেয়ে সংযোগ উত্তম**। যে শব্দে বিরতি হবে তার পূর্ববর্তী শব্দ থেকে পাঠ পুনরাবৃত্ত করতে হয়। বিরতির চেয়ে সংযোগ করা সুবিধাজনক।****

১২. পাঠ বিরতি দেয়ার পর অর্থ তারতম্য সৃষ্টি করে না এরপ অর্থবহ শব্দ বা বাক্যাংশ থেকে পাঠ পুনরাবৃত্ত করাকে **سُু-পুনরাবৃত্ত বলে**। এটি অনুমোদিত।

১৩. কোন শব্দ বা বাক্য থেকে পুনরাবৃত্ত যদি অর্থবহ না হয় অথবা অর্থ তারতম্য ঘটায় অথবা বিপরীত অর্থ সৃষ্টি করে তবে তা **কু-পুনরাবৃত্ত যা অনুমোদিত নয়**।

১৪. বদান্য কোরআন পাঠ শেষ করে অন্য কাজে নিয়োজিত হওয়াকে **পাঠ-قطع** সমাপ্তি বলে। পালা(সুরা) শেষে অথবা শোক(আয়া) শেষে পাঠ সমাপ্তি করা যায়।

১৫. শব্দে বিরতি দিলে শেষ বর্ণ- পরম নীরবতা(**سُكُون مُحِض**), ঝোঁক(**رَوْم**), ফুঁক(**شَمَام**), বর্জন(**حَذْف**) বা পরিবর্তন(**أَبْدَال**) আরোপ করে বিরতি দেয়া যায়।

১৬. বদান্য কোরআনে ১৫টি প্রণিপাত শোক(**إِيَّاهُ الْسَّجْدَة**) রয়েছে। এ ১৫টি প্রণিপাত শোক(**سَجْدَةُ الْتَّلَوَة**) করা কর্তব্য হয়, পাঠ করা হলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়ের উপর পাঠ-প্রণিপাত-শোক(**وَاجِب**) পাঠের জন্য একটি করে মতান্তরে শান্তীয়(**سُنّة**)। নামাজের শর্তাবলি মতে প্রতিটি প্রণিপাত-শোক(**إِيَّاهُ الْسَّجْدَة**) পাঠের জন্য একটি করে পাঠ-প্রণিপাত(**سَجْدَةُ الْتَّلَوَة**) দিতে হয়।

১৭. বাংলাদেশে পবিত্র কোরআনের দু'টি মুদ্রণ প্রচলিত- একটি 'মুস্খ মদিনা' এবং অপরটি 'المُصَحَّفُ، 'الْعَجمِي'

৪৯০০.নবম পরিচ্ছেদ

অনুশীলন-৮ : ৮- تَمْرِين-

أَلْقُرْءَانُ الْمُلَوْنُ بِأَصْوَلِ التَّجْوِيدِ - উত্তমায়ন নিয়ম সম্বলিত রঙিন কোরআন

উত্তমায়ন সহ বদান্য কোরআন পাঠ করার সুবিধার্থে বর্তমানে উত্তমায়ন (تَجْوِيد) এর নিয়মাবলি সম্বলিত রঙিন কোরআন পাওয়া যায়। এরপে কোরআনে উত্তমায়ন (تَجْوِيد) এর একেক নিয়ম একেক রঙে দেয়া হয় ফলে কোন্ নিয়ম আরোপিত হবে তা বোঝা যায়। নিম্নে বিভিন্ন নিয়ম আরোপের উদাহরণ দেয়া হল।

আরোপিত রঙ সংকেত	বিবরণ
	গাঢ় লাল- আবশ্যিক দীর্ঘায়ন(মাদ লার্জ)। স্বর(হার্কে) এর ৬ গুণ। ع বর্ণের ক্ষেত্রে ৪ গুণ করা যেতে পারে।
	صَوَافٌ، الْمَ، نَ، عَسَقَ
	লাল- সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(মাদ মুচ্চিল ও মুন্ফাসিল)। স্বর(হার্কে) এর ৪ বা ৫ গুণ। দুটি শব্দের মধ্যে হলে তবে শব্দ সংযোগ(ওচল) করলে তা প্রযোজ্য হবে।
	مَاء، حَاء، يَأْبَتِ، فِي أَيِّ
	গোলাপী- পার্শ্ব এবং সহজ(عَارِض-লিন) দীর্ঘায়ন। স্বর(হার্কে) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ। কেবল শব্দে বিরতি দিলে প্রযোজ্য।
	نَسْتَعِينَ، مَمْنُونَ، خَوْفِ
	কমলা- সাধারণ দীর্ঘায়ন। স্বর(হার্কে) এর ২ গুণ।
	كَهِيْعَصَ، قَالَ، نَبِيَّ، أَتَانَا
	হালকা বেগুনি- অনুচ্চারিত বর্ণ(حُرف لَا يُلفظ)।
	قَالُوا، أُولَئِكَ، نَالُوا

	সবুজ- গুণগুণ(غُنَّة) ।
	ধূসর- সন্ধি(أَدْغَام) বা শব্দ সংযোগে উচ্চারণ বিলুপ্তি । দুটি শব্দের মধ্যে হলে তবে শব্দ সংযোগ(وصل) করলে তা প্রযোজ্য হবে ।
	آلِسَمَاءَ، مِنَ الْأَرْضِ، فِي الْسِّينِ، أَنْ لَنْ، مِنْ رِزْقِهِ، شَيْءٌ رِزْقًا، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّبِينَ
	ধূসর+সবুজ- সন্ধি+গুণগুণ(غُنَّة) । দুটি শব্দের মধ্যে হলে তবে শব্দ সংযোগ(وصل) করলে তা প্রযোজ্য হবে ।
	إِنْ تَشَاءُ، لَهُمْ مِنْ، مِنْ مَاءِ مَهِينَ، عَامِلَةً نَاصِبَةً
	বাদামি+সবুজ- সংগৃহি+গুণগুণ(غُنَّة) । দুটি শব্দের মধ্যে হলে তবে শব্দ সংযোগ(وصل) করলে তা প্রযোজ্য হবে ।
	مَنْضُودٌ، مَنْقُوصٌ، عَيْنٌ حَارِيَةٌ، كُنْتُمْ بِهِ
	বেগুনি+সবুজ- উল্টন+গুণগুণ(غُنَّة) । দুটি শব্দের মধ্যে হলে তবে শব্দ সংযোগ(وصل) করলে তা প্রযোজ্য হবে ।
	مِنْ بَعْدِ، أَنْبَأَكَ، عَلَيْمٌ بِذَاتِ
	নীল- আলোড়ন(قلقلة) ।
	الْحَقُّ، لُقْمَانُ، الْدِّينُ، الْطَّارِقُ، حَبَّ
	। (ত্বক্ষিম হ্রফ র ও হ্রফ ল) ও বর্ণের মোটাকরণ(ল) র
	بَرَّةُ، شَرَّ، الضَّرُّ، كَرَّةُ، سُرُّ، الْلَّهُ، مِنَ الْلَّهِ، قُلْ هُوَ الْلَّهُ

سُورَةُ الْحَاقَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَةُ (۱) مَا الْحَاقَةُ (۲) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ (۳) كَذَبَتْ شَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
 (۴) فَأَمَّا شَمُودٌ فَأَهْلَكُوا بِالْطَّاغِيَةِ (۵) وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرِصَرٍ عَاتِيَةٍ (۶)
 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَائِنُوكَمْ
 أَعْجَازٌ نَخْلٌ خَاوِيَةٍ (۷) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (۸) وَجَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَ
 وَالْمُؤْنَفَكَتُ بِالْخَاطِئَةِ (۹) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ رَبَّيَةً (۱۰) إِنَّا لَمَّا
 طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (۱۱) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذَكِّرَةً وَتَعِيَّةً (۱۲)
 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نُفْخَةً وَاحِدَةً (۱۳) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجَبَالُ فَدَكَتَا دَكَّةً
 وَاحِدَةً (۱۴) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (۱۵) وَأَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً (۱۶)
 وَالْمَلَكُ عَلَى آرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً (۱۷) يَوْمَئِذٍ تُعَرَضُونَ
 لَا تَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيَةً (۱۸) فَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ وَيَمِينَهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ أَقْرَعُوا كِتَابِيَةً
 (۱۹) إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حَسَابِيَةً (۲۰) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (۲۱) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
 (۲۲) قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ (۲۳) كُلُوا وَآشِرُبُوا هَنِيَّةً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (۲۴)
 وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ وَبِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتِنِي لَمْ أُوتْ كِتَابِيَةً (۲۵)

	আবশ্যিক দীর্ঘায়ন() এর ৬ গুণ। স্বর() (মদ লাজম) এর ৮ বর্ণে ৪ গুণ।		। (انْعَام + غُنْمَة) ()
	সংযুক্ত/বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন() এর ৪ বা ৫ গুণ।		সংগৃহিত+গুণগুণ()
	পার্শ্ব ও সহজ() এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ। স্বর() (عَارِض - لِين) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ।		। (انْحِفَاء + غُنْمَة) ()
	সাধারণ দীর্ঘায়ন() এর ২ গুণ।		। (অনুচ্ছারিত বর্ণ) ()
	গুণগুণ()।		। (فَلَقَنَة) ()
	সঞ্চিত() বা শব্দ সংযোগে উচ্চারণ বিলুপ্তি।		। (فَنْحِيم) حَزْف রَوَحْف ল ()

وَلَمْ أَدْرِ مَا حَسَابِيَةٌ ۝ ۲۶ ۝ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ ۲۷ ۝ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ ۝ ۲۸ ۝
 هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَةٌ ۝ ۲۹ ۝ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ۝ ۳۰ ۝ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ ۝ ۳۱ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ
 ذَرْعُهَا سَبَعُونَ ذَرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ۝ ۳۲ ۝ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝ ۳۳ ۝ وَلَا
 يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ ۳۴ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَلَهْنَا حَمِيمٌ ۝ ۳۵ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا
 مِنْ غَسِيلِنِ ۝ ۳۶ ۝ لَا يَأْكُلُهُ وَإِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝ ۳۷ ۝ فَلَا أُقْسُمُ بِمَا تُبَصِّرُونَ ۝ ۳۸ ۝ وَمَا لَا
 تُبَصِّرُونَ ۝ ۳۹ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ۴۰ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
 ۴۱ ۝ وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۝ ۴۲ ۝ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۴۳ ۝ وَلَوْ
 تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ ۴۴ ۝ لَا خَدَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ۴۵ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
 ۴۶ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝ ۴۷ ۝ وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرَهُ لِلْمُتَقِينَ ۝ ۴۸ ۝ وَإِنَّا
 لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ۝ ۴۹ ۝ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ ۵۰ ۝ وَإِنَّهُ لَحَقٌ الْيَقِينِ
 ۵۱ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ ۵۲ ۝

	আবশ্যিক দীর্ঘায়ন(স্বর)। (মদ লার্ম) এর ৬ গুণ। উ. বর্ণে ৮ গুণ।		সঙ্কি+গুণগুল(গুণ)। (آندغام+غُنَّة)
	সংযুক্তবিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(স্বর)। (মদ মুচিল-মুচিল) এর ৪ বা ৫ গুণ।		সংগৃষ্ণি+গুণগুল(গুণ)। (آخْفَاء+غُنَّة)
	পার্শ্ব ও সহজ(স্বর)। দীর্ঘায়ন। (মদ লার্ম) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ।		উল্টন+গুণগুল(গুণ)। (آفْلَاب+غُنَّة)
	সাধারণ দীর্ঘায়ন। (স্বর) এর ২ গুণ।		অনুচ্ছারিত বর্ণ। (حَرْف لَا يُلْنَظ)
	গুণগুল(গুণ)।		আলোড়ন। (فَلَقَّة)
	সঙ্কি(গুণ)। বা শব্দ সংযোগে উচ্চারণ বিলুপ্তি।		র ও বর্ণের মোটাকরণ(র)। (فَخِيم حَرْف ر وَحَرْف ل)

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بَعْدَ أَبِرْ وَاقِعٍ ۝ لِكَفَرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ
 ۝ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفًا سَنَةً ۝
 فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَعِيدًا ۝ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ الْسَّمَاءُ
 كَالْمُهْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝ يُصَرِّونَهُمْ
 يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَنِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝ وَفَصِيلَتِهِ
 الَّتِي تُسْوِيهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى ۝ نَزَاعَةً
 لِلشَّوَّى ۝ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلُقَ
 هَلُوْعًا ۝ إِذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنْوِعًا ۝ إِلَّا الْمُصَدِّلُ
 الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝
 لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الْدِينِ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ
 رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
 حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

	আবশ্যিক দীর্ঘায়ন()। অর() এর ৬ শুণ।		সক্রিয়+	গুণাতন()।
	সংযুক্ত/বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন()। অর() এর ৪ বা ৫ শুণ।		সংশ্লিষ্ট+	গুণাতন()।
	পার্শ্ব ও সহজ()। অর() এর ২, ৪ অথবা ৬ শুণ।		টল্টন+	গুণাতন()।
	সাধারণ দীর্ঘায়ন()। অর() এর ২ শুণ।		অনুচ্ছারিত	বর্ণ()।
	গুণাতন()।		আলোড়ন()।	
	সক্রিয়()। বা শব্দ সংযোগে উচ্চারণ বিলুপ্তি।		র	(নথিম হ্রফ র ও হ্রফ ল) ও বর্ণের মোটাকরণ()।

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {55} وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَنَّا تَهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {56} وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَدَاتِهِمْ قَائِمُونَ {57} وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {58} أُولَئِكَ فِي جَنَّاتِ مُكَرَّمَوْنَ {59} فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ {60} عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ عَزِيزَ {61} أَيْطَمَعُ كُلُّ أَمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخِلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ {62} كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مَمَّا يَعْلَمُونَ {63} فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَدْرُونَ {64} عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ {65} فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوَعَّدُونَ {66} يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سَرَّا عَلَىٰ كَانُوهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوَفِّضُونَ {67} خَاسِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوَعَّدُونَ {68}

সুরা নুহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمَهُ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {1} قَالَ يَقُومُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ {2} أَنْ أَعْبُدُو أَللَّهَ وَأَتَقُوْهُ وَأَطِيعُونِ {3} يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمٍّ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ طَلَوْ كُتُمْ تَعْلَمُونَ {4} قَالَ رَبِّي إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا {5} فَلَمْ يَزْدِهِمْ دُعَائِي إِلَّا فَرَأَاهُمْ

	আবশ্যিক দীর্ঘায়ন(মুক্তি)। স্বর(কৃত) এর ৬ গুণ।		সক্রিয়+গুনগুণ(গুণ)।
	সংযুক্ত/বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন(মুক্তি)। স্বর(কৃত) এর ৪ বা ৫ গুণ।		(আঁধ্যাতে)+গুণগুণ(গুণ)।
	পার্শ্ব ও সহজ দীর্ঘায়ন(মুক্তি)। স্বর(কৃত) এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ।		উল্টোন+গুনগুণ(গুণ)।
	সাধারণ দীর্ঘায়ন(মুক্তি)। স্বর(কৃত) এর ২ গুণ।		(হ্রস্ব লাইনেটের্স)।
	গুনগুণ(গুণ)।		আলোড়ন(ফেলেটেল)।
	সক্রিয় দীর্ঘায়ন(মুক্তি)। বিলুপ্তি।		(ক্ষণিক হ্রস্ব র হ্রস্ব ল ল র)

(٦) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِي إِذَا نِهَمْ وَأَسْتَعْشُوا شِيَابِهِمْ
 وَأَصْرَوْا وَأَسْتَكَبَرُوا أَسْتَكَبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ
 وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩) فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَافِرًا (١٥) يُرِسِّلِ
 الْسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا (١٤) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ
 لَكُمْ أَنْهَرًا (١٢) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٦) وَقَدْ خَلَقْتُمْ أَطْوَارًا (١٨) أَلَمْ
 تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا (١٩) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
 الشَّمْسَ سِرَاجًا (٢٠) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (٢١) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا
 وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (٢٢) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (٢٣) لَتَسْلُكُوهَا مِنْهَا سُبُلًا
 فِجَاجًا (٢٤) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلْدُهُ وَإِلَّا
 خَسَارًا (٢٥) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا (٢٦) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ إِلَهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا
 سُوَاعًا وَلَا يَعْوَثَ وَيَعْوَقَ وَنَسْرًا (٢٧) وَقَدْ أَضْلَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
 ضَلَالًا (٢٨) مَمَّا خَطَّيْتُهُمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَحْدُوْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 أَنْصَارًا (٢٩) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا (٣٠) إِنَّكَ إِنْ
 تَذَرْهُمْ يُضْلِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلْدُوْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا (٣١) رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدِي وَلِمَنْ
 دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٣٢)

	আবশ্যিক দীর্ঘ্যান()। অর ৬ গুণ। স্বর()। (মুদ্রার লাইসেন্স)।		। (অ্যাম+গুণ)।
	সংযুক্তবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ্যান()। অর ৪ বা ৫ গুণ। স্বর()। (মুদ্রার লাইসেন্স)।		। (অ্যাম+গুণ)।
	পার্শ্ব ও সহজ()। দীর্ঘ্যান। স্বর()। (অর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ। উল্টন+গুণ)।		। (অ্যাম+গুণ)।
	সাধারণ দীর্ঘ্যান()। অর ২ গুণ। স্বর()। (অর ২ গুণ। অনুচ্ছারিত বর্ণ)।		। (অ্যাম+গুণ)।
	গুণগুণ()।		। (অ্যাম+গুণ)।
	সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ্যান()। বা শব্দ সংযোগে উচ্চারণ বিলুপ্তি।		। (অ্যাম+গুণ)।

سُورَةُ الْجِنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿٤﴾ يَهْدِي إِلَيْ
الْرُّشْدِ فَيَأْمَنَّا بِهِ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
وَلَا وَلَدًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا ظَنَّنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ
الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْوِذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ
الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا ﴿٩﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَّتُمْ أَنْ لَنْ يَعْثِثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا
لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهِبَا ﴿١١﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْدُعُ مِنْهَا مَقْدَعًا
لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعُ إِلَآنَ يَجْدِلُهُ شَهَابًا رَصَدًا ﴿١٢﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرَّ أُرِيدَ بِمَنْ
فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٣﴾ وَأَنَّا مِنَ الْصَّالِحُونَ وَمَنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا
طَرَائِقَ قَدَدًا ﴿١٤﴾ وَأَنَّا ظَنَّنَا أَنْ لَنْ تُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٥﴾
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ إِمَانًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا ﴿١٦﴾
وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحرَّوْا رَشَدًا ﴿١٧﴾ وَأَمَّا
الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَاطِبًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّ لَوْ أَسْتَقَامُوا عَلَىٰ الْطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً
غَدَقًا ﴿١٩﴾ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا

	আবশ্যিক দীর্ঘায়ন()। এর ৬ গুণ। স্বর()। (মদ লার্ম) (হ্রকে)।		সঞ্চি+গুণগুণ()। (অ্যাংগাম+গুণ)
	সংযুক্ত/বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন()। এর ৪ বা ৫ গুণ। সংশ্লিষ্ট+গুণগুণ()। (অ্যাংশনা+গুণ)		সংশ্লিষ্ট+গুণগুণ()। (অ্যাংশনা+গুণ)
	পার্শ্ব ও সহজ()। এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ। পার্শ্ব-লিন()। (হ্রকে)। (গুরুত্ব-লিন)।		উচ্চন+গুণগুণ()। (অ্যাংলাব+গুণ)
	সাধারণ দীর্ঘায়ন()। এর ২ গুণ। সাধারণ দীর্ঘায়ন()। (হ্রকে)। (অঙ্গাচ্চনি)		(খর্ফ লাইনেট)। (অনুচ্ছারিত বর্ণ)
	গুণগুণ()।		আলোড়েন()। (ফল্কেল)
	সঞ্চি()। এর শব্দ সংযোগে উচ্চারণ বিলুপ্তি।		১. (নথিম হ্রফ র হ্রফ ল)। এর শব্দ সংযোগে উচ্চারণ বিলুপ্তি।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ الَّهِ أَحَدًا ﴿٢٤﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ الَّهِ يَدْعُوهُ
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنِّي
لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢٦﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ الَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ إِلَّا بَلَّغَاهُ مِنَ الَّهِ وَرَسَالَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ الَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لَهُ
نَارٌ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مِنْ أَضْعَافِ
نَاصِرِاً وَأَقْلُّ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا
﴿٢٩﴾ عَلِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٩﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فِإِنَّهُ
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٩﴾ لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ
وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٣٠﴾

	আবশ্যিক দীর্ঘায়ন()। স্বর() এর ৬ গুণ। স্বরে ৪ গুণ।		সঙ্কি+গুনগুন()।
	সংযুক্ত/বিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ন()। স্বর() এর ৪ বা ৫ গুণ।		সংঙ্গিঃ+গুনগুন()।
	পার্শ্ব ও সহজ()। স্বর() এর ২, ৪ অথবা ৬ গুণ।		উল্টন+গুনগুন()।
	সাধারণ দীর্ঘায়ন()। স্বর() এর ২ গুণ। (মন্দ অচিলি)।		(হ্রফ লাইনেট)।
	গুনগুন()।		আলোড়ন()।
	সঙ্কি() বা শব্দ সংযোগে উচ্চারণ বিলুপ্তি।		(নেগ্যিম হ্রফ র হ্রফ L)।

سُورَةُ الْأَنْفَالِ، ১১১، ১২৫	فَتْحَةُ، ১৯، ২০، ২১، ২২، ২৩، ২৭، ২৮، ৩০، ৫২، ৫৮، ৫৯، ৬০، ৬১، ৬৪، ৭৮، ৮৩، ৮৪، ৮৬، ৯২، ১১৭، ১১৮	مَدْ لَازِمٍ، ৫১، ৫২	سَسْخَانٌ، ১২০
سُورَةُ الْتَّوْبَةِ، ১১০، ১১১، ১২৫	فَرْضٌ، ৯৮، ১২৪	مَدْ أَصْلَى، ৪৯، ৫১، ৬১، ৮১	هِجْرِيٌّ، ১০৪
سُورَةُ مَدَيْنَةٍ، ৯৮	فَرْضُ عَيْنٍ، ৯৮، ১২৪	مَدْ بِالْأَلْفِ، ২১، ২২، ২৪، ৫০، ৫৮، ৬৩، ৮২، ৮৩، ৯২، ১১৯، ১২২	هِمْزَةٌ، ১১، ১৪، ১৮، ২২، ২৪، ২৮، ৪৯، ৫০، ৫৭، ৫৮، ৬১، ৬৩، ৭৯، ৮৪، ৯১، ১২২
سُورَةُ مَكَيْتَةٍ، ৯৮	فَرْضُ كَفَائِيَّةٍ، ৯৮، ১২৪	مَدْ بِالشَّدَّةِ، ২৩	হِمْزَةُ قَطْعٍ، ২৪، ৫০، ১২২
شَدَّةُ، ২৩، ২৬، ২৮، ২৯، ৪৯، ৫০، ৫১، ৫৩، ৫৪، ৫৫، ৫৬، ৬১، ৬২، ৬৩، ৭৮، ৮১، ৮২، ৯১، ১২২	فَرْعَىٰ، ১১، ১৫	مَدْ بِالْأَلْوَادِ، ১৮، ২১، ৮১، ১১৯، ১২২	হِمْزَةُ مُسْهَّةٍ، ৮৪، ৯১، ৯৪، ৯৬
شَدَّةُ بِالْأَصْسَمَةِ، ২৩	فَارِئٌ، ১০৪	مَدْ بِالْأَيَاءِ، ২১، ১১৯، ১২২	হِمْزَةُ وَاصْلُ، ২৫، ২৬، ২৮، ২৯، ৪২، ৫৯، ৬৪، ৮২، ৮৬، ৮৭، ৯১، ৯২، ১১৯، ১২২, See هِمْسٌ
شَدَّةُ بِالْفَتْحَةِ، ২৩	قَبِيلَةٌ، ১০৩، ১২০	مَدْ بَدْلٍ، ৪৯، ৫২	وَاجِبٌ، ৫০، ৯৮، ১০৪، ১০৭، ১১৪، ১২০، ১২৪، ১২৬
شَدَّةُ بِالْكَسْرَةِ، ২৩	قِبْحٌ، ১১৩، ১১৬، ১২৩	مَدْ رَاتِنٍ، ৪৯، ৫০، ৬১، ৮১، ৮২، ৯১	وَاجِبٌ عَيْنٍ، ১০৪، ১২৪
شَدَّةُ، ৮০، ৮৮، ৮৯، ৯০	أَلْقَرْءَانُ الْكَرِيمُ، ৯৮، ১০২	مَدْ طَبِيعِيٍّ، ৪৯، ৬৫	وَاجِبٌ كَفَائِيَّةٍ، ৯৮، ১২৪
شَفَّةٌ، ১৫	قَطْعٌ، ২৪، ২৮، ১১৭، ১২৬	مَدْ عَارِضٍ، ৫১، ৫২، ৬১، ৬৫، ৬৯	وَحْيٌ، ৯৮
شَيْطَانٌ، ১০৭	فَلَقْلَةٌ، ৭৮، ৮১، ৮৮، ৮৯، ৯০، ৯১، ৯৩، ৯৪	مَدْ عَارِضٌ لِلسُّكُونِ، ৫১	وَصْلُ، ২৫، ২৮، ৮০، ৮২، ৮৩، ৯১، ১০৯، ১১০، ১১১، ১১২
صَادُّ سِينِيَّةٍ، ৮৪، ৯২، ৯৭	كَافٌ، ১১৩، ১১৫، ১২৬	مَدْ عَوْضٍ، ৫০، ৮১	وَضْوَءُ، ১০৩، ১২০
صَحَابَةٌ، ৯৮	كَسْرَةٌ، ২০، ২১، ২২، ২৩، ২৫، ২৭، ২৮، ৩০، ৫৮، ৫৯، ৬০، ৬৪، ৭৮، ৮৪، ৮৫، ৮৭، ৯২، ১১৮	مَدْ فَرْعَىٰ، ৪৯	وَقْفٌ، ৮০، ৮৩، ৯১، ১১২، ১২৩، ১২৫
صَفَاتُ الْحُرُوفِ، ৭৭، ৮৮	لَازِمٌ، ৫১، ১১৪، ১২৬	مَدْ لَازِمٍ، ৬১، ৬৫، ৬৮، ৮৬	وَقْفُ أَخْتِيَارِيٍّ، ১১২
صَفَاتُ مُنْضَارَبَةٍ، ৭৯	لَحْنٌ، ১০৫، ১২৪	مَدْ لِينٍ، ৫২، ৬১، ৬৫، ৬৯	وَقْفُ أَخْتِيَارِيٍّ، ১১৩، ১২৬
صَفَاتُ مُوَحَّدةٍ، ৭৭	لَحْنٌ جَلِيلٌ، ১০৫، ১০৬، ১২৪	مَدْ مُتَّصِلٍ، ৫০، ৫২، ৬১، ৬৫، ৬৮، ১২৭	وَقْفُ أَضْطَرَارِيٍّ، ১১২
صَفَيرٌ، ৭৭، ৮৮، ৮৯، ৯০، ৯১، ৯৩، ৯৪	لَحْنٌ خَفِيفٌ، ১০৫، ১০৬، ১২৪	مَدْ مُنْفَصِلٍ، ৫০، ৫২، ৬১، ৬৫، ৬৫، ৬৮	وَقْفُ انتِظَارِيٍّ، ১১৩
صَلَّةٌ، ১২০	লِسَانٌ، ১৫	مَدْ لِينٍ، ১৫	وَقْفُ تَامٍ، ১১৪
ضَمَّةٌ، ১৯، ২০، ২১، ২২، ২৩، ২৫، ২৭، ২৮، ৩০، ৫৮، ৫৯، ৬০، ৬৪، ৭৮، ৮৪، ৮৫، ৯২، ১১৮	لِينٌ، ৭৮، ৮৮، ৮৯، ৯০، ৯১	مُصْحَّفٌ، ১২০، ১২১، ১২২، ১২৩، ১২৬	وَقْفُ تَامٍ مُطلَقٍ، ১১৪
طَبِيعِيٌّ، ৪৯	مُؤْمِنٌ، ১০২	الْمُصْحَّفُ الْعَجمِيٌّ، ১২০، ১২১، ১২২، ১২৩، ১২৬	وَقْفُ حَائِنٍ، ১১৫
عَارِضٌ، ৫১	مُتَّصِلٌ، ৫০	الْمُصْحَّفُ الْمَدِينَةِ، ১২০، ১২১، ১২২، ১২৩، ১২৬	وَقْفُ حَسَنٍ، ১১৫، ১২৬
غُنْتَةٌ، ৫২، ৫৩، ৫৪، ৫৫، ৫৬، ৫৭، ৫৮، ৫৯، ৬২، ৬৩، ৬৪، ৬৬، ৬৭، ৬৯، ৭০، ৭১، ৭২، ৭৫، ৭৯، ৮১، ৮২، ৮৮، ৮৯، ৯০، ৯১، ১০৬، ১২৪	مَخْرَجٌ، ১৩، ১৪، ১৫، ৩০	مَكَّةٌ، ৯৮	وَقْفُ قَبِيجٍ، ১১৬، ১২৬
	مَدٌ، ১১، ১৩، ১৮، ২০، ২১، ২৩، ২৪، ২৫، ২৮، ৩০، ৩৩، ৪৯، ৫০، ৫১، ৫২، ৫৭، ৫৮، ৫৯، ৬১، ৬৩، ৬৫، ৭৮، ৭৯، ৮১، ৮২، ৮৩، ৮৬، ৮৭، ৯১، ৯২، ১০৫، ১০৬، ১১৭، ১১৮، ১১৯، ১২১، ১২২	مَكْرُوهٌ، ১০৬، ১২৪	وَقْفُ كَافٍ، ১১৫
		مَلَائِكَةٌ، ৯৮	وَقْفُ لَازِمٍ، ১১৪
		مُنَافِقٌ، ১০২	يَسَامَةٌ، ৯৮
		مَنْدُوبَةٌ، ১০৭	
		مُنْفَصِلٌ، ৫০	

المراجع

١. القراءان الکریم
٢. التحرید الصحیح لاحادیث الجامع الصحیح، دکتور مصطفی دیب البعا، الیمامۃ للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا-1984
٣. القاموس المحيط، عربی-انجليزی، انجلیزی-عربی، دار العلا للنشر-1985
٤. غایة المريد في علم التجوید، عطیة قابل نصر، دار التقوی للنشر والتوزیع، القاھرة- 1992
٥. تجوید وعلوم القرآن، دکتور عظام البدین نافع، اس ای برس، روال بندي، باکستان - 1996
٦. ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-১৯৯০
৭. পরিত্র কোরআনুল করীম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মুনাওয়ারা-১৪১৩হিজরি(১৯৯২)।
৮. বাংলা একাডেমী অভিধান, ব্যবহারিক বাংলা, বাংলা-ইংরেজি এবং ইংরেজি-বাংলা, বাংলা একাডেমী ঢাকা- ১৯৯২-৯৪।
৯. কোরআন পরিচিতি, সম্পাদনা-মহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন, ঢাকা-১৯৯২
১০. যথাশক্ত, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত-১৯৯৩।
১১. آرবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮।
১২. আসান ফেকাহ, মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০০২।
13. Tajweed Notes– Foundation Level, Al-Azhar Institute, In Association with The Open School for Arabic and Islamic Studies-OSAIS
14. Reach the goals via Tajweed rules- Teacher's class notes, 1st Edition, Maha M. Rashed.
15. www.abouttajweed.com
16. www.theopenschool.org
17. www.quranexplorer.com
18. www.qurantoday.com
19. www.islamicbulletin.com
20. www.searchtruth.com

تم بعون الله تعالى
২৮ ربیع الثانی ১৪৩১